দশ পারমী
ও
চরিয়া পিটক
(সানুবাদ)

ডাঃ সিতাংশু বিকাশ বড়ুয়া
এম, বি,বি, এস; এফ,সি, পি,এস।

সম্পাদিত

DASA PARAMI
&
CARIYA PITAKA

(With Bengali Translation)

DR. SITANGSHU BIKASH BARUA
M. B. B. S; F. C. P. S.

E D I T E D.

প্রকাশিকা : রোমেলী বড়ুয়া, এম, এ।
রাউজান, দক্ষিণ পাড়া,
চ ট্ট গ্রা ম।

প্রথম সংস্করণ : ১৯৮৮ ইং

প্রচ্ছদ : লাকী ব্লক
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

মুদ্রণ : মিন্টো প্রেস
৮, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

মূল্য : চল্লিশ টাকা মাত্র।

— ভূমিকা —

১৯৮৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে রাউজান আনন্দ বিহারে পবিত্র ভিক্ষু পরিবাসের সময় বোধিসত্ত্বের দশ পারমী সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করে পুস্তকাকারে সংকলন করার জন্য আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। বোধিসত্ত্বের দশ পারমী সম্বন্ধে নিবন্ধ লিখার জন্য ও পরিবাসে আলোচনা করার জন্য আমরা বাংলাদেশ তথা ভারতের বিশিষ্ট পণ্ডিত বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে বিশিষ্ট চিন্তাবিদ্‌দের সহিত যোগাযোগ করেছিলাম। এ যোগাযোগের ফলে আমাদের ধারণা হয়েছে যে, বাংলাদেশে বৌদ্ধদের মধ্যে বোধিসত্ত্বের পারমী সম্বন্ধে বিস্তারিত আলাপ আলোচনা করার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। অনেক বিশিষ্ট বৌদ্ধ পণ্ডিতদের ধারণা এই যে থেরবাদী বৌদ্ধদের গ্রন্থাদিতে বোধিসত্ত্বের পারমীর বিস্তারিত ব্যাখ্যা নাই, মহাযানী বৌদ্ধরা বোধিসত্ত্বের পারমীতে বিভিন্ন সূত্রের মধ্যে কতগুলি কল্পিততত্ত্ব সংযোজিত করে বোধিসত্ত্বযানকে মহানরূপে উপস্থাপনা করার প্রয়াস পেয়েছেন। প্রকৃত পক্ষে বাংলাদেশে বৌদ্ধদের মধ্যে মূল ত্রিপিটকের জাতক, বুদ্ধ বংশ, অপাদান, চরিয়া পিটক প্রভৃতি গ্রন্থ সম্বন্ধে খুব একটা আলোচনা-গবেষণা হয় নাই বলে তাদের এরূপ ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। উপরোক্ত গ্রন্থাবলীর অর্থকথা বাংলায় অনূদিত হলে বাংলাদেশের বৌদ্ধরা বোধিসত্ত্বের পারমীর সঠিক মূল্যায়ণ করতে পারতেন।

উপরোল্লিখিত আলোচনার আলোকে বোধিসত্ত্বের দশ পারমীর সহিত আমরা সানুবাদ চরিয়া পিটক সংযোজন করে দিলাম।

চরিয়া পিটক খুদ্দক নিকায়ের পঞ্চদশ গ্রন্থ এবং গৌতম বুদ্ধের বোধিসত্ত্ব জীবনের কাহিনী এ গ্রন্থে গাথা আকারে বর্ণিত হয়েছে। এ গাথাগুলিতে বোধিসত্ত্বের সম্বোধি প্রাপ্তির প্রত্যাশায় পারমী পূরণের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে।

চরিয়া পিটকে মোট তিনটা বর্গ বা পরিচ্ছেদ আছে এবং সর্বমোট ৩৫টা বোধিসত্ত্বের পূর্বজন্ম কাহিনী আছে। এই পূর্বজন্ম কাহিনীগুলি বোধিসত্ত্বের দশ পারমী পরিপূরণের ঘটনাবিন্যাস। চরিয়া পিটকে লক্ষ্য করার মত বিষয় যে, এখানে দশ পারমীর মধ্যে ৭টা পারমীর উল্লেখ আছে। প্রজ্ঞা, বীর্য এবং ক্ষান্তি পারমীর উল্লেখ নাই। প্রথম পরিচ্ছেদে দান পারমীর উদাহরণ দিয়ে ১০ টা কাহিনীর, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শীল পারমীর উদাহরণ দিয়ে ১০ টা কাহিনীর এবং তৃতীয় পরিচ্ছেদে নৈষ্ক্রম্য পারমীর ৫ টা কাহিনী, অধিষ্ঠান পারমীর ১টা কাহিনী, সত্য পারমীর ৬টা কাহিনী, মৈত্রী পারমীর ২টা কাহিনী এবং উপেক্ষা পারমীর ১টা কাহিনী, মোট ১৫টা কাহিনীর উল্লেখ আছে। মোট ৩৫টা কাহিনীর মধ্যে মহাগোবিন্দ, সত্যসবহয় এবং মহালোমহংস চরিতের উল্লেখ জাতক গ্রন্থে দেখা যায় না। মহাগোবিন্দ চরিতের কথা দীর্ঘনিকায় গ্রন্থে মহাগোবিন্দ সূত্রে উল্লেখ আছে এবং মহালোমহংস চরিতের কথা ৯৪ নং জাতকের সহিত নামের সামঞ্জস্য থাকলেও কাহিনীর সহিত মিল নাই। সত্যসবহয় চরিত শুধু চরিয়া পিটকে দেখা যায়। চরিয়া পিটক অর্থকথায় অকীত্তি চরিতের দ্বিতীয় গাথায় "সুণোহি মে" বাক্যাংশের ব্যাখ্যায় উল্লেখ আছে যে "সুণোহি" বুদ্ধ স্বয়ং ধর্মসেনাপতি সারিপুত্রকে সম্বোধন করে বলেছেন এবং 'মে' অর্থ আমার সম্মিকে বা নিকটে অর্থ আমার ভাষ্য। অর্থাৎ চরিয়া পিটক স্বয়ং বুদ্ধ সারীপুত্র স্থবিরকে উপলক্ষ্য করে দেশনা করেছিলেন। এই গ্রন্থের প্রথম চরিতের প্রথম দুইটা গাথা বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয়। প্রথম গাথায় অসংখ্য কাল এবং কল্পের কথা আছে। এ সম্বন্ধে আমরা টীকায় আলোচনা করেছি। দ্বিতীয়

গাথায় বলা হয়েছে চরিয়া পিটকের শুধু এই ভদ্রকল্পে বোধিসত্ত্বের জীবন চরিতের কথা হচ্ছে। বোধিসত্ত্ব বেস্‌সন্তর জন্ম হতে চ্যুত হয়ে সন্তোসিত দেবপুত্র নামে তুষিত স্বর্গে ষাট শত সহস্র বৎসর মতান্তরে ৫৭ কোটি বৎসর অবস্থান করেছিলেন। এই দু'টা বিষয় বিবেচনা করলে পারমী পরিপূর্ণ করার সময় সম্বন্ধে আমরা কল্পনা করে নিতে পারি। এতদ্‌সত্ত্বেও আমরা মিলিন্দ প্রশ্ন গ্রন্থে দেখতে পাই বোধিসত্ত্ব গৌতম জ্ঞান ও বোধির অপরিপক্কতার জন্য দুষ্কর চর্যা করেছিলেন।

পালি টেকস্ট সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত Rev. Ricard Morris কর্তৃক রোমান অক্ষরে সম্পাদিত চরিয়া পিটক গ্রন্থ হতে আমি বাংলা অক্ষরে রূপান্তরিত করেছি। আচার্য ধম্মপালের পরমাথদীপনি বা চরিয়া পিটক অট্‌ঠকথা বঙ্গসন্তান শ্রীযুক্ত বাবু ডি. এল. বড়ুয়া পালি টেকস্ট সোসাইটির জন্য রোমান অক্ষরে সম্পাদিত করেছেন। এই বই হতে আমি অনেক সাহায্য নিয়েছি। তাহা ছাড়া ঈশান ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত "জাতক" বই হতে আমি অনেক উদ্ধৃতি দিয়েছি। তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাই।

পরিশেষে এই পুস্তকের প্রুফ কপি শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ জ্যোতিঃপাল মহাস্থবির মহোদয়কে দেখালে তিনি মন্তব্য করলেন যে বাংলা অক্ষরে বই থাকলে কি হবে? পালি উচ্চারণ করে চরিয়া পিটক পড়বার মত লোকেরও দরকার হবে অর্থাৎ উনি বলতে চান যে পালি পড়ার জন্য রীতিমত প্রশিক্ষণ দরকার। বাংলাদেশ পালি প্রশিক্ষণের অভাব দেখে শ্রদ্ধেয় জ্যোতিঃ পাল মহাস্থবির এই মন্তব্য করেন।

পারমী সম্বন্ধে পরিবাসের সময় যাঁরা আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁদের নিবন্ধ পাঠায়েছেন এবং পরে যোগাযোগ করেছেন, তাঁদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা রইলো।

এই বই ছাপার ব্যাপারে মিন্টো প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু অনিল কান্তি বড়ুয়া এবং শ্রীযুক্ত বাবু দুলাল কান্তি বড়ুয়া অতি ধৈর্য্য সহকারে বইয়ের প্রুফ সংশোধন করে দিয়ে আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন। আমাদের অকৃত্রিম চেষ্টা সত্ত্বেও অনেক মুদ্রণ প্রমাদ এবং ভুল ত্রুটি রয়ে গেল। পাঠক কিঞ্চিৎ মাত্র উপকৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

চট্টগ্রাম,
২৮।১২।৮৭

ইতি --
ডাঃ সিতাংশু বিকাশ বড়ুয়া

—বিষয় সূচী—

প্রথম ভাগ

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১। বোধিসত্ত্বের দশ পারমী—ডাঃ সিতাংশু বিকাশ বড়ুয়া		১
২। দান পারমী—বুদ্ধ রক্ষিত মহাথের		১৫
৩। শীল পারমী—শ্রীমৎ সুবোধি রত্ন মহাথের		২১
৪। শীল পারমী—শ্রীমৎ জ্ঞানশ্রী মহাস্থবির		২৭
৫। শীল পারমী—ড: সুমঙ্গল বড়ুয়া		৩১
৬। শীল পারমী—দীপংকর শ্রীজ্ঞান বড়ুয়া		৩৭
৭। নৈষ্ক্রম্য পারমী—ডাঃ সিতাংশু বিকাশ বড়ুয়া		৪৩
৮। নৈষ্ক্রম্য পারমী—প্রজ্ঞাবংশ থের		৪৮
৯। প্রজ্ঞা পারমী শ্রীমৎ সত্যপ্রিয় মহাথেরো		৫১
১০। বীর্য পারমী—শ্রীমৎ গিরিমানন্দ মহাথের		৬৪
১১। ক্ষান্তি পারমী—ভিক্ষু শীলাচার শাস্ত্রী		৬৯
১২। ক্ষান্তি পারমী—শ্রীমৎ জিনবোধি ভিক্ষু		৭৩
১৩। সত্য পারমী—ডাঃ সিতাংশু বিকাশ বড়ুয়া		৭৯
১৪। অধিষ্ঠান পারমী—পূর্ণানন্দ মহাস্থবির		৮৪
১৫। মৈত্রী পারমী—শ্রীমৎ ধর্ম্মরক্ষিত মহাস্থবির		৮৯
১৬। উপেক্ষা পারমী—প্রজ্ঞাবংশ থের		৯৬
১৭। উপেক্ষা পারমী—শ্রীমৎ সুগতবংশ মহাস্থবির		১০১

দ্বিতীয় ভাগ

১। চরিয়া পিটক (পালি)	১—৩৫
২। চরিয়া পিটক (বঙ্গানুবাদ)	৪০—১০৬
৩। শুদ্ধি পত্র	৩৬

বোধিসত্ত্বের দশ পারমী

—ডাঃ সিতাংশু বিকাশ বড়ুয়া
এম, বি, বি, এস ; এফ, সি, পি, এস।

"পারমী" পরম শব্দ হতে আগত। পরম অর্থ পরিপূর্ণ, শ্রেষ্ঠ, সর্বাতীত, উৎকৃষ্ট ইত্যাদি। পারমী অর্থ পূর্ণতা, পরিপূর্ণতা, পরিপূর্ণ অবস্থা ; Completeness, Perfection or High state. পারমিতা (স্ত্রী)—পরম $\sqrt{\text{ই}+}$ তা অর্থ পরমের ভাব, পূর্ণতা প্রাপ্ত ; পারমিং গতো বা পারমিপ্ পাত্তা।

বুদ্ধবংশে বোধিসত্ত্বের পারমীকে "বোধিপাচন ধম্মা'' বা "বুদ্ধ কারক ধম্মা" বলে অভিহিত করা হয়েছে। ইংরেজীতে পারমী Buddha making things or perfection to an ultimate in preparation for his eventual winning of Omniscience বলা হয়েছে।

পারমী শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত বা পরিপূর্ণ ভাব। এখানে স্বভাবতঃ আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে এই পরিপূর্ণতার উদ্দেশ্য কি এবং পরিপূর্ণতার দরকারই বা কি ? পরিপূর্ণতা প্রাপ্তির উদ্দেশ্য এবং দরকার হল সর্বজ্ঞতা জ্ঞান ধারণ করার জন্য যে অসীম শক্তি বা ক্ষমতার দরকার, তা' অর্জন করা। শুধু সর্বজ্ঞতা জ্ঞানের জন্য নহে, অরহত্ব প্রাপ্তির জন্যও পারমী পূর্ণ করতে হয়। বৌদ্ধ ধর্ম মতে জগতের সকল সত্ত্বগনের জীবন দুঃখে পরিপূর্ণ। পুনঃ পুনঃ জন্ম করে এ জগতের সত্ত্বদের অনন্ত দুঃখ ভোগ করতে হয়। এ দুঃখ হতে মুক্তি লাভের একমাত্র পথ হল নির্বাণ সাক্ষাৎ করা। নির্বাণ সাক্ষাৎ করতে হলে অরহত্ব প্রাপ্ত হতে হবে। এ অরহত্ব প্রাপ্তির জন্মে জন্মে জন্মে পারমী

পূর্ণ করতে হবে। কিন্তু বোধিসত্ত্বকে সম্যক সম্বুদ্ধ হওয়ার জন্য পারমীর প্রকারভেদে দশপারমী, দশ উপপারমী এবং দশ পরমার্থ পারমী প্রভৃতি ত্রিশ পারমী পরিপূর্ণ করতে হবে। এ ত্রিশ পারমী পরিপূর্ণ হলে তিনি সর্বজ্ঞতা জ্ঞান ধারণ করার শক্তি বা ক্ষমতা অর্জন করবেন এবং এ' জ্ঞানের বিস্তৃতিকে গ্রহণ করার এবং জনসমক্ষে গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ ক্ষমতা অর্জন করতে পারবেন। সর্বজ্ঞতা জ্ঞান ধারণ করার জন্য বোধিসত্ত্বকে জন্মে জন্মে পারমী পুরণের মাধ্যমে কায়িক লক্ষণ সমূহ, বাচনিক গুণাবলী এবং মানসিক ভারসাম্য অর্জন করতে হবে। পারমী পূর্ণ হলে তাদের শরীরে ৩২ প্রকার লক্ষণ এবং ৮০ প্রকার অনুব্যঞ্জনসহ অন্যান্য গুণাবলী প্রকাশিত হবে।

দুঃখ হতে মুক্তি লাভ করতে হলে নির্বাণ সাক্ষাৎ করতে হবে। নির্বাণ সাক্ষাৎ করতে হলে অরহত্ত্ব প্রাপ্ত হতে হবে। অহরত্ত্ব প্রাপ্তির জন্য পারমী পূর্ণ করতে হবে। কিন্তু জগতে এমনও সত্ত্বগণ আছেন যারা শুধু নিজের মুক্তির কথা চিন্তা না করে অন্যকে মুক্ত করার চিন্তা করে থাকেন। বৌদ্ধ ধর্মমতে জগতে এ' সব সত্ত্বের আবির্ভাব হলে অন্যান্য সত্ত্বগণ দুঃখ মুক্তির সুযোগ পেয়ে থাকেন। এ'সব সত্ত্ব চিন্তা করে থাকেন—

"কিং মে অঞাতবেসেন ধম্মং সচ্ছিকতেনিধ,
সব্বঞ্ঞুতং পাপুনিত্বা বুদ্ধো হেস্সংসদেবকে।"

"আমি কেন জনসাধারণের অজ্ঞাতসারে ধর্ম (চতুরার্যসত্য) প্রত্যক্ষ করব। আমি সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ করে দেবমনুষ্যদিগের মধ্যে বুদ্ধ হব।"

এ' রূপ চিন্তাশীল সত্ত্বদিগকে বোধিসত্ত্ব বা বুদ্ধাঙ্কুর বলা হয়ে থাকে। শুধু তাদের এ' রূপ চিন্তা করলে হবে না, তাদেরকে একজন সম্যক সম্বুদ্ধ হতে বুদ্ধ হওয়ার প্রার্থনা করতে হবে। যে

ব্যক্তির 'অষ্টবিধ' গুণ আছে, সম্যক সম্বুদ্ধ সে ব্যক্তির প্রার্থনা গ্রহণযোগ্য বলে তাকে ভবিষ্যৎ বুদ্ধ হবেন বলে বর প্রদান করবেন। ভবিষ্যৎ বুদ্ধ হওয়ার জন্য সম্যক সম্বুদ্ধের নিকট আশীর্বাদ প্রার্থী ব্যক্তির অষ্টবিধ গুণ নিম্নলিখিত গাথায় বর্ণিত আছে।

"মনুস্সত্তং লিঙ্গ সম্পত্তি হেতু সত্থার দস্সনং,
পব্বজ্জা গুণ সম্পত্তি অধিকারো চ ছন্দতা
অট্ঠ ধম্মসমোধানা অভিণীহারো সমিজ্ঝতি।"

"(১) মানব জাতিকে জন্ম, (২) পুরুষত্ব লাভ, (৩) ইহ জীবনে অরহত্ব লাভে উপযুক্ত পুণ্যরূপ হেতু সম্পন্নতা (৪) বুদ্ধ দর্শন ৫) প্রব্রজ্যা (৬) অভিজ্ঞারূপ গুণ সম্পন্নতা (৭) বুদ্ধত্ব লাভের জন্য জীবন ত্যাগ (অধিকার) এবং (৮) অপরাজেয় ইচ্ছাশক্তি (ছন্দতা) এই আটটি ধর্ম এক সঙ্গে থাকলে বুদ্ধত্ব লাভের প্রবল ইচ্ছা (অভিণীহার) পূর্ণ হয়ে থাকে।"

যে দিন এ' অষ্টগুণ সমন্বিত ব্যক্তি সম্যক সম্বুদ্ধ হতে বুদ্ধ হওয়ার ভবিষ্যৎ বাণী প্রাপ্ত হয়ে থাকেন সে দিন হতে সে ব্যক্তি "বোধিসত্ত্ব" বা "বুদ্ধাঙ্কুর" নামে অভিহিত হয়ে থাকেন। এই বোধিসত্ত্ব অবস্থায় তাকে ন্যূন পক্ষে চার অসংখেয় কাল সহ এক লক্ষের অধিক কল্প পর্যন্ত পারমী পূর্ণ করতে হবে। পারমী পরিপূর্ণ হলে তিনি জগতে বুদ্ধরূপে আবির্ভূত হন এবং জগতের অসংখ্য সত্ত্বদের দুঃখ মুক্ত করে থাকেন। সম্যক সম্বুদ্ধ এবং প্রত্যেক বুদ্ধ ব্যতীত অন্য ব্যক্তিদের পক্ষে স্বয়ং অভিজ্ঞার দ্বারা অহরত্ব প্রাপ্তি সম্ভব নয়। অন্য ব্যক্তিদের অরহত্ব প্রাপ্তির জন্য সম্যক সম্বুদ্ধের নিকট ধর্ম শ্রবণ করতেই হবে। তাদের মধ্যে সম্যক সম্বুদ্ধের অগ্রশ্রাবক এবং মহাশ্রাবক হতে হলে পূর্ববর্তী বুদ্ধদের থেকে আশীর্বাদ নিতে হবে। বৌদ্ধ সাহিত্যে উল্লেখ আছে যে সম্যক সম্বুদ্ধ হওয়ার জন্য চার অসংখেয় কাল সহ লক্ষাধিক কল্প পারমী পূর্ণ করতে হয় ;

প্রত্যেক বুদ্ধ হওয়ার জন্য দুই অসংখেয় কাল সহ লক্ষাধিক কল্প পারমী পূর্ণ করতে হয় এবং অগ্রশ্রাবক এবং মহাশ্রাবকদের ন্যূন এক অসংখেয় কাল সহ লক্ষাধিক কল্প পারমী পূর্ণ করতে হয়। তাই চরিয়া পিটকে আমাদের গৌতম বুদ্ধের জীবন চর্চায় "কপ্পে চ সতসহসসে চতুরো চ অসংখিয়ে" দিয়ে শুরু করা হয়েছে।

মহাসতিপট্ঠান সুত্তে উল্লেখ আছে— "ভিক্ষুগণ, যে কেহ এ' চার প্রকার স্মৃতি প্রস্থান সপ্ত বর্ষকাল ··· ··· ছয় বৎসরকাল ··· ··· চার বৎসরকাল ·· ··· তিন বৎসর কাল ··· ·· দুই বৎসর কাল ··· ··· এক বৎসরকাল এ'ভাবে ভাবনা করবেন, তার দ্বিবিধ ফলের যে কোন একটি প্রাপ্য— এ' জগতেই অরহত্ব লাভ অথবা দেহান্তে অনাগামিতা। ভিক্ষুগণ, এক বৎসরের প্রয়োজন নেই, এ' চার প্রকার স্মৃতি প্রস্থান সাত মাস, ছয় মাস, পাঁচ মাস অথবা অর্দ্ধ মাস ··· অর্দ্ধমাসের প্রয়োজন নেই ·· ···এক সপ্তাহ ভাবনা করবেন; তার দ্বিবিধ ফলের যে কোন একটি প্রাপ্য—এ'জগতে অরহত্ব লাভ অথবা দেহান্তে অনাগামিতা।"

বোধি রাজকুমার সুত্তে উল্লেখ আছে "এ' পঞ্চাঙ্গ[১] সাধনোদ্যমযুক্ত ভিক্ষু তথাগতকে বিনায়ক রূপে লাভ করলে যার জন্য কুল পুত্রগণ সম্যক রূপে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজিত হন, তিনি অনুত্তর ব্রহ্মচর্য-পরিণাম ইহ জীবনে সাত বৎসরের মধ্যে ··· সন্ধ্যায় অনুশাসিত হয়ে প্রাতঃকালে ······ প্রাতঃকালে অনুশাসিত সন্ধ্যায় বিশেষ অরহত্ব অধিগত করতে পারেন।"

এ দু'সুত্ত আলোচনা করে দেখা যায়, সাধারণ ভিক্ষু ইহ জীবনের সাধনায় অরহত্ব প্রাপ্ত হতে পারেন। কিন্তু একটু গভীর ভাবে

১। পঞ্চাঙ্গ—(১) শ্রদ্ধাবান (২) সুস্বাস্থ্য (৩) অশঠ অমায়াবী (৪) প্রজ্ঞাবান (৫) নিরলস।

চিন্তা করলে আমরা তাদের পারমী পূর্ণতার বিষয় উপলব্ধি করতে পারি। প্রথমতঃ চার স্মৃতি প্রস্থান ভাবনা করার মত পূর্বযোগ থাকতে হবে এবং পঞ্চাঙ্গ বিষয় পূর্ণ করতে পারমীপূর্ণ থাকতে হবে। তাই আমরা দেখতে পারছি পূর্বজন্মের পারমী ব্যতীত দুঃখ মুক্তি অসম্ভব। অভিধর্ম পিটকে তাই সাধারণ ব্যক্তিদের অহেতুক, একহেতুক, দ্বিহেতুক এবং ত্রিহেতুক প্রভৃতি শ্রেণী বিভাগ করে দেখানো হয়েছে।

আমাদের গৌতম বুদ্ধ লোকবিদ্ দীপঙ্কর বুদ্ধের জীবিতকালে অমরাবতী নামক সমৃদ্ধশালী নগরে এক বিত্তশালী ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম ছিল সুমেধ। তিনি "দুক্খো পুনব্ভভো নাম সরীরস্স চ ভেদনং অর্থাৎ "পুনরুৎপত্তি ও শরীর ভেদ বা মৃত্যু দুঃখজনক" চিন্তা করে "অজরং অমরং খেমং পরিয়েসিস্সামি নিব্বুতিং" অর্থাৎ "জরামরণ বিহীন নিরাপদ স্থান নির্বাণ অন্বেষণ করব" এ' সংকল্প করে অনেক কোটি শত ধন সম্পদ দান করে হিমবন্ত প্রদেশে চলে গেলেন এবং অতি উৎসাহের সহিত তপস্যা করে অষ্ট সমাপত্তি এবং পঞ্চ অভিজ্ঞাবল লাভ করেছিলেন। সুমেধ তাপস দীপঙ্কর বুদ্ধের মাতৃ গর্ভে প্রবেশ করার সময়, প্রসূত হওয়ার সময়, বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির সময় এবং ধর্মচক্রে প্রবর্তন করার সময় ধ্যান সুখে নিরত ছিলেন। তাই তিনি এ' চার পূর্ব নিমিত্ত দেখতে পান নাই। তিনি একদিন এক শুভ মুহূর্তে পথিমধ্যে লোকনায়ক দীপঙ্কর বুদ্ধের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন এবং বুদ্ধ হওয়ার প্রবল আকাঙ্খা পোষণ করে দীপঙ্কর বুদ্ধের জন্য পথ সংস্কার করছিলেন, লোকবিদ্ দীপঙ্কর বুদ্ধ সুমেধ তাপসের অষ্টগুণ লক্ষ্য করে এবং তার প্রবল ইচ্ছা শক্তির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে ভবিষ্যৎ বাণী করে বলেছিলেন—"এ'ব্যক্তি অপরিমিত কল্পের পর জগতে বুদ্ধরূপে উৎপন্ন হবেন।"

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় সুমেধ তাপস অরহত্ব প্রাপ্তির জন্য পূর্বজন্মে পারমী পরিপূর্ণ করেছিলেন ; কিন্তু সম্যক সম্বুদ্ধ হতে হলে উনাকে আরও অপরিমিত কল্পকাল পারমীপূর্ণ করতে হবে। তাই তিনি "বোধিপাচন ধম্মা" বা "বুদ্ধকারক ধম্মা" সম্বন্ধে চিন্তা করেছিলেন। বুদ্ধ বংশে উল্লেখ আছে—

"হন্দ বুদ্ধ করে ধম্মে বিচিনামি ইতো চিতো,
উর্দ্ধং অধো দসদিসায়াবতা ধম্মধাতুয়া।

"অতএব আমি উর্দ্ধ অধঃ আদি দশদিক যতদূর পর্যন্ত স্বভাব ধর্ম বিদ্যমান আছে (কাম, রূপ এবং অরূপ লোক), ততদূর পর্যন্ত বুদ্ধত্ব লাভের হেতুভূত ধর্ম সমূহ চয়ণ করব।"

সুমেধ তাপস আপন অভিপ্রায় পরিপূর্ণ করার জন্য আনুষাঙ্গিক প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহ সম্বন্ধে চিন্তা করতে গিয়ে উপলব্ধি করতে পারলেন যে সর্বজ্ঞতা জ্ঞান ধারণ, বাহন এবং পরিবেশনের জন্য অসীম শক্তি ও ক্ষমতার দরকার। এ'রূপ অসীম শক্তি সঞ্চয় করতে হলে প্রথম দান পারমী, দ্বিতীয় শীল পারমী, তৃতীয় নৈষ্ক্রম্য পারমী, চতুর্থ প্রজ্ঞা পারমী, পঞ্চম বীর্য পারমী, ষষ্ঠ ক্ষান্তি পারমী, সপ্তম সত্য পারমী, অষ্টম অধিষ্ঠান পারমী, নবম মৈত্রী পারমী, দশম উপেক্ষা পারমী প্রভৃতি দশ পারমী, দশ উপপারমী এবং দশ পরমার্থ পারমী পরিপূর্ণ করতে হবে। তিনি এ' ত্রিশ পারমী সমূহের স্বরূপ চিন্তা করেছিলেন। পারমীর স্বরূপগুলি বুদ্ধ বংশ হতে উল্লেখ করা হচ্ছে।

১। দান পারমী

* ১১৯। যথাপি কুম্ভো সম্পন্নো যস্স কস্সচি অধোকতো,
বমতে উদকং নিস্সেসং ন তত্থ পরিরক্খতি।

---

* উপরোক্ত ক্রমিক সংখ্যাগুলি পালি টেক্সট সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত, রেভারেণ্ড রিচার্ড মরিস কৃত বুদ্ধবংশ এবং চরিয়া পিটক গ্রন্থ হতে সংগৃহীত হয়েছে।

১২৩। তথেব যাচকে দিস্বা হীনমুক্কট্ঠমজ্ঝিমে,
দদাহি দানং নিস্সেসং কুম্ভোবিয় অধোকতো।"

"জলপূর্ণ কলসী কারো দ্বারা অধোমুখী করা হলে, উহার জল যেমন নিঃশেষ হয়ে পড়ে যায়, তথায় বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট থাকে না, সেরূপ হীন, উত্তম এবং মধ্যম যে কোন প্রকারের যাচক দেখলে অধোমুখী কৃত জল কলসীর ন্যায় নিঃশেষে দান কর।"

২। শীল পারমী

১২৪। "যথাপি চমরী বালং কিস্মিচি পটিবলগ্গিতং,
উপেতি মরণং তত্থ ন বিকোপেতি বালধিং।

১২৫। তথেব ত্বং চতুসু ভূমীসু সীলানি পরিপূরিয়
পরিরক্খ সব্বদা সীলং চমরী বিয় বালধিং।"

"যেমন চমরী উহার বালধি বা লেজ কণ্টকাদি কোথায়ও আটকে গেলে তথায় প্রাণ ত্যাগ করে, তথাপি বালধি ছিন্ন করে না, সে রূপ চতুর্বিধ শীলভূমিতে স্থিত থেকে সর্বদাই অখণ্ডভাবে চমরীর বালধির ন্যায় শীলসমূহ রক্ষা কর।"

৩। নৈষ্ক্রম্য পারমী

১২৯। "যথা অন্দুঘরে পুরিসো চিরবুত্থোদুখদ্দিতো,
ন তত্থ রাগং অভিজনেতি মুত্তিংয়েব গবেসতি।

১৩০। তথেব ত্বং সব্বভাবে পস্স অন্দুঘরে বিয়,
নেক্খম্মাভিমুখো হোহি ভবতো পরিমুত্তিয়া।"

"কারাগারে আবদ্ধ বন্ধন জনিত দুঃখে দুঃখিত ব্যক্তি যেমন তথায় চিরকাল বাস করলেও সেখানে থাকতে ইচ্ছা করে না, মুক্তি লাভেরই চেষ্টা করে, সেরূপ তুমিও ভবত্রয়কে কারাগারের ন্যায় ভেবে মুক্তির জন্য নৈষ্ক্রম্যাভিমুখী হও।"

৪। প্রজ্ঞা পারমী

১৩৪। যথাপি ভিক্খু ভিকখন্তো হীনমুকট্ ঠমজ্ঝিমে,
কুলানি ন বিবজ্জেন্তো এবং লভতি যাপনং।

১৩৫। তথেব ত্বং সব্বকালং পরিপুচ্ছং বুদ্ধং জনং
পঞ্ঞাপারমিতং গন্ত্বা সম্বোধিং পাপুনিস্সসি।

"ভিক্ষু যেমন ভিক্ষা করবার সময় হীন, উত্তম, মধ্যম কুল বাদ দেন না, এবং এ'প্রকারে যাপনযোগ্য প্রাপ্ত দ্রব্য আহার লাভ করে থাকেন, যেরূপ তুমিও সর্বদাই পণ্ডিত ব্যক্তিদের নিকট (কুশলাকুশল এবং কর্তব্যাকর্তব্য) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করে প্রজ্ঞা পারমীতে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করে সম্বোধি লাভ কর।"

৫। বীর্য পারমী

১৩৯। "যথাপি সিহো মিগরাজা নিসজ্জট্ঠানচংকমে,
অলীনবিরিয়ো হোতি পগ্গহিতমনো সদা।

১৪০। তথেব ত্বংপি সব্বভবে পগ্গন্হ বিরিয়ং দল্হং
বিরিয় পারমিতং গন্ত্বা সম্বোধিং পাপুনিস্সসি।"

"মৃগরাজ সিংহ যেমন উপবেশন, দাঁড়ান ও পদচারণ এ'ত্রিবিধ অবস্থায় অসংকোচিত বীর্য এবং প্রসারিত চিত্তে অবস্থান করে, সে'রূপ তুমিও সর্বভাবে দৃঢ়পারক্রমশালী হও এবং এ'প্রকারে বীর্য পারমী পূর্ণ করে সম্বোধি লাভ কর।"

৬। ক্ষান্তি পারমী

১৪৪। যথাপি পঠবী নাম সুচিং পি অসুচিং পি চ,
সব্বং সহতি নিক্খেপং ন করোতি পটিঘং দয়ং।

১৪৫। তথেব ত্বং পি সব্বেসং সম্মানাবমানক্খমো
খন্তি পারমিতং গন্ত্বা সম্বোধিং পাপুনিস্সসি।

"যে রূপ পৃথিবীতে শুচি বা অশুচি যে প্রকার বস্তু নিক্ষেপ করা হলেও পৃথিবী উহার প্রতি দয়া বা ক্রোধ প্রদর্শন করে না, সমস্ত নিক্ষেপ সহ্য করে, সেরূপ তুমিও সকল সম্মান ও অপমান সহ্য করতঃ ক্ষান্তি পারমী পূর্ণ করে সম্বোধি লাভ কর।'

৭। সত্য পারমী

১৪৯। যথাপি ওসধি নাম তুলাভূতা সদেবকে,
সময়ে উতুবসেন বা ন বোক্কমতি বীথিতো

১৫০। তথেব ত্বং পি সচ্চেসু মা বোক্কমতি বীথিতো।
সচ্চ পারমিতং কত্বা সম্বোধি পাপুনিস্সসি।

"ঔষধি তারকা যেমন সকল সময়ে এবং সকল ঋতুতে সকল দেব মানবের জন্য সমতাপ্রাপ্ত এবং আপন গতিপথ হতে বিচ্যুত হয় না, সেরূপ তুমি সত্যমার্গ হতে বিচ্যুত হবে না। সত্যপারমী পূর্ণ করতঃ সম্বোধি লাভ কর।"

৮। অধিষ্ঠান পারমী

১৫৪। যথাপি পব্বতো সেলো অচলো সুপ্পতিট্ঠিতো,
ন কম্পতি ভুসবাতেহি সকট্ঠানে ব তিট্ঠতি।

১৫৫। তথেব ত্বং পি অধিট্ঠানে সব্বদা অচলো ভব
অধিট্ঠান পারমিতং গন্ত্বা সম্বোধিং পাপুনিস্সসি।

"অচল, সুপ্রতিষ্ঠিত শিলাময় পর্বত যেমন ঝঞ্ঝা বায়ুতেও কম্পিত হয় না, স্বীয়স্থানে স্থিত থাকে, সেরূপ তুমিও অধিষ্ঠানে সর্বদাই নিশ্চল হও। এরূপে অধিষ্ঠান পারমী পূর্ণ করে সম্বোধি লাভ কর।"

৯। মৈত্রী পারমী

১৫৯। যথাপি উদকং নাম কল্যাণে পাপকে জনে
সমং ফরতি সীতেন পবাহেতি রজোমলং।

১৬০। তথেব ত্বং পি হিতাহিতে সমং মেত্তয় ভাবয়,
মেত্তাপারমিং গন্ত্বা সম্বোধিং পাপুনিস্সসি।

"জল যেমন সংব্যক্তি হউক আর অসৎ ব্যক্তি হউক সকলকে শীতলতার দ্বারা শান্ত করে এবং শরীরের ময়লা বিদূরীত করে, সেরূপ তুমিও শত্রুমিত্র সকলের প্রতি সমান মৈত্রী পোষণ কর। এ প্রক রে মৈত্রী পারমীপূর্ণ করে সম্বোধি লাভ কর।"

১০। উপেক্ষা পারমী

১৬৪। যথাপি পঠবী নাম নিকখিত্তং অসুচিং সুচিং,
উপেক্খতি উভো প'এতে কোপানুণয়বজ্জিতা।

১৬৫। তথেব ত্বং পি সুখদুক্খে তুলাভূতা সদা ভবে,
উপেক্খা পারমিং গন্ত্বা সম্বোধিং পাপুনিস্সসি।

"পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত শুচি অশুচি এই উভয় জিনিসের প্রতি পৃথিবী যেমন ক্রোধও করে না, অনুনয়বিনয় ও করে না – উপেক্ষা করে থাকে; সেরূপ তুমি সুখ দুঃখে সর্বদাই তুলাদণ্ডের ন্যায় সমতা রক্ষা কর। এ প্রকারে উপেক্ষা পারমী পূর্ণ করে সম্বোধি লাভ কর।"

সুমেধ তাপস এভাবে দশ পারমীর স্বরূপ চিন্তা করে, তিনি আরও গভীর ভাবে ভেবে দেখলেন—"এ জগতে বোধিসত্ত্বদের বোধি পরিপক্ক করার জন্য এবং বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির জন্য এ কয়েকটি ধর্ম পরিপূর্ণ করতে হবে এবং এর চাইতে আর অধিক পারমী ধর্ম নাই।" তিনি আর চিন্তা করে উপলব্ধি করতে দেখলেন "এই পারমীগুলি উর্দ্ধে আকাশেও নেই, নিম্নে পৃথিবীর মধ্যে ও নেই অথবা উত্তর দক্ষিণ প্রভৃতি কোন দিকেও নেই। এই পারমীগুলি আমার নিজের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত আছে। এভাবে পারমীগুলি আমার অন্তরে প্রতিষ্ঠিত দেখে এবং প্রত্যেক পারমী দৃঢ়তার সহিত গ্রহণ করে পুনঃ পুনঃ পারমী সম্বন্ধে চিন্তা করতে করতে আমি পারমীগুলির অনুলোম প্রতিলোম আমারে অন্তরে উপ-

স্থাপিত করেছিলাম। প্রত্যেক পারমী পূরণের সর্বশেষ স্তর হতে আবার সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছেছিলাম এবং আবার সর্বনিম্ন স্তর হতে সর্বশেষ স্তরে পৌঁছেছিলাম। সর্বশেষ এবং সর্বনিম্ন স্তরের মাঝখানে গিয়ে আমি উভয়ের মধ্যে খানে একটা মধ্য স্তর চিন্তা করেছিলাম।" তিনি আরও চিন্তা দেখলেন "সত্যিকার ভাবে পারমী হল বাহ্যিক বস্তুর উৎসর্গ করা। উপ-পারমী হল কোন ব্যক্তির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ উৎসর্গ করা এবং পরমার্থ পারমী হল কোন ব্যক্তির আপন জীবন উৎসর্গ করা।" এভাবে সুমেধ তাপস দশ পারমী, দশ উপ-পারমী এবং দশ পরমার্থ পারমীর স্বভাব, রূপ, রস এবং লক্ষণ সম্বন্ধে সম্যকভাবে চিন্তা করে পারমীপূর্ণ করবার জন্য আত্মনিয়োগ করেছিলেন।"

এখানে আমরা পরমার্থ পারমী স্বরূপ কয়েকটা জাতকের গাথা হতে উদাহরণ দেবার চেষ্টা করবো।

১। দান পারমীর গাথা (সমপণ্ডিত জাতকেসুত্তং—৩১৬)

"ভিক্খায় উপগতং দিস্বা, সকত্তানং পরিচ্চজিং,
দানেন মে সম নত্থি, এসা মে দান পারমী'তি।"

"কোন প্রার্থীকে ভিক্ষার জন্য আমার নিকট উপনীত হতে দেখলে আমি নিজেকে উৎসর্গ করেছিলাম। দানে আমার সমকক্ষ কেহ নাই। এরূপ ছিল আমার দান পারমী।"

২। শীল পারমী গাথা (সঙ্খপাল জাতকেসুত্তং—৫২৪)

"সুলেহি বিজ্ঝয়ন্তে পি কোট্টয়ন্তে পি সত্তীভি,
ভোজ পুত্তেন কুপ্পামি, এসা মে সীল পারমী'তি।"

"যদিও শিকারী বালকগণ আমাকে তীক্ষ্ণ শূলে বিদ্ধ করেছিল এবং অস্ত্রের দ্বারা আমার শরীর ক্ষতবিক্ষত করেছিল, আমি তাদের প্রতি ক্রোধান্বিত হই নাই। এ'রূপ আমার শীল পারমী ছিল।"

৩। নৈষ্ক্রম্য পারমীর গাথা (চূল সুতসোমজাতকেসুত্তং—৫২৫)

"মহারজ্জং হত্থগতং খেলপিণ্ডং ব ছড্ডয়িং,
চজতো ন হোতি লগ্গনং, এসা মে নেক্খম্ম পারমী'তি।"

"মহারাজ্য আমার করতলে থাকলেও আমি উহা থুথুর ন্যায় পরিত্যাগ করেছিলাম এবং উহার প্রতি কোন সম্পর্ক না রেখে (অরণ্যে) চলে গিয়েছিলাম; এরূপ ছিল আমার নৈষ্ক্রম্য পারমী।"

৪। প্রজ্ঞা পারমী গাথা (সত্তুভত্তকজাতকে সুত্তং—৪০২)

"পঞ্ঞায় বিচিনন্তোহং ব্রাহ্মণং মোচয়িং দুখা,
পঞ্ঞায় মে সমো নত্থি, এসা মে পঞ্ঞায় পারমী'তি।"

"আমার প্রজ্ঞার দ্বারা বিচার বিশ্লেষণ করে আমি ব্রাহ্মণের দুঃখ মোচন করেছিলাম, প্রজ্ঞায় আমার সমকক্ষ কেহ নাই, এরূপ ছিল আমার প্রজ্ঞা পারমী।"

৫। বীর্য পারমী গাথা (মহাজনক জাতকে সুত্তং—৫৩৯)

"অতীর দস্সী জলমজ্ঝে, হত সব্বে ব মানুসা,
চিত্তস্স অঞ্ঞথা নত্থি, এসা মে বীরিয় পারমী'তি।"

"সত্যিই যদি সকল মানুষ জলের মধ্যে হারায়ে যেত এবং তারা কোন কূলকিনারা দেখতে না পেত, তাঁতেও আমার মনে অন্য চিন্তার উদয় হত না, এরূপ ছিল আমার বীর্য পারমী।"

৬ ক্ষান্তি পারমী গাথা (খন্তিবাদি জাতকেসুত্তং—৩১৩)

"অচেতনং ব কোট্টেন্তে, তিনহেন ফরসুনা মমং
কাসিরাজে ন কুপ্পামি, এসা মে খন্তিপারমী'তি।"

"এমন কি যদিও তারা তীক্ষ্ণ অসির দ্বারা আমাকে ক্ষতবিক্ষত করে আমার চেতনা শক্তি রহিত করেছিল, আমি কাশীরাজার প্রতি ক্রুদ্ধ হই নাই। এরূপ ছিল আমার ক্ষান্তি পারমী।"

৭। সত্য পারমী গাথা (মহাসুতসোম জাতকেসুত্তং—৫৩৭)

"সচ্চ বাচং অনুরক্খন্তো, চজিত্বা মম জীবিতং,
মোচেসিং এক সতং খত্তিয়ে, এসা মে সচ্চপারমী'তি।"

"সত্য বাক্যে পুরাপুরি স্থিত থেকে আমার জীবন উৎসর্গ করে আমি একশত ক্ষত্রিয় বা রাজাকে বন্দীমুক্ত করেছিলাম। এ'রূপ ছিল আমার সত্য পারমী।"

৮। অধিষ্ঠান পারমী গাথা (মুখপঙ্গু জাতকেসুত্তং—৫৩৮)

"মাতাপিতা ন মে দেস্সা, অত্তা ন মে চ দেস্সিয়ো,
সব্বঞ্ঞুতং পিয়ং ময়হং, তস্মা বতং অধিট্ঠহি'তি।

"মাতাপিতা আমার অপ্রিয় ছিলেন না, আমার আপন সত্ত্বাও আমার অপ্রিয় ছিল না। সর্বজ্ঞতা লাভ আমার প্রিয় ছিল, তাই আমি এ রূপ অধিষ্ঠান করেছিলাম।"

৯। মৈত্রী পারমী গাথা (সুবন্নসাম জাতকে সুত্তং—৫৪০)

"ন মং কোচি উত্তসতি, ন পি হং ভায়ামি কস্সচি,
মেত্তাবলেনুপত্থদ্ধো রমামি পবনে তদা'তি।"

"আমাকে কেহ ভয় করত না। আমিও কাকেও ভয় করতাম না। কেবল মৈত্রী বলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আমি মহারণ্যে অভিরমিত ছিলাম।"

১০। উপেক্ষা পারমী গাথা (লোমহংসজাতকেসুত্তং—৯৪)

"সুসানে সেয্যং কপ্পেমি, ছবট্ঠিকং উপনিধায়'হং,
গামণ্ডলা উপগন্ত্বা, রূপ দস্সেন্ত'অনপ্পকনা'তি।"

"আমি নরকঙ্কালকে আমার মাথায় উপাধান করে শ্মশানে শুইয়েছিলাম। গ্রামের দুষ্ট বালকেরা আমার নিকট উপস্থিত হয়ে আমাকে বিদ্রূপাত্মক ব্যবহার করত।"

দশ পারমীর মধ্যে প্রত্যেক পরমার্থ পারমী গৌতম বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব অবস্থায় উপরিউক্ত গাথায় ব্যক্তমত পরিপূর্ণ করেছিলেন। তাই

তিনি বারবার ব্যক্ত করেছেন যে পারমী পরিপূর্ণতায় তাঁর সমকক্ষ কেহই ছিল না। বোধিসত্ত্বের পারমী সম্বন্ধে যতই বেশী আলোচিত হবে আমাদের জীবনকে এই আদর্শ ততই প্রভাবিত করবে। তবেই এই অক্ষণবিমুক্ত জীবন সার্থক হবে। পারমী সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত আলোচনার প্রস্তুতির জন্য আমরা চরিয়া পিটক অট্‌ঠকথায় "পকিণ্ণক কথা" পরিচ্ছেদ হ'তে পারমী সম্বন্ধে উত্থাপিত প্রশ্নগুলি এখানে তুলে ধরছি।

১। কা পন এতা পারমিয়ো ?
২। কেন অট্‌ঠেন পারমিয়ো ?
৩। কতি বিধা চ' এতা ?
৪। কোন তাসং কমো ?
৫। কানি লক্‌খণ রস-পচ্চুপট্‌ঠান—পদট্‌ঠানা'তি ?
৬। কো পচ্চয়ো ?
৭। কো সং কিলেসো ?
৮। কিং বোদানং ?
৯। কো পটিপক্‌খো ?
১০। কা পটিপত্তি ?
১১। কো বিভাগো ?
১২। কো সংগহো ?
১৩। কো সম্পাদনূপায়ো ?
১৪। কিত্তকেন কালেন সম্পাদনং ?
১৫। কো আনিসংসো ?
১৬। কিঞ্চ এতসং ফলনং'তি ?

সব্বে সত্তা সুখিতা হোন্তু।
জগতের সকল প্রাণী সুখী হউক।

—০—

দান পারমী

বুদ্ধ রক্ষিত মহাথের[1]

নমো তসস্ ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্স।

সেই ভগবান অরহত সম্যক সম্বুদ্ধ প্রতি,

ভক্তি ভরে পঞ্চ অঙ্গে রাখিনু প্রণতি।

ত্রিজগতে বুদ্ধশব্দ দুর্লভ। বুদ্ধত্ব লাভের সঙ্কল্প দুর্লভ। বুদ্ধের উৎপত্তিও দুর্লভ। বুদ্ধ মৈত্রীর প্রতীক। করুণার খনি। প্রজ্ঞার আলোকবর্ত্তিকা। জীব জগতের অভয়দাতা। দুঃখিত প্রাণীর ত্রাণকর্তা।

তদ্ধেতু শাস্ত্রে উক্ত—"বুদ্ধো লোকে সমুপ্পন্নো,

হিতায় সব্ব পাণীনং,

পূরেত্বা পারমী সব্বা,

পত্তো সম্বোধি মুত্তমং।

কামলোক একাদশ, রূপলোক ষোল, অরূপলোক চারি, এই একত্রিংশ ভুবনের হিতের তরে, দুঃখ মোচনের জন্য, বুদ্ধগণ প্রথম দান পারমী আদি দশবিধ পারমীকে উপপারমী, পারমী, পরমার্থ পারমী ভেদে ত্রিবিধাকারে ত্রিংশ প্রকারে পরিপূর্ণ করতঃ সর্বজ্ঞতা লাভে সম্যকসম্বুদ্ধ নামে অভিহিত হইয়াছেন।

সেই উদ্যোগী বীর্যবান, মহাপুরুষের পারমী সম্ভার পরিপূর্ণ করিতে লক্ষাধিক, চারি অসংখ্য কল্পের অধিক সময় অতিবাহিত হইয়াছে। প্রতিটি পারমীতে পরমার্থ পারমী পূর্ণ করিতে জীবন দান (প্রাণ-বিসর্জন) করিতে হইয়াছে। এবম্বিধ অসীম গুণ সম্পন্ন দান-পারমীর পরিপূর্ণ বর্ণনা করা বুদ্ধগুণ বর্ণনার ন্যায় অবর্ণনীয়।

১। বুদ্ধ রক্ষিত মহাথের—ষষ্ঠ সঙ্গীতি কারক, বিচিত্র ধর্মকথিক, ধর্মভাণ্ডাগারিক ত্রিপিটক ধর ও বুদ্ধোপসনা প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা।

যেমন শাস্ত্রে উক্ত—

"বুদ্ধোপি বুদ্ধস্স ভণেয্য বন্নং,
কপ্পংপিচে অঞ্ঞ ঞমভাসমানো,
খীয়েথকপ্পো চিরদীঘ মন্তরে,
বন্নো ন খীয়েথতথাগতস্স।''

"বুদ্ধ যদি বুদ্ধ গুণ করেন বর্ণন,
কল্পকাল অন্যকিছু না করে ভাষণ,
দীর্ঘদিন পরে সেই কল্প হয় ক্ষয়,
তথাপি শ্রীবুদ্ধগুণ বর্ণিত না হয়।"

তেমন সম্পূর্ণ পরিপূর্ণাকারে বুদ্ধগণের পারমী সম্ভার বর্ণনা করিবার ক্ষমতা সর্বজ্ঞ বুদ্ধ ব্যতীত অন্য কাহারও নাই।

দুঃখিত প্রাণী কুলের দুঃখ মোচনেচ্ছায়, পরম শান্তি নির্বান পথ লাভ ও প্রদর্শনের মানসে বুদ্ধাঙ্কুর বোধিসত্ত্ব সুমেধ তাপস জন্মে যে সঙ্কল্প ঘোষণা করিয়াছিলেন। তাহা এই—

"কিং মে একেন তিন্নেন ধম্মং সচ্ছিকতেনিধ,
সব্বঞ্ঞুতং পাপুনিত্বা সন্তারেস্সং সদেবকং'তি।"

"একাকী নির্বান তরে ধর্ম আচরণ,
আমারই পক্ষে নহে কভু সুশোভন।
দশবিধ পারমিতা করি সম্পূরণ,
সর্বজ্ঞতা লাভ আমি করিব যখন,
নির্বাণ শান্তির পথ করি প্রদর্শন,
সর্বজীবের সর্বদুঃখ করিব মোচন।''

সেই মহান সঙ্কল্পে সুমেধ পণ্ডিত গৃহত্যাগের পূর্বেই দান দিবার মানসে ভেরী শব্দে নগর প্রান্তর চতুর্দ্দিক নিনাদিত করিয়া যাচক ভিখারীদিগকে তাঁহারই গৃহের বিপুল যাবতীয় সম্পত্তি নিঃশেষ করিয়া মহাদান দিয়াছিলেন। সুমেধ পণ্ডিতের এই

বাহ্যিক বস্তুর মহাদানকে দান উপপারমী বলা হয়। সুমেধ পণ্ডিত গৃহত্যাগ পূর্বক প্রব্রজিত অবস্থায় তাপস জীবনে হিমালয়ে গভীর ধ্যান যোগে অষ্ট সমাপত্তি ও অভিজ্ঞা সম্পন্ন হইয়া ঋদ্ধি শক্তির অধিকারী হন। একদা গ্রামান্তরে আকাশ পথে আগমন কালে রম্যবতী নগরবাসীর নিমন্ত্রণে দীপঙ্কর বুদ্ধের আগমনোপলক্ষে মহা উৎসবের আয়োজনে মহা জনসঙ্ঘ সমাগম দর্শনে তিনি আকাশ হইতে অবতরন করেন। কারণ অবগত হইয়া রমাবতী নগরবাসীর সঙ্গে দীপঙ্কর বুদ্ধের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। হঠাৎ দীপঙ্কর বুদ্ধ উপনীত হইলে পথে কর্দ্দমোপরিশায়িত হইয়া দেহাভিনস্থ সেতু নির্মাণ করতঃ বুদ্ধকে কদ্দম পথ পার করাইয়া দেন। সুমেধ তাপসের এই দেহ দানকে দান পারমী বলা হয়। এই দেহ দানের পরিপুর্ণ দ্বিতীয় সঙ্কল্প ঘোষণা করেন এই —

"কিং মে অঞ্ঞ্ঞাত বেসেন ধম্মং সচ্ছিকতেনিধ,
সব্বঞ্ঞুতংপাপুনিত্ব সন্তরে স্‌সংমদেবকং'তি।"
"একাকী অজ্ঞাতবেশে নিরবাণ কিবা প্রয়োজন,
সর্বজ্ঞ বুদ্ধত্ব লভি জীবের দুঃখ করিব মোচন।"

এই রূপ মহাসঙ্কল্প পোষণ করিয়া দীপঙ্কর বুদ্ধের পদতলে পতিত হইয়া বুদ্ধত্ব লাভের বর প্রার্থণা করিলেন

বুদ্ধত্ব প্রার্থনাকারী বীর্যবান মহাপুরুষের অষ্টবিধ গুণ থাকিতে হয়। যথা—

"মনুস্‌সত্তং লিঙ্গসম্পত্তিং হেতু সথার দস্‌সনং,
পব্বজ্জা গুণ সম্পত্তি অধিকারো চ ছন্দতা'তি।"
"মনুষ্যত্ব, পুরুষত্ব, বুদ্ধ দরশন,
প্রব্রজ্যা, অরহত্ব প্রাপ্তি হেতু সঞ্চয়ন।
ঋদ্ধিবল, অধিকার, ছন্দ সমাবেশে,
জীবন উৎসর্গ যার শ্রীবুদ্ধ উদ্দেশে।

এই অষ্টগুণ ধর্ম যার অধিগম,
সার্থক প্রার্থনা তার সকল জনম।"

প্রার্থনাকারী সুমেধ তাপসের এই অষ্টবিধ গুণ সমৃদ্ধিও বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির হেতু দর্শনে দীপঙ্কর বুদ্ধ সুমেধ তাপসকে বুদ্ধত্ব লাভের বর প্রদান করেন হাস্য মুখে। হে উগ্রতেজ সুমেধ এই হইতে লক্ষাধিক চারি অসংখ্যকল্পে গৌতম নামে বুদ্ধ হবেন। পিতা কপিলবস্তুর রাজা শুদ্ধোধন। মাতা মহামায়া রাণী। প্রথম অগ্রশ্রাবক উপতিষ্য। দ্বিতীয় অগ্রশ্রাবক কোলিত। আনন্দ উপস্থাপক। ১মঃ অগ্রশ্রাবিকা ক্ষেমা। ২য় উৎপলবর্ণা থেরী ইত্যাদি। দীপঙ্কর বুদ্ধ কর্তৃক বুদ্ধত্ব লাভের বর প্রাপ্ত সুমেধ বুদ্ধ পদতল হইতে উত্থিত হইয়া হৃষ্ট তুষ্ট চিত্তে ভাবিতে লাগিলেন। বুদ্ধগণের বাক্য অমোঘ সত্য। উৎক্ষিপ্ত লোষ্ট্রের পতন, জাত সত্ত্বের মরণ, উদিত সূর্যের অস্তগমন, অস্তমিত সূর্যের উদয়, গর্ভবতী রমণীর প্রসব যেমন ধ্রুব অবশ্যম্ভাবী ; তেমন বুদ্ধগণের বাক্য একান্ত ধ্রুবসত্য। অতঃপর সুমেধ 'আমি নিশ্চয়ই বুদ্ধত্ব লাভ করিব' নিশ্চিন্ত মনে ধ্যানযোগে বুদ্ধকারক পারমী ধর্ম পর্যবেক্ষণ করিয়া পূর্ব পূর্ব বুদ্ধগণের পূরিত দশবিধ পারমী দেখিতে পাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে নিজকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। "হে সুমেধ—তুমি এই হইতে ১ম দান পারমী পূর্ণ কর। যথা—অধো-মুখীকৃত জলকুম্ভ যেমন নিঃশেষে সমস্ত জল ত্যাগ করে কিছুতেই প্রত্যাহরণ করে না, সেরূপ তুমিও ধন জন প্রাণ মান যশ স্ত্রী পুত্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, এমনকি মস্তক, জীবন পর্যন্ত সব কিছুরই প্রতি মমতা পরিত্যাগ করিয়া সমাগত প্রার্থিত যাচক বা ভিখারী-দিগকে নিঃশেষে দান করিয়া দিবে। কোন প্রকার মনে দ্বিধা চিত্ত পোষণ করিবে না। এইরূপে বীর্যবান উদ্যোগী মহাপুরুষ সুমেধ দৃঢ়তার সহিত দান পারমী পরিপূরণের জন্য অধিষ্ঠান সঙ্কল্প ব্রত গ্রহণ করিলেন।

এবম্বিধ দান সঙ্কল্প পূরণার্থে সুদীর্ঘ চারি অসংখ্য লক্ষ কল্পকাল অভিযানের মধ্যে তিনি যাহা যাহা দান করিয়াছেন তাহার তুলনা নাই। যেমন অকীর্তি তাপসকালে, শঙ্খ ব্রাহ্মণকালে, তদ্রুপ ধনঞ্জয়রাজ, মহাসুদর্শনরাজ, মহাগোবিন্দ ব্রাহ্মণ, নিমিরাজ, চন্দ্রকুমার, ভিসহ শ্রেষ্ঠী, শিবিরাজ, ধর্মগুপ্তরাজ ও বিশ্বন্তর জন্মে তিনি দানের যে অভাবনীয় অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন তাহার পরিমাণ সংখ্যা ঠিক করা সম্ভব নয়। এহেতু সুদীর্ঘকালের অপরিসীম অনির্ণীত অত্যাশ্চর্য বিস্ময়কর দান কাহিনী সম্বন্ধে যে গাথা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

সোসাগরে জলাধিকং রুধিরং অদাসি,
ভূমিং পরাজিয়া স মাসং অদাসি দানং।
মেরুপপমানং অধিকং চ স মোলি সীসং,
খে তারকাধিকতরং নয়নং অদাসি।

বুদ্ধাঙ্কুর বোধিসত্ত্ব সুদীর্ঘ লক্ষাধিক চারি অসংখ্য কালাবধি প্রার্থী যাচকগণের প্রয়োজনে যত রক্ত দান করিয়াছেন তাহা সংরক্ষণ করিয়া রাখিলে মহাসমুদ্রের জল হইতে অধিক হইত। আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক যে সমস্ত বস্তুদান করিয়াছেন—তাহা পৃথিবীর মৃত্তিকার অধিকও মুকুট সহিত যত মস্তক দান করিয়াছেন তাহা সুমেরু প্রমাণ উচ্চ এবং যত চক্ষুদান করিয়াছেন সমস্ত জমা করিয়া রাখিলে তাহা আকাশের নক্ষত্রের চেয়ে অধিক হইত।

বোধিসত্ত্বের অদ্ভুত অত্যাশ্চর্য অপরিসীম দান পারমী সম্বন্ধে কবির ভাষায় বলিতে গেলে—

সাগরের জল হতে দিয়াছেন অধিক রুধির,
আধ্যাত্মিক বাহ্যিক দ্রব্য দিয়াছেন অধিক ভূমির।
সমুকুট শির দেন গিরি চেয়ে অধিক প্রমাণ,
আকাশ তারকা হতে দিয়াছেন অধিক নয়ন।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ব্যতীত, ঘর-বাড়ী, দাস-দাসী, স্ত্রী-পুত্র, হস্তী-অশ্ব, রথ-রাজত্ব যাবতীয় বাহ্যিক বস্তুদান করাকে দান উপ-পারমী বলে। হস্ত-পদ রক্ত-মাংস চক্ষু কর্ণাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দানকে দান পারমী বলে। দেহ দান মস্তক দান জীবন দান করাকে দান পরমার্থ পারমী বলা হয়। এরূপে দান শীলাদি দশবিধ পারমী পরিপূর্ণ করিয়া সর্বপ্রাণী কুলের জীবজগতে নির্বাণ পথ প্রদর্শনার্থে সর্বদুঃখ মোচনার্থে বুদ্ধত্ব লাভ করেন। সেই বুদ্ধই ত্রিলোকে শ্রেষ্ঠ অগ্র-অসদৃশ সর্বোত্তম জগত গুরু, দেবমানবের শাস্তা শিক্ষক। সর্বজীবের পূজা। তাঁহাকে এবং তাঁহার প্রচারিত ধর্মকে স্মরণ পূজন মানন বন্দন করিয়া শুধু মানব কেন হস্তী বানর-কুক্কুট পেচক বাদুর কুকুর বহু তির্যক ইতরপ্রাণী দুঃখ মুক্ত হইয়াছে। একমাত্র অন্তিম বোধিসত্ত্ব সিদ্ধার্থ বুদ্ধাঙ্কুরই জন্ম দিবসে লুম্বিনী উদ্যানে উত্তরাভিমুখে সপ্তপদ হাঁটিয়া হস্তোত্তলন করিয়া "অগ্‌গোহং লোকস্মিং সেট্‌ঠোহং লোকস্মিং অসদিসোহং লোকস্মিং অসভি-বচনং সীহনাদংনাদতি।" একমাত্র অন্তিম বোধিসত্ত্ব সিদ্ধার্থ কুমারই জন্ম দিবসে লুম্বিনী উদ্যানে উত্তরাভিমুখে সপ্তপদ হাঁটিয়া হাঁটিয়া হস্তোত্তলন করিয়া আমিই ত্রিলোকে অগ্র, আমিই ত্রিলোকে শ্রেষ্ঠ, আমিই ত্রিলোকে, অসদৃশ, অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহাপুরুষ বলিয়া নির্ভীক সিংহনাদ করিয়া ছিলেন।

সকল প্রাণী সুখী হউক।

—০—

শীল পারমী

—শ্রীমৎ সুবোধিরত্ন মহাথের[১]

শীল বলিলে চরিত্র বুঝায়, আদিকল্যাণ অর্থাৎ সব্বপাপস্স অকরণং এক কথায় কায়িক, বাচনিক ও মানসিক সমস্ত পাপ হইতে বিরতি বা মনের সংযমশীলতা। পারমী হইতেছে নিরবশেষ পরিপূর্ণতা। শীল পারমী হইতেছে শীল সম্পর্কে সম্পূর্ণ পাপ বিহীন সমাধান। শীলের পরিপূর্ণতায় মানব জীবন হয়, শুচি শুভ্র পবিত্র। যিনি শীলে প্রতিষ্ঠিত হন তাহার ভবিষ্যৎ জীবন হইবে কলুষহীন পবিত্র নির্বাণ অভিমুখী। জীবন অবসানে লাভ হইবে মোক্ষ বা মুক্তিপদ নির্বাণ। নির্বাণ প্রত্যক্ষ হইলে রহিত হইবে জন্ম জরা, ব্যাধি ও মরণ দুঃখ। সুতরাং তিনি বুদ্ধের প্রবর্তিত অমৃতপদ নির্বাণ লাভে উপভোগ করিবেন চির শান্তি।

সম্যক সম্বোধি প্রাপ্তির নিমিত্ত বুদ্ধাঙ্কুর সুমেধকে দশবিধ পারমী পূর্ণ করিতে হইয়াছিল, সেই দশ পারমী। যথা—দান পারমী, শীল পারমী, নৈষ্ক্রম্য পারমী, প্রজ্ঞা পারমী, বীর্য পারমী, ক্ষান্তি পারমী, সত্য পারমী, অধিষ্ঠান পারমী, মৈত্রী পারমী ও উপেক্ষা পারমী ইত্যাদি।

আমাদের বক্ষ্যমান বিষয় হইল শীল পারমী। দান পারমী নিঃশেষে পূর্ণ করিয়া বুদ্ধাঙ্কুরকে শীল পারমী ও পূর্ণ করিতে হইয়াছিল। সুতরাং শীলকে কয়েক ভাগে বিভক্ত করা যায়। গৃহীদের প্রতিপাল্য পঞ্চশীল, উপসথিকের অষ্টশীল, দশ সুচরিত শীল, মিথ্যাজীব শীল, প্রব্রজিতের প্রব্রজ্যা দশশীল, ভিক্ষুদের

১। শ্রীমৎ সুবোধিরত্ন মহাথের—অনুসংঘরাজ, বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা, বিহারাধ্যক্ষ, ঠেগরপুনি সংঘরাজ সার্বজনীন বিহার, উপজেলা পটিয়া, চট্টগ্রাম।

চতুঃ পরিশুদ্ধি শীল যথা—

সীলং চতুব্বিধং পাতিমোক্খ ইন্দ্রিয় সংবরো।
আজীব পরিশুদ্ধি চ সীলং পচ্চয় সন্নিসিতং।

প্রাতিমোক্ষ সংবর, ইন্দ্রিয় সংবর, আজীব পরিশুদ্ধি প্রত্যয়, সন্নিশ্রিত শীলাদি চতুর্বিধ শীল বুদ্ধ কর্তৃক ভিক্ষুদের নিমিত্ত প্রজ্ঞপ্ত হইয়াছিল। প্রাতিমোক্ষ গ্রন্থে উক্ত ২২৭ শীলকে প্রাতিমোক্ষ সংবর শীল বলে। ইহাকে চারিত্র ও বারিত্র হিসাবে দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। সমস্ত ব্রত প্রতিব্রত রক্ষা করার নাম চারিত্র শীল। আর সমস্ত শিক্ষাপদ প্রতিপালন, দশ অকুশল বর্জন ও দশ কুশল কর্ম আচরণ এবং সমস্ত শীল পরিপূর্ণ করার নাম বারিত্র শীল। চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন, শ্রোত দ্বারা বাক্য বা শব্দ শ্রবণ, নাসিকা দ্বারা গন্ধ বা ঘ্রাণ গ্রহণ, জিহ্বা দ্বারা রসাস্বাদন ; কায় দ্বারা স্পর্শ বা অনুভূতি গ্রহণ এবং মন দ্বারা বিবেক পরায়ণতায় ইন্দ্রিয়ের বশীভূত না হইয়া স্মৃতি ও প্রজ্ঞার সাহায্য সতর্কতার সহিত ইন্দ্রিয় দমন করিবার নাম ইন্দ্রিয় সংবর শীল। কায়বাক্য সম্পাদিত প্রাণী হত্যা সপ্তবিধ অকুশল কর্ম কুহক বা ইন্দ্রজাল ও ছলনা পূর্ণ অলীক বাক্য ইত্যাদি গহিত উপায়ে লাভ সৎকার উৎপাদনের হইতে ধর্মতঃ লব্ধ আহার, বিহার, পরিধানের চীবর ও ভৈষজ্যাদি চতুর্প্রত্যয়ে জীবিকা নির্বাহ করিবার নাম আজীব পরিশুদ্ধি শীল। ধর্মতঃ উৎপন্ন চারি প্রত্যয়ে লোভ, দ্বেষ ও মোহ উৎপাদন না করিয়া স্বল্পে সন্তুষ্ট হওয়া, অধিক পাওয়ার ইচ্ছায় যাচঞা না করাকে প্রত্যয় সন্নিশ্রিত শীল বলে। শীল পালন মানব জীবনে সমস্ত সিদ্ধ সমস্ত কামনা পূর্ণকারী সর্বকামদ নিধি বিশেষ। তাই শীলকে প্রাণান্ত হইলেও সযত্নে প্রতিপালনের জন্য বুদ্ধের নির্দেশ। বুদ্ধ বলেন—

কিকীব অণ্ডং চমরীব বালধীং,
পিয়ং ব পুত্তং নয়নং ব এককং।

তথেব সীল অনুরকথা মানো সুপেসলা হোথা, সদা সগা রবা। কিকী পক্ষী স্বীয় প্রাণ দিয়া নিজের ডিম্ব রক্ষা করে। চমরী গাভী নিজের প্রাণ গেলেও স্বীয় পুচ্ছ রক্ষায় সচেতন থাকে। মাতা একমাত্র সন্তানকে স্বীয় প্রাণ দিয়া রক্ষা করে। এক চক্ষু বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রাণান্তে ও নিজের নয়ন রক্ষায় যত্ন পরায়ণ, তদ্রুপ তোমরাও স্বীয় প্রতিপাল্য শীলকে সযত্নে স্বগৌরবে রক্ষা করিবে। আমাদের মহাকারুণিক বুদ্ধ বুদ্ধাঙ্কুর অবস্থায় অসহ্য যাতনা ভোগ করিয়াও শীল পারমী পূর্ণ করিয়াছিলেন। ধর্ম বিনয় বিভিন্ন গ্রন্থে উহা পরিদৃষ্ট হয়। তিনি শীল পারমী পূর্ণ করিতে গিয়ে বলিয়াছিলেন—

সুলেহি বিনি বিজ্জন্তে কোট্টয়ন্তে পি সত্তীভি
ভোজ পুত্তেন কুপ্পামি, এসা মে শীল পারমী'তি।

শূলের দ্বারা পুনঃ পুনঃ বিদ্ধ করিলেও অস্ত্রদ্বারা বারংবার কর্তন করিলেও আমি ভোজ পুত্রের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করি নাই। ইহা আমার শীল পারমী ছিল। নির্বাণ লাভের জন্য সতত প্রযত্ন শীল ব্যক্তিকে সর্বাগ্রে শীল বিশুদ্ধি সম্পাদন করিতে হয়। শীলের দ্বারা অল্পেচ্ছু সন্তুষ্টি ও প্রবিবেক আদি গুণ সমূহ বিশুদ্ধ হইলে সমাধি ভাবনা লাভ হয়। সমাধি ভাবনায় ভাবিত চিত্ত ব্যক্তিই প্রজ্ঞা লাভের সমর্থ হন। জনৈক দেবতা বুদ্ধকে প্রশ্ন করিয়াছিল —

অন্তেজটা বহিজটা জটায় জটিত পজা,
তং তং গোতম পুচ্ছামি কোহিযং বিজটয়ে জটন্তি ?

অন্তের জটা বাহিরের তৃষ্ণা রূপ জটায় যরা যাহারা জটিত হইয়াছে তাহারা কিরূপে জটা হইতে মুক্ত হইবে ? গৌতম আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। তদুত্তরে বুদ্ধ বলেছিলেন—

বসীলে পতিট্‌ঠায় নরোচ পঞ্ঞো চিত্তং পঞ্ঞাভাবয়ং
আতাপী নিপকো ভিকখু সোইমং বিজটয় জটন্তি।

যিনি শীলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সমাধি বা প্রজ্ঞা ভাবনা করেন সেই নিরলস পণ্ডিত ভিক্খুই তৃষ্ণারূপী জটা ছেদন করিতে সমর্থ হন।

শীলানিশংস

সাসনে কুল পুত্তানং পাত পতিট্ঠানাথয়ং বিনা,
আনিসংস পরিচ্ছেদং তস্‌স সীলস্‌স কোবদে?

যেই শীল পালন ব্যতীত কুল পুত্রগণ বুদ্ধ শাসনে অটল ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না, সেই শীল পালনের ফল যে কত মহত্তর, তাহা নির্ণয় করিয়া কে বলিতে পারিবে?

ন গঙ্গা যমুনা চাপি সরভূ বা সরস্‌সতী,
নিম্নগা বা অচিরবতী মহী চাপী মহানদী,
সক্কুনন্তি বিসো ধেতুং তং মলং ইধ পানীনং,
বিসো ধয়তি সত্তানং য়ং বে সীলং জলং মলং।

গংগা, যমুনা সরযু, সরস্বতী, অচিরবতী, মহী অথবা মহানদীর জলধারা ইহলোকে প্রাণীদের যেই পাপ ময়লা বিশোধন করিতে অক্ষম, একমাত্র শীল জলেই সেই পাপ ময়লা বিশুদ্ধ করিতে সক্ষম।

ন তং সজলদা বাতা ন চাপি হরিচন্দনং,
নেব হারা ন মনয়ো ন চন্দাকিরণঙ্কুরা,
সময়ন্তীধ সত্তানং পরিলাহং সুরকখিতং,
য়ং সমেতি ইদং অরিয়ং সীলং অচ্চন্ত সীতলং।

সজলদ শীতল বায়ু, রক্ত চন্দন, রত্নহার, মণিমানিক্য অথবা চন্দ্রের সুশীতল কিরণে প্রাণীদের যেই জ্বালার শান্তি হয় না, কিন্তু আর্যশীল সুরক্ষিত হইলেই সে সমস্ত জ্বালার উপশম হয়।

সীল গন্ধ সমো গন্ধো কুতো নাম ভবিস্‌সতি,
য়ো সমং অনুবাতে চ পটিবাতে চ বায়তি।

শীল গন্ধের সমতুল উত্তম গন্ধ আর কোথায় মিলিবে? এই গন্ধ অনুকুল প্রতিকুল বায়ুতে সমভাবে প্রবাহিত হয়।

সগ্‌গারোহণে সোপানং অঞ্‌ঞং সীল সমংকুতো?
দ্বারং বা পন নিব্বাণ নগরস্‌স পবেসনে।

শীলই স্বর্গারোহণের একমাত্র সোপান। শীলের সমান আর কীই বা আছে? নির্ব্বাণ নগরে প্রবেশের একমাত্র শীলই দ্বার স্বরূপ।

সোভন্তেব ন রাজানো মুক্তা-মনি বিভূসিতা,
যথা সোভন্তি য়তিনো সীল ভূসন ভুসিতা।

শীল ভূষণে ভূষিত ভিক্ষুগণ যেইরূপ শোভমান হন, মনি মুক্তা বিভূষিত রাজাগণও সেইরূপ শোভা পান না।

অত্তানু বাদাদি ভয়ং বিদ্ধং সয়তি সব্বসো,
জনেতি কিত্তিং হাসঞ্চ সীলং সীলবতং সদা।

শীলই শীলবানের সকল প্রকার আত্ম-নিন্দাও ভয় সর্বতোভাবে বিধ্বংস করে এবং সর্বদা তাঁহাদের সুকীর্ত্তি ও আনন্দ উৎপাদন করে।

গুণানং মূল ভূতস্‌স দোসানং বলঘাতিনো,
ইতি সীলস্‌স বিঞ্‌ঞেয়্যং আনিসংস কথামুখন্তি।

উত্তম গুণ সমূহের মূলীভূত এবং দোষ সমূহের বল হননকারী মুখ্য ফল এখানে বর্ণিত হইল। ইহাই শীল রক্ষার শ্রেষ্ঠ ফল বলিয়া জ্ঞাতব্য।

সীলেন সুগতিং য়ান্তি, সীলেন ভোগসম্পদা,
সীলেন নিব্বুতিং য়ান্তি, তস্মা সীলং বিসোধয়ে।

শীল পালন হেতু সুগতি স্বর্গলোকে গমন করে, ভোগ সম্পদের অধিকারী হয় এবং নির্বাণ প্রাপ্ত হয়, তদ্ধেতু এই শীলকে বিশুদ্ধ ভাবে রক্ষা করিবে।

ইমমিহ সীলরতনং ইধ চেব পরথ চ,
আনিসংসবরে দত্বা পচ্ছা পাপেতি নিব্বুতিং।

এই শীল রত্ন ইহ-পরকালে শ্রেষ্ঠ ফল প্রদান করিয়া পরে নির্বাণ প্রাপ্ত করায়।

বত্তং অপরিপুরেন্তোন সীল পরিপুরতি,
অসুদ্ধো সীলো দুপ্‌পঞ্ঞো চিত্তে কগগং ন বিন্দতি।
বিকখিত্তো চিত্তো নেকগ্‌গো সম্ম ধম্মং ন পস্‌সতি,
অপস্‌সমানো সদ্ধমেনা দুকখা ন পরিমুচ্চতি।

যাহার ব্রত পূর্ণ হয় না তাহার শীলও পূর্ণতা লাভ করে না। তাহার শীল বিশুদ্ধ হয় না, তাহার চিত্তে একাগ্রতা আসে না। বিক্ষিপ্ত চিত্তলোকের সম্যক ধর্মদর্শন হয় না। সদ্ধর্ম যাহার দর্শন হয় না সে দুঃখ হইতে মুক্ত হয় না।

যং বত্তং পরি পুরেন্তো সীলম্পি পরিপুরতি
বিসুদ্ধো সীলো সপঞ্ঞো চিত্তে কপ্‌গম্পি বিন্দতি।
অবিকখিত্তো চিত্তো একপ্‌গো সম্ম ধম্মনং বিপসতি.
সম্পসস মানো সদ্ধমং দুকখা সো পরিমুচ্চতি

ব্রত পরিপূর্ণ হইলে শীলও পরিপূর্ণ হয়। স্বপ্রাজ্ঞের বিশুদ্ধ শীলতায় চিত্তের একাগ্রতা লাভ হয়। অবিক্ষিপ্ত চিত্তে একাগ্রতা শীলের সম্যক ধর্ম দর্শন লাভ হয়। সদ্ধর্ম সন্দর্শনের পর সে দুঃখ হইতে বিমুক্তি লাভ করে।

তস্‌স পাসাদিকং হোতি পাত্ত চীবর ধারণং,
পব্বজ্জা সফলা তস্‌স্ যস্‌স সীলং সুনিম্মলং।

তাহার পাত্র চীবর ধারণ শোভা পায়, যাহার শীল সুনির্মল, তাহার প্রব্রজ্যা ও সাফল্য মণ্ডিত।

তস্মাহি বত্তং পুরেন্তো জিন পুত্ত বিচকখনো
ওবাদং বুদ্ধ সেট্‌ঠস্‌স ততো নিব্বাণ যেতেহি।

তদ্ধেতু বিচক্ষন জিন পুত্র শ্রেষ্ঠ বুদ্ধের উপদেশ (ব্রত) প্রতিপালন করিয়া নির্বাণ প্রত্যক্ষ করেন।

—০—

শীল পারমী

—শ্রীমৎ জ্ঞানশ্রী মহাস্থবির[১]

"সোভন্তেব ন রাজানো মুত্তা-মনি বিভূসিতা,
যথা সোভন্তি যতিনো ন সীল ভূসনভূসিতা।"

"মনিমুক্তাদি ভূষণ ব্যতীত রাজাকে যেমন শোভনীয় দেখায় না, তেমনি শীল ভূষণ ব্যতীত সৎপুরুষগণেরও শোভাবর্ধন করে না।"

শীল পারমী শব্দের অর্থ শীলের পরিপূর্ণতা সাধন। শীল শব্দের অর্থ চরিত্র। যে লোক চরিত্রহীন সে ব্যক্তি বেঁচে থেকেও মৃত। মানুষের যেমন মৃত্যু হলে, সে মৃত দেহকে কয়েকদিন রেখে দেয়ার পর ঐ মৃতদেহ থেকে দুর্গন্ধ বের হয়, ঠিক সে রূপে চরিত্রহীন মানুষের মধ্য হতে দুশ্চরিত্রের দুর্গন্ধ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় জনসাধারণের মধ্যে বিস্তার লাভ করে। তাতে, নিজের, পরিবারের, সমাজের, জাতির ও দেশের সমূহ ক্ষতি হয় এই চরিত্র বা শীলের অভাবে চতুর্দিকে বিপন্ন হয়। এ জন্য বৌদ্ধ সাহিত্যে শীলকে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে।

১। গৌতম বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব অবস্থায় এক সময় এক কুল পুত্র হিসাবে জন্মগ্রহণ করেন। একদা তাঁর মাতা খুব জটিল রোগে আক্রান্ত হন। বহু চেষ্টা করেও মাতার রোগ নিরাময় করতে পারা গেল না। বৈদ্যরাজ পরামর্শ দিলেন যে, মাতাকে শশকের মাংস খাওয়ালে আরোগ্য লাভ করবে। এই পরামর্শে কুলপুত্র

১। জ্ঞানশ্রী মহাস্থবির— সাধারণ সম্পাদক, সংঘরাজ ভিক্ষু মহামণ্ডল।

বহু চেষ্টার পর এক শষ্যক্ষেত্র হতে একটি জীবিত শশক ধরতে সক্ষম হলেন। কিন্তু সে শশক প্রাণ ভয়ে ভীত হয়ে আর্তনাদ করতে লাগল। তখন ভীত শশকের ক্রন্দন ধ্বনি শুনে কুলপুত্রের মনে মৈত্রী চিত্ত উৎপন্ন হল। তিনি মনে মনে চিন্তা করতে লাগল এই অসহায় বন্য প্রাণীটির জীবন তার নিকট যেমন অত্যন্ত প্রিয়, ঠিক আমার মায়ের জীবন ও আমার মায়ের নিকট তেমনি প্রিয়।

অতএব কেন এক জনের জীবন রক্ষায় অন্যের জীবন হরণ করব। তখন কুলপুত্র কালবিলম্ব না করে শশকটিকে ছেড়ে দিলেন এবং কুলপুত্র সত্যক্রিয়া করলেন যে, "আমি জীবনে কোন দিন প্রাণী হত্যা করি নাই, এই শীল প্রভাবে আমার মাতা আরোগ্য লাভ করুক।" বাড়ী ফিরে দেখলেন কি আশ্চর্য্য তাঁর মাতা রোগমুক্ত হয়ে ধীরে ধীরে কাজ কর্ম করছেন। এখানে বোধিসত্ত্বের শীল পারমীর পরিচয় মিলে।

২। কোন এক সময় গৌতম বোধিসত্ত্ব নাগকুলে জন্ম ধারণ করে উপোসথ ব্রত প্রতিপালন মানসে মনুষ্যলোকে আসতেন। একদা শীলানুস্মৃতি ভাবনারত অবস্থায় এক সাপুড়িয়া বোধিসত্ত্বকে ধরে বেদম প্রহার করতে করতে তার বাক্সের মধ্যে ঢুকতে বাধ্য করল। মারের চোটে বোধিসত্ত্বের প্রচুর রক্ত ক্ষরণ হল, তিনি মরণাপন্ন হলেন। এমতাবস্থায় ও নিম্নোক্ত গাথা যোগে তিনি নিজের আত্ম দমন ভাব প্রকাশ করলেন—

"অসূয়ার বশ আমি হইনা কখন,
করি নাক কভু আমি মাদক সেবন।
হিংসা, ক্রোধ কোন কিছু আমা মধ্যে নাই,
চিত্তের বিকার কভু আমি করি নাই।"

দৈহিক নির্যাতনের এমনি চরমাবস্থায় ও চিত্তের বিকার দমনে

এ যে সহিষ্ণুতা তাহা শীলের উপ-পারমী পরিপূরণের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

৩। মঘ মানব জাতকে দেখা যায় আমাদের গৌতম বোধিসত্ত্ব এক ক্ষত্রিয় কুলে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর নাম ছিল মঘ মানব। স্ত্রী সুজাতার দান, ধর্ম ও পুণ্য কর্মের প্রতি ছিল অশ্রদ্ধা পরায়ণ। মঘ মানব স্ত্রীকে পুণ্য করার জন্য বললে সে উপহাস ও বিদ্রুপ করত। মরণান্তে মঘ মানব স্বীয় পুণ্য কর্মের শক্তিতে স্বর্গের দেবরাজ বা ইন্দ্রত্ব লাভ করলেন। নিজের পূর্ব কৃত কর্ম অবলোকন করতে গিয়ে দেখতে পেলেন তাঁর গত জন্মের স্ত্রী সুজাতা এক পার্বত্য ছড়ায় কানাবগী হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। স্ত্রীর এই দুর্দশা দর্শন করে স্বর্গের অধীশ্বর ইন্দ্ররাজের মনে করুণার সঞ্চার হল। তিনি স্বয়ং সেই কানাবগীর নিকট উপস্থিত হয়ে আত্ম পরিচয় ও পুণ্য বিভব প্রদর্শন করায়ে কানাবগীর অন্তরে ধর্মভাব উৎপন্ন করলেন। পরিশেষে এই তির্যক দুঃখ হতে পরিত্রাণ লাভের জন্য সে বগীকে ধর্মোপদেশ দিয়ে শীলে প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন্দ্র স্বর্গে চলে গেলেন। এদিকে শীল প্রতিপালন করতে গিয়ে সেই কানাবগীর আহার গ্রহণ দুঃসাধ্য হল। কিন্তু সেই বগী কিছুতেই শীল ভঙ্গ করল না। অতঃএব অকাল মৃত্যু তার জীবন দীপকে গ্রাস করল।

এই জাতকে আমরা শীলকে পরমার্থ পারমীর পর্যায়ে পরি-পূরণের এক অত্যোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত খুঁজে পাই।

একবার সারী পুত্র স্থবির বাতব্যাধিতে আক্রান্ত হলে মৌদ্-গল্যায়ন স্থবির সারীপুত্র স্থবিরের জন্য দেবতার কারসাজিতে প্রদত্ত পায়স দেখে বলেছিলেন—

"বচি বিঞত্তি বিপ্ফার উপ্পমং মধু পায়সং
সচে ভুত্তো ভবেয্যাহং সজিবো পরহিত্তো মম।
যদি পি মে অন্তগুনং নিকখমিত্বা বহিচরে
নেব ভিন্দেয্যং আজীবং চ জমানোপি জীবিতং
আরাধেমি সকং চিত্তং বিবজ্জেমি অনেসনং
নাহং বুদ্ধ পত্তিকুটঠং কাহাসি অনেসনস্তি।"

অর্থাৎ বাক্য বিজ্ঞপ্তি দ্বারা উৎপন্ন মধু পায়স যদি আমি ভোগ করি, তবে আমার জীবিকা গর্হিত হত। রোগ যন্ত্রণায় আমার অন্ত্রসমুহ বের হয়ে গেলেও এবং এ জীবন ত্যাগ করতে হলেও আমার সম্যক আজীব ব্রত ভঙ্গ করব না। আমি আমার চিত্ত বশীভূত করেছি। পাপ লিপ্সা পরিত্যাগ করেছি। অতএব আমার দ্বারা বুদ্ধ নিন্দিত উপায়ে জীবিকা অন্বেষণ অসম্ভব।

উপরোক্ত আলোচনা নিরীখে এই সত্যই প্রতীয়মান হয় যে শারীরিক শক্তি ব্যতীত যেমন কোন কাজ করা সম্ভব হয় না, তেমনি মানসিক শক্তি ছাড়া শীলের সম্যক অনুশীলনও অসম্ভব। ভগবান বুদ্ধ মানসিক শক্তি বা চারিত্রিক উৎকর্ষতা সাধনের পথে শীল প্রতিপালনের আনুক্রমিতার নির্দেশ দিয়েছেন—পঞ্চশীল, অষ্টাঙ্গ উপোসথ শীল, দশ সুচরিত শীল এবং প্রাতিমোক্ষ সংবরশীল। এই অনুক্রমিকতায় গৃহী জীবনকে সুন্দর সুখী ও উর্দ্ধগামী করার জন্যে পঞ্চশীলকে ভিত্তি রূপে প্রদর্শন করেছেন। এই পঞ্চশীল পালন হতে আরো উন্নত চিত্ত শক্তি লাভার্থে অষ্টাঙ্গশীল। এ সব শীল প্রতিপালনের দ্বারা চিত্ত শক্তি বিমুক্তির পথে এমন শক্তিশালী হয় যে সকল ধন সম্পদ পরিবার পরিজন সব কিছুকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, এমন কি স্বীয় জীবনের মায়া ত্যাগ করে শীলানুশীলনকারীকে বিমুক্ত সাগরে অবগাহন করায় আর তখনই হয় শীল পারমীর পরিপূর্ণতা।

—০—

শীল পারমী

—ডঃ সুমংগল বড়ুয়া[১]

পারমিতার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে— পরম + √মিন্ + তা অর্থাৎ 'পরমের ভাব'। 'পারমিতা'র ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যাই হোক না কেন, আসল অর্থ দাঁড়ায় পূর্ণতা'। 'বোধি' বীজ অঙ্কুরিত হলেই পূর্ণতা লাভ করা যায়। সুতরাং 'পারমিতা' শব্দের মূল অর্থ প্রদান করে পূর্ণতা প্রাপ্তি (পারমিং গতো কিংবা পারমিপ্পত্তো)। অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়েছে এমন বৈশিষ্ট্য বা গুণ। দান, শীল, ক্ষান্তি, বীর্য প্রভৃতির পূর্ণতা লাভ হলেই সাধক একে একে উচ্চ ভূমি প্রাপ্ত হতে থাকে। আর এক অর্থে দান শীলাদি বিশিষ্ট গুণে গুণান্বিত চিত্ত বিশুদ্ধি ও বিমুক্তিপ্রদ কুশল কর্মই পরমার্থ পারমী। "পরতীতি"— অর্থাৎ পরম নির্বাণ লাভের অভিপ্রায়ে প্রজ্ঞাময় কুশল কর্মের পারমী। যেই কুশল কর্ম সত্ত্বগণকে অধিকতর পরিমার্জিত করে বিশুদ্ধিতা আনায়ন করতঃ পরম শান্তি-নির্বাণ সাক্ষাৎ করার উপায় নির্দেশ করে তাহাই 'পারমী' নামে অভিহিত। দান-শীলাদি ভাব-জনক যে কর্ম সাধককে মুক্ত পুরুষরূপে আখ্যায়িত করে তাকে পারমী বলা হয়।

শীল বুদ্ধ শাসনের আদি কল্যাণ প্রকাশ করে। শীল শব্দ দ্বারা অধিশীল শিক্ষাই বুঝায়। 'শীল' শব্দের সাধারণ অর্থ চরিত্র। তথাগত বুদ্ধ জনগণের চরিত্র বিশুদ্ধির জন্য যে সমস্ত নিয়ম বিধিবদ্ধ করেছেন তাদেরকে শীল বলা হয়। অর্থাৎ প্রাণী হত্যা ইত্যাদি হতে বিরতি এবং গুরু সেবাদি ব্রত-প্রতিব্রত পরিপূর্ণ-কারীর চেতনাই শীল নামে অভিহিত। কায়, বাক্য ও মনের

১। ডঃ সুমংগল বড়ুয়া— সহকারী অধ্যাপক, প্রাচ্য ভাষা বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সমাধান (মীমাংসা) ও সংযমই হচ্ছে শীল। এ ত্রিবিধ দ্বারের পরিদাহ উপশম করে বলে—এ অর্থেও শীল বলা হয়। শিরচ্ছিন্ন হ'লে অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন, কোন কাজে লাগেনা এবং সমস্ত গুণ রাশি অকেজো হয় ; তদ্ধেতু 'উত্তমাঙ্গ' অর্থেও শীল কথিত হয়। দেহ মনের পরিদাহ নির্বাপিত করে শীতল করে বলে এর নাম শীল। যে কুশল কর্ম কায়িক, বাচনিক ও মানসিক বিশৃঙ্খলা দূর করে ইন্দ্রিয় নিচয়কে সুদান্ত—সংযত করে বলে শীলের অপরার্থ 'দমগুণ'। আচার্য অশ্বঘোষ শীল শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন,— "শীলানং শীলম্ ইত্যুক্তম।" পুনঃ পুনঃ আচরণ করা হয় বলে একে শীল নামে আখ্যায়িত করা হয়। শীলে বর্ণিত অনুশাসনগুলো পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান করে অভ্যাসে পরিণত করতে হয়। বুদ্ধের ধর্ম দেশনায় নিয়মানুবর্তিতা বা শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাপনের উপর অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মে উচ্ছৃঙ্খলতার কোন স্থান নেই। সুশৃঙ্খল জীবনযাপনের জন্য শীলের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। শীল ধর্ম জীবনের ভিত্তিস্তম্ভ।

মিলিন্দ প্রশ্নে শীলের লক্ষণ নির্দ্ধারণ করতে গিয়ে বলা হয়েছে,— "সমস্ত কুশল ধর্মের প্রতিষ্ঠাই শীলের লক্ষণ। ইন্দ্রিয়, বল, বোধ্যঙ্গ, মার্গাঙ্গ, স্মৃতি-উপস্থান, সম্যক-প্রধান, ঋদ্ধিপাদ, ধ্যান, বিমোক্ষ, সমাধি ও সমাপত্তির শীলই প্রতিষ্ঠা। পৃথিবীকে আশ্রয় করে বীজ-গাছপালা যেমন তার বৃদ্ধি, বিস্তার ও বিপুলতা প্রাপ্ত হয়, সে প্রকারে সাধক শীলকে আশ্রয় করে, শীলের উপর ভিত্তি স্থাপন করে শ্রদ্ধেন্দ্রিয়, বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতীন্দ্রিয় সমাধীন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞেন্দ্রিয় এ পঞ্চেন্দ্রিয়, ভাবনা বৃদ্ধি করেন। এতে সর্ববিধ কুশল ধর্ম পরিহীন হয় না।"[১]

"নগর শিল্পী, নগর নির্মাণ মানসে প্রথমে যেই স্থান পরিষ্কার

করায়, কণ্টকাদি অপসারণ এবং ভূমি সমতল করায়; তৎপর চৌরাস্তার নক্সা ঠিক করে নগর নির্মাণ করে সেরূপ যোগী শীলকে আশ্রয় করে পঞ্চেন্দ্রিয়ের ভাবনা করেন। সর্বোত্তম প্রাতিমোক্ষ শীলরাশি ধরনীর ন্যায় সাধকের প্রতিষ্ঠা ভূমি[২]। ইহা কুশল বৃদ্ধির মূল এবং সমস্ত বুদ্ধ শাসনের মুখ-স্বরূপ। তদ্ধেতু বলা হয়েছে, "বিনয় হচ্ছে বুদ্ধ শাসনের আয়ু।"

নির্বাণের অবস্থান সম্বন্ধে সংজ্ঞা দিতে গিয়ে মিলিন্দ প্রশ্নে বলা হয়েছে,—"ভন্তে" নির্বাণের অবস্থিতির স্থান না থাকুক, কিন্তু এমন স্থান আছে কি যাতে স্থিত হয়ে সৎপথে পরিচালিত যোগী নির্বাণ সাক্ষাৎ করতে পারেন? হ্যাঁ, মহারাজ, সে স্থান আছে। ভন্তে! সে স্থান কি? মহারাজ! শীলই সে স্থান। ··· শীলে প্রতিষ্ঠিত সৎপথে পরিচালিত যোগী জ্ঞানযুক্ত মনোনিবেশ দ্বারা নির্বাণ সাক্ষাৎ করেন।"[৩]

বুদ্ধের দেশনা হচ্ছে মূলতঃ শীল-সমাধি-প্রজ্ঞা। এ ত্রিবিধ শিক্ষা এবং কল্যাণ শাসন ধর্মই দুঃখ নিরোধের উপায়—আর্য অষ্টাঙ্গিক

১। রাজা আহঃ "কিং লকখণং, ভন্তে, সীলং"তি।
পতিট্ঠান লক্খনং, মহারাজ, সীলং ; সব্বেসং কুসলানং ধম্মানং, ইন্দ্রিয়-বল-বোজ্ঝঙ্গ - মগ্‌গ-সতিপট্ঠান-সম্মপ্‌পধানং-ইদ্ধিপাদ-ঝান-বিমোক্‌খ সমাধি সমাপত্তিনং, সীলং পতিট্ঠা।
সীলে পতিট্ঠিতসস খো, মহারাজ, সবেব কুসলধম্মা ন পরিহায়ান্তী"তি।

২। যথা, মহারাজ, নগরবড্‌ঢকি নগরং মপেতুকামো পঠমং নগরট্ঠানং সোধাপেত্বা খানুকণ্ঠকং অপকড্‌ঢাপেত্বা সমং কারাপেত্বা ততো অপরভাগে বীথি-চতুক্ক সিঙ্ঘাটকাদি পরিচ্ছেদন বিভজিত্বা নগরং মাপেতি, এবং এব খো, মহারাজ, যোগাবচরো সীলং নিস্‌সায় সীলে পতিট্‌ঠায় পঞ্চেন্দ্রিয়ানি ভাবেতি।

মার্গ নামে পরিচিত। বুদ্ধের এ ধর্ম আবার একটি মাত্র গাথায়ও প্রকাশ করা যায়। যথা —

সব্ব পাপস্স অকরণং, কুসলস্স উপসম্পদা,
সচিত্ত পরিয়োদপনং, এতং বুদ্ধানুসাসনং।

সর্বপ্রকার পাপ থেকে বিরতি (শীল), কুশল ধর্মের পরিপূর্ণতা (প্রজ্ঞা) এবং স্বীয় চিত্তের পবিত্রতা সাধন (সমাধি) —ইহাই বুদ্ধগণের অনুশাসন।

এ আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের অঙ্গ সমূহকে শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা ভেদে বিভাগ করলে নিম্নরূপ দাঁড়ায় :— (ক) প্রজ্ঞা :—সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সঙ্কল্প ; খ) শীল—সম্যক বাক্য ; সম্যক কর্ম সম্যক জীবিকা ; গ) সমাধি— সম্যক ব্যায়াম (প্রযত্ন), সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি।

(১) মিথ্যা, কটু ভাষণ ও বৃথাবাক্য হতে বিরত হয়ে সত্য, প্রিয়, সদর্থপূর্ণ বাক্য কথনই সম্যক বাক্য (২) হিংসা, চুরি, ব্যভিচার-রহিত সৎকর্মই সম্যক্ কর্ম ; (গ) মিথ্যা জীবিকা পরিহার করে সৎ জীবিকা দ্বারা জীবন নির্বাহ করাই সম্যক্ জীবিকা। সর্বপ্রকার প্রাণী হিংসা ও প্রাণীহত্যা প্রভৃতি জীবিকাকে তথাগত বুদ্ধ মিথ্যা জীবিকা বলেছেন। অস্ত্র, প্রাণী, মাংস, নেশা ও বিষ বাণিজ্য মিথ্যা-জীবিকার অন্তর্গত।

৩। ভন্তে নাগসেন, নিব্বানস্স সন্নিহিতোকাসো মা হোতু। অত্থি পন তং ঠানং যত্থ ঠিতো সম্মা পটিপন্নো নিব্বানং সচ্ছিকরোতী তি। "আম মহারাজ, অত্থি তং ঠানং যত্থ ঠিতো সম্মা পটিপন্নো নিব্বানং সচ্ছিকরোতী'তি। কতমং ভন্তে তং ঠানং যত্থ ঠিতো সম্মা পটিপন্নো নিব্বানং সচ্ছিকরোতী"তি। সীলং মহারাজ ঠানং, সীলে পটিপন্নো যোনিসো মনসি করোন্তো...।

শীল-সমাধি-প্রজ্ঞা--এ ত্রিবিধ শিক্ষার মধ্যে শীলই আদি। তজ্জন্য বলা হয়েছে,—'কো চা'দি কুসলানং ধম্মানং সীলঞ্চ সুবিসুদ্ধং।' শীল সম্পত্তিকে আশ্রয় করে সাধকের ত্রিবিধ বিদ্যা লাভ হয়। শীল কামসুখানুযোগভুত অন্ত বর্জন করে।

সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার বুদ্ধঘোষ সিংহলের অনুরাধাপুর বিহারে তাঁর শিক্ষা সমাপ্ত করে পালিভাষায় ত্রিপিটকের পালি অনুবাদ ও টীকা লেখার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তাঁর আচার্য 'জটা' সূত্রের দুই স্তবক ব্যাখ্যা করার নির্দেশ দেন যা' সমস্ত বিশুদ্ধি মার্গের স্বরূপ বলে দেয়। সেই দু'টি গাথার ব্যাখ্যায় শীলকে সমাধি ও বিদর্শন ভাবনার প্রতিষ্ঠা ভূমি উল্লেখ করা হয়েছে,—

সীলে পতিট্ ঠায় নরো সপঞ্ ঞো—
চিত্তং পঞ্ ঞঞ্চ ভাবয়ং,
আতাপী নিপকো ভিক্খু,—
সো ইমং বিজটয়ে জটংতি।

'যে জ্ঞানবান ব্যক্তি শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সমাধি ও বিদর্শন ভাবনায় নিয়ত রত থাকেন, যে বীর্যবান নিরাসক্ত বুদ্ধ শিষ্য ভিক্ষু বেণু-জটা সদৃশ তৃষ্ণাকে ছেদন করেন,তিনি ই জটা হতে মুক্ত হন।'

জটা অর্থাৎ তীব্র আকাঙ্খার বেড়াজাল সাধারণ মানুষকে তৃষ্ণায় জড়িত করে। চেতনা এবং বস্তু — এ দু'য়ের মধ্যে বাঁশের ঘেরার মতো, আশা জটিলতা ধারণ করে। সহস্র জটিলতার ভিড়ে অতৃপ্ত আশার কারণেই অন্তর্দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। এ তৃষ্ণাও অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রশমিত করতে হলে আত্মসংযমের একান্ত প্রয়োজন। সাধক মনস্কার বা বিবেচনা দ্বারা কি করণীয় এবং কি অকরণীয় তা' সম্যক্ অবগত হন। সাধক শীলকে আশ্রয় করে আত্মসংযমের মাধ্যমে সমাধি ও বিদর্শন ভাবনায় উন্নীত হয়ে সমস্ত আশ্রয়

ক্ষয় করেন এবং তৃষ্ণা থেকে বিমুক্ত হন।

শীলকে উপেক্ষা করে কোন ব্যক্তি জীবনে উন্নতি লাভ করতে পারে না। তাই আচার্য অশ্বঘোষ বলেন,—

সীলং হি শরণং সৌম্য কান্তার ইব দেশিকঃ।
মিত্রং বন্ধুশ্চ রক্ষা চ ধনঞ্চ বলমেব চ।
যতঃ সীলমতঃ সৌম্য শীলং সংস্কর্তুং মর্হসি।

কান্তারে যেমন পথ প্রদর্শকই একমাত্র আশ্রয়, সেরূপ জগতে একমাত্র শীলকে আশ্রয় করেই চলতে হয়। শীলই একমাত্র মিত্র, বন্ধু, রক্ষা, ধন ও বল। অতএব শীলের বিশুদ্ধি সম্পাদনে চেষ্টিত হওয়া আবশ্যক।

শীলব্রতকে অতন্দ্রিয়ভাবে রক্ষা করা প্রত্যেক সাধকের অবশ্য কর্তব্য। শীলব্রতের পুর্ণতা সম্পাদন করার জন্য সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। নির্বাণ মার্গের সাধক প্রয়োজনে নিজের প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকেন, তবু ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শীল কখনো লঙ্ঘন করেন না। ইহাই শীল পারমিতার সাধনা। তদ্ধেতু শাস্ত্রে বলা হয়েছে,—

যথাপি চমরী বালং কিসম্মিংচি পরিলগ্গিতং।
উপেতি মরণং তত্থ ন বিকোপেতি বালধিং॥
তথেব ত্বং চতুসু ভূমীসু সীলানি পরিপুর
পরিরকখ সব্বদা সীলং চমরী বিয় বালধিং॥

চমরী মৃগ যেমন তার পুচ্ছ কন্টকাদিতে সংলগ্ন হলে তথায় বরং প্রাণ ত্যাগ করে, তথাপি তার একান্ত প্রিয় এবং সৌন্দর্যের সামগ্রী একগাছি কেশ ছিন্ন হতে দেয়না ; তেমনি চতুর্বিধ শীল ভূমিতে স্থিত থেকে অর্থাৎ দণ্ডায়মান, গমনশীল, উপবিষ্ট ও শায়িত অবস্থায় অখণ্ডভাবে শীল সমূহ রক্ষা করবে।

—০—

শীল পারমী

—দীপংকর শ্রীজ্ঞান বড়ুয়া
প্রভাষক, প্রাচ্যভাষা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

বোধিজ্ঞান লাভের প্রকৃষ্ট গুণ সমূহ যে সত্ত্বের মধ্যে বিদ্যমান তিনি বোধিসত্ত্ব বা বুদ্ধাঙ্কুর নামে অভিহিত। বিমুক্তির প্রত্যয়ে বোধিসত্ত্বের জন্ম-জন্মান্তরের কর্ম সম্পাদনাই পারমী। মানবতার পূর্ণ বিকাশ সাধন প্রণালীই 'পারমিতা সাধনা'। পার হওয়া বা উত্তীর্ণ হওয়া বা সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রাপ্ত হওয়া অথবা পারঙ্গমতা অর্থে পারমী। সত্ত্বগণকে সর্বপ্রকার ক্লেশ থেকে রক্ষা করে পরম সুখপ্রদ নির্বাণ লাভের নিমিত্ত দান-শীলাদি কুশল কর্মে সমুৎসাহিত করে গড়ে তোলে অর্থে পারমী। বোধিসত্ত্বের ভাবজনক কর্মই পারমী। পরম বা নির্বাণ লাভের কর্ম সম্পাদনই 'পারমী'।

আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় 'শীল পারমী'। বুদ্ধকারক ধর্ম হিসেবে প্রত্যেকটি পারমী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবহ। যে কোন একটির অভাবে অন্যগুলোর পূর্ণতা সাধন অসম্ভব। অতএব, বলা যেতে পারে, পারমীসমূহ পরস্পর পরিপূরক ও পরিপোষক এবং একই সূত্রে গ্রথিত।

পালি ও বৌদ্ধ সংস্কৃত উভয় সাহিত্যে শীলকে দ্বিতীয় পারমী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। দান পারমী পরিপূরণের দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে সুমেধ তাপস পরবর্তী বুদ্ধকারক ধর্ম পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে দেখতে পেলেন 'শীল পারমী'। তখন তিনি নিজকে উপদেশ দিচ্ছেন, "সুমেধ, তুমি এই পৃথিবীতে শীল পারমী পূর্ণ কর।" শীল পারমী পরিপূরণের দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে তিনি বলছেন,

যথাপি চমরী বালং কিস্মিংচি পরিলজ্জিতং,
উপেতি মরণং তত্থ ন বিকোপেতি বালধিং।

তথেব ত্বং চতুসু ভুমীসু সীলানি পরিপূরয়,
পরিরক্খ সব্বদা সীলং চমরী বিয় বালধিং।

"যেমন চমরী মৃগের বালধি বা পুচ্ছ কণ্টকাদিতে সংলগ্ন হলে তথায় বরং প্রাণ ত্যাগ করে, তথাপি বালধি ছিন্ন করে না, তেমনি তুমি চতুর্বিধ শীল ভূমিতে স্থিত থেকে অর্থাৎ দাঁড়ানো অবস্থায়, গমনে, উপবেশনে ও শায়িত অবস্থায় সর্বদা চমরীর বালধি রক্ষার ন্যায় শীল সমূহ রক্ষা করবে।"

শীল শব্দের অর্থ সদাচার। সদাচার সম্পন্ন ব্যক্তি সচ্চরিত্র। মিলিন্দ প্রশ্ন নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, 'প্রতিষ্ঠাই শীলের লক্ষণ। ইন্দ্রিয়, বল, বোধ্যঙ্গ, মার্গাঙ্গ, স্মৃতি-উপস্থান, সম্যক প্রধান, ঋদ্ধিপাদ, ধ্যান, বিমোক্ষ, সমাধি ও সমাপত্তির শীলই প্রতিষ্ঠা। শীলে প্রতিষ্ঠিত সাধক শীলকে আশ্রয় করে, শীলের উপর ভিত্তি স্থাপন করে শ্রদ্ধেন্দ্রিয়, বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতীন্দ্রিয়, সমাধীন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞেন্দ্রিয়—এই পঞ্চেন্দ্রিয় ভাবনা করেন ও বৃদ্ধি করেন। এতে সর্ববিধ কুশল ধর্ম পরিহীন হয় না।' শীল বা সদাচারহীন ব্যক্তি আর পশুর মধ্যে পার্থক্য নেই। পার্থিব জগতে যাবতীয় হিংসা, বিদ্বেষ, দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ, কলহ প্রভৃতি অশান্তির মূল কারণ শীলাচরণের বিপরীত ধর্মী অসদাচারণ। এসব অশান্তি হতে অব্যাহতি পাওয়ার একমাত্র উপায় কায়িক-বাচনিক-মানসিক সংযমের মাধ্যমে শীলাচরণ করা। সদাচার বা শীলাচরণের মাধ্যমে চিত্ত শুদ্ধি সূচিত হয়। চিত্ত বিশোধিত না হলে পাপ কর্ম হতে যথার্থ বিরতি অসম্ভব। কায়িক ও বাচনিক পাপ কর্মে বিরত হয়েও মানসিক পাপ কর্ম করা অসম্ভব নয়, যদি না চিত্ত বিশোধিত হয়। এতে শীল সাধনায় ব্যাঘাত ঘটে। সুতরাং শীল পরিশুদ্ধির জন্য চিত্ত শোধন অপরিহার্য। আচার্য শান্তিদেবের ভাষায়,

যস্মাদ্ ভয়ানি সর্বানি দুঃখান্য প্রমিতা নি চ।
চিত্তাদেব ভবন্তীতি কথিতং তত্ত্ববাদিনা॥

যেহেতু তত্ত্ববাদী (বুদ্ধ) বলেছেন, সর্বপ্রকার ভয় এবং অপরিমেয় দুঃখ একমাত্র চিত্ত হতেই উৎপন্ন হয়। তাই প্রাণীহত্যাদি অকরণীয় কর্ম হতে চিত্ত বিরতি লাভ করলেই শীল পারমিতা সাধনা সার্থক হয়। চিত্ত শোধনের মাধ্যমে শীলের পূর্ণতা আসে। আচার্য শান্তিদেব বোধিচর্যাবতার গ্রন্থে বলেন, "লব্ধে বিরতি চিত্তে তু শীল পারমিতা মতা।" বধ্য হতে চিত্ত বিরতি লাভ করলেই 'শীল পারমী' সিদ্ধ হয়। তাই বৌদ্ধ ধর্ম দর্শন ও সাধন পন্থায় চিত্ত শুদ্ধির প্রতি অধিক জোর দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া, বোধিসত্ত্বগণের আচরণীয় ধর্ম অনেক এবং সে সব আচরণের মাধ্যমে চিত্ত বিশুদ্ধ অবশ্যই করতে হবে,—

'আচারো বোধিসত্ত্বা নাম প্রমেয় উদাহৃতঃ।
চিত্তসোধনমাচারং নিয়তং তাবদাচেরত্।

স্বীয় চিত্ত পরিশোধিত হলেই সকল প্রকার কুশল কর্ম অনবদ্য হয়। এমন কি শীল রূপ ভূমিতে দাঁড়িয়ে পরম বুদ্ধত্ব লাভ করতে হয়। মহাকবি অশ্বঘোষ সৌন্দরানন্দ কাব্যে উল্লেখ করেছেন,—

'শীলং হি শরণং সৌম্য কান্তার ইব দেশিকঃ।
মিত্রং বন্ধুশ্চ রক্ষা চ ধনঞ্চ বলমেব চ।
যতঃ শীলমতঃ সৌম্য শীলং সংস্কর্তু মর্হসি॥'

কান্তারে যেমন পথ-প্রদর্শকই একমাত্র আশ্রয়, তদ্রূপ পৃথিবীতে একমাত্র শীলই আশ্রয়। পৃথিবীতে শীলই একমাত্র মিত্র, বন্ধু, রক্ষা, ধন ও বল। অতএব, শীলের বিশুদ্ধি সম্পাদনে সচেষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বিভিন্ন প্রকার শীলের মধ্যে চারিত্র ও বারিত্র শীল অন্যতম।

মানব জীবন গঠনে যা অবশ্য প্রতিপাল্য তা চারিত্রশীল এবং যা অকর্তব্য বলে বারণ করা হয়েছে তা বারিত্র শীল। বোধিসত্ত্বগণ বারিত্র শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে প্রতিপত্তিক্রম বৃদ্ধি করেন, জগতের সমস্ত প্রাণীর প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ত উপস্থাপিত করেন। তাঁরা কখনও মন্দ কাজ কিম্বা খারাপ চিন্তা পোষণ করেন না। শীল সমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রতিপালনে যত্নবান হন। কেন না শীলানুশীলন ব্যতীত প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। তাই বলা হয়েছে—

'সাসনে কুলপুত্তানং পতিট্‌ঠা নত্থি যং বিনা,
আনিসংস পরিচ্ছেদং তস্‌স সীলস্‌স কো বদে।

কুলপুত্রদের শাসনে বা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে শীলের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। অন্যথা প্রতিষ্ঠা অর্জন সম্ভব নহে।

আত্ম বিজয় শ্রেষ্ঠ বিজয়। আত্ম বিজয়ের ভিত্তিভূমি শীলানুশীলণ। কেন না, শীলবান কায়িক-বাচনিক-মানসিক কোন দুষ্কর্ম করতে পারেন না। তিনি সকল প্রকার অন্যায় আচরণে বিরত থাকেন। বোধিসত্ত্বগণ বিশুদ্ধ শীলানুশীলণকারীর পূর্ণ প্রতীক। এমন কি জীবনের বিনিময়েও শীলকে প্রতিপালনের ব্রত নিয়ে গৌতম বোধিসত্ত্ব শীল পারমী, শীল উপ-পারমী ও শীল পরমার্থ-পারমী পূর্ণ করেছিলেন। তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত জাতক সাহিত্যের বিভিন্ন কাহিনীতে উল্লেখ করা হয়েছে। শীল পালনের সময় বোধিসত্ত্বের জীবনে অনেকবার ভীষণ বিপদ নেমে এসেছে, সীমাহীন অমানুষিক নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে, এমন কি জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হয়েছে, তবু তিনি শীল ভূমি হতে একবিন্দু টলেননি; শীলকে সযত্নে রক্ষা করেছেন; শীল ভঙ্গের ভয়ে মনে এতটুকু বিকার বা দুঃখ পর্যন্ত বোধ করেননি। এর নামই শীল পরমার্থ পারমী। 'সালব নাগ'

জাতকে দেখা যায়, বোধিসত্ত্ব সীলব নাগ গভীর বনে মায়ের সেবায় নিরত ছিলেন। মায়ের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ছিল অপরিসীম। রাজ অনুচরেরা মঙ্গল হস্তীর অন্বেষণ করতে গিয়ে গভীর অরণ্যে সীলব নাগকে দেখতে পায়। রাজ অনুচরদের মুখে এ খবর পেয়ে হস্তী বিশারদরা বনে বনে ঘুরে পদ্মকোরক সংগ্রহরত সীলব নাগকে ধরে ফেলে। শীল ভঙ্গের ভয়ে তিনি তাদের প্রতি ক্রোধভাব উৎপাদন করেননি। 'গঙ্গা-মাল' জাতকে দিন মজুর বোধিসত্ত্ব মাত্র অর্দ্ধ দিবস উপোসথ শীল প্রতিপালন করতে গিয়ে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে দ্বিধা বোধ করেননি। পরিশ্রমে ক্লান্ত বোধিসত্ত্ব উপোসথ পালন করতে গিয়ে ক্ষুৎ পিপাসায় অবশেষে মৃত্যুকে সহাস্যে বরণ করে নেন; তবু শীল ভঙ্গ করেননি।

'শীল মীমাংসা' (৩৬২) জাতকে বোধিসত্ত্ব শীলের ভূয়সী প্রশংসা করেন,—

'ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ চারি চণ্ডাল পুক্কস,
যদি নাহি হয় কেহ অধর্মের বশ;
দেহান্তে সমতা লভে ত্রিদিব ভবনে;
জাতিভেদ পায় লোপ শীলের কারণে।
বেদ বল, বংশ বল, কিংবা মিত্রগণ,
কেহ নয় পারত্রিক সুখের কারণ;
কেবল বিশুদ্ধ শীল করিলে পালন,
হয় জীব পরকালে সুখের ভাজন।

'শঙ্খপাল নাগরাজ' (৫২৪) জাতকে শীলব্রত পালন কালে ব্যাধ কর্তৃক অকথ্য শারীরিক নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে বোধিসত্ত্ব শঙ্খপালকে। এ প্রসঙ্গে শাস্তা বলেছেন,—

ছিলাম পোষধী আমি সেদিন যখন;

রজ্জুপাশ লয়ে এল ব্যাধ ষোলজন।
বিন্ধিল নাসিকা, ছিদ্রে রজ্জু পরাইল,
ব্যাধগণ ধরি মোরে লইয়া চলিল।
শীলভঙ্গ ভয়ে আমি সহিনু তখন,
মহাদুঃখ দিল মোরে যাহা ব্যাধগণ।

'ষড়দন্ত হস্তী' জাতকেও বোধিসত্ত্ব শীল রক্ষার্থে স্বীয় প্রাণাধিক প্রিয় দন্তযুগল সুভদ্রার জন্য ব্যাধের হাতে সমর্পণ করতে দ্বিধা বোধ করেননি। পারমী পরিপূরণের এরূপ অপূর্ব নিদর্শণে বোধিসত্ত্ব-জীবনের কাহিনী সমূহ পরিপূর্ণ। বোধিজ্ঞান লাভের তীব্র আকাঙ্খা নিয়ে তিনি জন্মের পর জন্ম যে সাধনা করেছিলেন, তা পরবর্তী মানব-সমাজেরও অনুকরণীয়। বলাবাহুল্য, বোধিসত্ত্বের দান শীল প্রভৃতি মহৎ অনুশীলণ সমূহ উত্তর যুগে বহু মানুষকে প্রবুদ্ধ করেছে - এতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

নৈষ্ক্রম্য পারমী

—ডাঃ সিতাংশু বিকাশ বড়ুয়া

লোকনায়ক দীপঙ্কর বুদ্ধ হতে সুমেধ তাপস অপরিমিত কল্পের পর জগতে বুদ্ধ হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী শুনে বুদ্ধকারক ধর্মসমূহ চিন্তা করতে করতে দেখলেন যে সম্যক সম্বোধি প্রাপ্তির জন্য দশ পারমী পরিপূর্ণ করতে হবে। দশ পারমীর মধ্যে তৃতীয় পারমী হল নৈষ্ক্রম্য পারমী। বুদ্ধ বংশে উল্লেখ আছে—

ইমং ত্বং ততিয়ং তাব দলহং কত্বা সমোদিয়,
নেক্খম্ম পারমিং গচ্ছ যদি বোধিং পত্তুমিচ্ছ সি।"

"তুমি যদি সম্যক সম্বোধি লাভ করতে ইচ্ছা কর, তবে তৃতীয় নৈষ্ক্রম্য পারমী সম্যক অধিষ্ঠান করে পরিপূর্ণ কর।"

'নৈষ্ক্রম্য' নিষ্ক্রমন শব্দ হতে আগত। নিষ্ক্রমন অর্থ বহির্গমন, প্রস্থান, দ্রুতবেগে নির্গমন, বাহির হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। পালিতে "নেকখম্ম" শব্দের সহিত কাম শব্দের যোগাযোগ আছে বলে মনে হয়। তাই অনেক স্থলে "নেক্খম্ম" বলতে "কামানং নিস্সরণং যদ্ ইদং নেকখম্ম" বলা হয়েছে। পালি অভিধানে নেকখম্ম শব্দের ইংরেজী Renunciation আছে। নৈষ্কমা শব্দের অর্থ প্রকৃত পক্ষে সংসার ত্যাগ করে বিশুদ্ধ জীবনযাপন করা অর্থাৎ সংসারের বন্ধন হতে মুক্তির জন্য উৎসাহী হওয়া। বুদ্ধ বংশে নৈষ্ক্রম্যের স্বরূপ উল্লেখ আছে— "কারাগারে আবদ্ধ বন্ধন জনিত দুঃখে দুঃখিত ব্যক্তি যেমন তথায় চিরকাল বাস করলেও, সেখানে থাকতে ইচ্ছে করেনা; মুক্তি লাভেরই চেষ্টা করে; সেরূপ তুমিও ভবত্রয়কে কারাগারের ন্যায় ভেবে মুক্তির জন্য নৈষ্ক্রমাভিমুখী হও।"

গৃহ বাসের প্রতি আসক্তিহীনতা দেখায়ে বুদ্ধ বলেছেন—

"প্রণয় বন্ধন হতে ভয়ের উদয়,
গৃহবাসে রজোরাশি হয় উপজয়।
প্রণয় ও গৃহবাস করতে বর্জন,
মুনীদের এইমাত্র জীবন দর্শন।"

—"মিলিন্দ প্রশ্ন"

গৃহবাস ও প্রব্রজ্যার তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে নাগসেন স্থবির বলেছেন—"প্রব্রজ্যার বহুগুণ, অনন্তগুণ, অপারিমানগুণ, প্রব্রজ্যারগুণ পরিমাণ করা যায় না। ······ প্রব্রজিত ব্যক্তি যা' কিছু করতে ইচ্ছে করেন, সে সমস্ত অতি শীঘ্রই পূর্ণ করতে পারেন—বিলম্ব হয় না। কারণ, মহারাজ! প্রব্রজিত অল্পেচ্ছু হন, সন্তুষ্ট হন, বিরাগী হন, সংসারে অসংশ্লিষ্ট হন, উদ্যোগী হন, অনাগারিক হন, গৃহহীন হন, পূর্ণ শীলবান হন, বিশুদ্ধ আচার সম্পন্ন হন এবং ধুতাঙ্গ ব্রতধারী হন। সে কারণে প্রব্রজিত যা' করতে ইচ্ছে করেন, তা' অতি শীঘ্রই পূর্ণ হয়—বিলম্ব হয় না। মহারাজ! গ্রন্থিহীন, সমান অতিশয় মার্জিত সোজা, নির্মল শর সুসজ্জিতভাবে ছাড়লে শীঘ্র উড়ে যায়, সে রূপ প্রব্রজিত যা' করতে ইচ্ছে করেন, তা' অতি শীঘ্রই পূর্ণ হয়—বিলম্ব হয় না।"

বৌদ্ধ সাহিত্যে গৃহত্যাগ করে প্রব্রজ্যা অবলম্বনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। মিলিন্দ প্রশ্নে উল্লেখ আছে যে, গৃহীরা গৃহবাস অবস্থায় অরহত্ব প্রাপ্ত হয়ে অরহত্ব প্রাপ্তির পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত আয়ু পেয়ে থাকেন অর্থাৎ অরহত্ব প্রাপ্তির পর ১২ ঘন্টার মধ্যে তাদেরকে এ দেহ ত্যাগ করতে হবে। তা' ছাড়া গৃহবাস অবস্থায় এ জন্মে অরহত্ব প্রাপ্তি হয়ে থাকলেও তাঁদের পূর্ব জন্মে ধুতাঙ্গ ব্রত আচরণ করে নৈষ্ক্রম্য পারমী পরিপূর্ণ করার হেতু ছিল। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে অরহত্ব প্রাপ্তির জন্য হেতু উৎপন্ন করতে হবে অর্থাৎ পারমী সমূহ পূর্ণ করতে হবে।

মিলিন্দ প্রশ্নে আরও উল্লেখ আছে জগতে বন্ধন দশ প্রকার। যথা—মাতার বন্ধন, পিতার বন্ধন, পত্নীর বন্ধন, পুত্রের বন্ধন, জ্ঞাতির বন্ধন, মিত্রের বন্ধন, ধনের বন্ধন, লাভ সংকারের বন্ধন, আধিপত্যের বন্ধন এবং পঞ্চকাম গুণের বন্ধন। এ বন্ধন সমূহ হতে মুক্তি লাভের জন্য নৈষ্ক্রম্য পারমীর একান্ত প্রয়োজন। কারণ নিজেকে এই বন্ধনের মধ্যে আবদ্ধ রেখে বৌদ্ধদের পরম শান্তির পদ নির্বাণ সাক্ষাৎ করা সম্ভব নয়, এই বন্ধন সত্ত্বদের এই ভবত্রয়ে পুনঃ পুনঃ গমনাগমনের সংযোগ স্থাপন করে রাখে। তাই গৃহের প্রতি আস্তে আস্তে সকল আকর্ষন বা আসক্তি ছিন্ন করে এই বন্ধন হতে নিজকে মুক্ত করতে পারলে নির্বাণাভিমুখী হতে পারা যায়।

বুদ্ধ বলেছেন—"গৃহবাস সবাধ, রাগরজাকীর্ণ পথ; প্রব্রজ্যা উন্মুক্ত আকাশ তুল্য। গৃহে বাস করে একান্ত পরিপূর্ণ, একান্ত পরিশুদ্ধ, শঙ্খ লিখিত ব্রহ্মচর্য আচরণ সুকর নহে। অতএব আমার পক্ষে কেশশ্মশ্রু অপসারিত করে কাষায় বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত করে আগার হতে অনাগরিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করা কর্তব্য।"

বৌদ্ধ সাহিত্যে সাংসারিক বন্ধনের পরিণাম সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা বিভিন্ন সূত্রে লক্ষ্য করা যায়। আমরা এখানে মধ্যমনিকায় গ্রন্থের "ক্ষুদ্র দুঃখ স্কন্ধ" সূত্র হতে কামের পরিণতির কথা উল্লেখ করছি—"মহানাম, কামের আস্বাদ কি? মহানাম! এই পঞ্চ কামগুণ। কি কি? চক্ষু বিজ্ঞেয় রূপ—ইষ্ট, কান্ত ও মনোজ্ঞ প্রিয় রূপ, যা কামোপসংহিত (কামযুক্ত) ও মনো-রঞ্জক—শ্রোত্র বিজ্ঞেয় শব্দ, ঘ্রাণ—বিজ্ঞেয় গন্ধ—জিহ্বা বিজ্ঞেয় রস এবং কায় বিজ্ঞেয় স্পর্শ--ইষ্ট, কান্ত ও মনোজ্ঞ প্রিয়রূপ, যা কামোপসংহিত ও মনোরঞ্জক মহানাম। এই পঞ্চ কামগুণ

হেতু যে সুখ ও সৌমনস্য উৎপন্ন হয়, তাই কামের আস্বাদ।

মহানাম, কামের আদীনব (উপদ্রব) কি? মহানাম! ইহ জগতে কুলপুত্র শীতোষ্ণের সম্মুখীন, দংশ, মশক, বাতাতপ ও সরীসৃপ সংস্পর্শে কম্পমান এবং ক্ষুৎপিপাসায় ম্রিয়মান হয়ে কি মুদ্রা, কি গণনা, কি সংখ্যা, কি কৃষি, কি বাণিজ্য, কি গোরক্ষা, কি শস্ত্র জীবিকা, কি রাজপুরুষপদ (রাজসেবা), কি অন্য কোন শিল্প, যে কোন এক শিল্প স্থান (জীবনোপায়) অবলম্বনে জীবিকা নির্বাহ করেন। মহানাম, ইহ কামের আদীনব ; কামহেতু, কামনিমিত্ত, কামাধিকরণে, কামের কারণেই ইহা দৃষ্ট ধর্মে (প্রত্যক্ষ জীবনে) দুঃখ স্কন্ধ (দুঃখ-রাশি)।"

এই সূত্রে আরও বলা হয়েছে এরূপে উত্থানশীল, উদ্যোগী এবং পরিশ্রমী হয়ে জগতে কেহ ভোগৈশ্বর্যে সুসিদ্ধ হয় ; আবার কেহ ভোগৈশ্বর্যে অসিদ্ধ হয়। সুসিদ্ধ হলে তা' রক্ষার জন্য তাকে ভাবিত করে এবং অসিদ্ধ হলে তাকে অপ্রাপ্তির জন্য অনুশোচনা করতে হয়। আবার এই ভোগৈশ্বর্যের জন্য রাজায় রাজায়, ক্ষত্রিয়ে ক্ষত্রিয়ে, ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণে, গৃহপতি গৃহপতিতে, মাতা পুত্রে, পিতা পুত্রে, ভ্রাতায় ভ্রাতায় কলহবিগ্রহ হানাহানি মারামারি হয়ে থাকে। তাই এই সূত্রে আরও বলা হয়েছে— কামহেতু, কাম নিমিত্ত, কামাধিকরণে, কামকারণেই কায়ে, বাক্যে ও মনে দুরাচরণ করে। তারা কায়ে, বাক্যে ও মনে দুরাচরণ করে, দেহাবসানে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি, বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়। এ সূত্রে বুদ্ধ একটা প্রশ্ন উত্থাপন করে বলে-ছিলেন—"মগধরাজ শ্রেনিক বিম্বিসার অবিচলিত দেহে নির্বাক হয়ে সাতদিন রাত্রি একান্ত সুখ অনুভব করে অবস্থান করতে সমর্থ নন। কিন্তু বুদ্ধ নিজে এভাবে অবস্থান করতে সমর্থ।"

তাই তিনি মগধিরাজ শ্রেনিক বিম্বিসার হতে অধিকতর সুখবিহারী।

এ সুত্ত হতে গৃহবাসের ইহলৌকিক এবং পারত্রিক অনন্ত দুঃখরাশির স্বরূপ আমাদের নিকট স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। তাই দুঃখস্কন্ধ বা দুঃখরাশি হতে মুক্তির একমাত্র উপায় জগতের এই বন্ধন সমূহ হতে নিজেকে মুক্ত করা। এই বন্ধন সমূহ হতে মুক্তির পূর্বশর্ত হল নৈষ্ক্রম্য পারমী। তা'ছাড়া মিলিন্দ প্রশ্নে প্রব্রজিতের ২০ (বিশ) প্রকার গুণ এবং দুই প্রকার বাহ্যিক চিহ্নের কথা উল্লেখ আছে। তাই প্রব্রজিত জনসমক্ষে সকল বিষয়ে অগ্রগণ্য এবং অগ্রাধিকারী. ভগবান তথাগত বুদ্ধ "শ্রামন্যফল" সুত্তে একের পর একটা করে ১৪ (চৌদ্দ) টি উন্নততর ও মধুরতর সাংদৃষ্টিক শ্রামন্যফলের উল্লেখ করে প্রব্রজিতের গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোকপাত করেছেন। বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব অবস্থায় যুধঞ্জয় জাতক. সৌণন্দ জাতক, ভিস জাতক, অয়োঘর জাতক, শোননন্দ জাতক প্রভৃতি জাতকে নৈষ্ক্রম্য পারমী পরিপূর্ণ করার জন্য গৃহত্যাগ করে ঋষি প্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত হয়ে পারমী পরিপূণের দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। গৌতম বুদ্ধের বোধিসত্ত্ব জীবনের পারমী পুরণের বিষয় বৌদ্ধদের মধ্যে যতই আলোচিত হবে, ততই নিজের এবং জগতের মঙ্গল। বৌদ্ধদের মধ্যে অন্তত: একবার হলেও জীবনে প্রব্রজিত হয়ে নৈষ্ক্রম্য পারমী পূর্ণ করার প্রবণতা এখনও বিদ্যমান। এই অক্ষণবিমুক্ত সময়ে ভিক্ষুব্রত অবলম্বন করতে পারলে এ দুর্লভ মানবজীবন সার্থক হবে।

সব্বেসত্তা সুখিতা হোন্তু।

—০—

নৈষ্ক্রম্য পারমী

—অধ্যাপক ভিক্ষু ড. প্রজ্ঞাবংশ থেরো
পরিচালক বাংলাদেশ ভিক্ষু প্রশিক্ষণ ও সাধনা কেন্দ্র,
কদলপুর, রাউজান।

'নৈষ্ক্রম্য' শব্দটির পালি রূপ হল 'নেক্খম্ম'। বাংলায় 'নিষ্ক্রমণ' শব্দটির সাথে 'অভি' উপসর্গ যোগে এই ক্রিয়া বাচিক শব্দটিকে অত্যাধিক জোরদার ও ব্যাপকতা প্রদান করা হয়েছে পালি ভাষায় ব্যবহৃত 'নেক্খম্ম' শব্দটির মধ্যে। তাই বাংলাতে 'নেকখম্ম' শব্দটির পরিপূর্ণ দ্যোতক হ'ল 'অভিনিষ্ক্রমণ' শব্দটি। কারণ, স্বাভাবিক অর্থে নিষ্ক্রমণ হলো কোন স্থান হতে বের হয়ে আসা আর অভিনিষ্ক্রমণ অর্থে বুঝায় জাগতিক সমস্ত ভোগ বিলাসকে প্রজ্জলিত গৃহবৎ মনে করে বা অনন্ত দুঃখের নামান্তর জ্ঞানে ত্যাগেই সুখ ত্যাগেই শান্তি এই দৃঢ় প্রত্যয়ে সংসার বিরাগী, একাচারী, অল্পেচ্ছু হয়ে অধ্যাত্মিক ও পরকল্যাণমূলক জীবন যাপন করা।

বিনয় বিভঙ্গে উল্লেখ আছে,— "কামানং নিস্সরণং যদিদং ইদ নেক্খামং—অভিনিক্খমনং"—অর্থাৎ কাম বস্তু তথা পৃথিবীর সমস্ত প্রকার হীনমুখী কামনা বাসনা হতে দূরে সরে যাওয়া অর্থে যে নিষ্কাম ভাব বুঝায় সেই অর্থেই অভিনিষ্ক্রমণ।

"সম্বাধো ঘর বাসো অব্ভোকাসো পব্বজ্জা"—এই অর্থে প্রতিনিয়ত বহু উপদ্রব পুর্ণ ও নানা বিপত্তি সংকুল এই গৃহবাসে উৎকণ্ঠিত ব্যক্তি যখন সমস্ত দায় ভার মুক্ত, একাচারী অল্পেচ্ছু শান্ত-দান্ত প্রব্রজ্যা জীবনকে উন্মুক্ত আকাশ তুল্য দেখতে পান তখনই তিনি ছুটে যান সেই পরমা শান্তি নিরুপদ্রবী সেই জীবনের প্রতি। একেই বলে অভিনিষ্ক্রমণ।

এই অভিনিষ্ক্রমণে প্রথমেই তাঁকে ছিন্ন করতে হয় স্ত্রী-পুত্র মাতা-পিতা, ভাই বোন বা বাড়ীঘর ও সংসার সম্পত্তির যাবতীয় সম্পর্ক। আশ্রয় করেন আত্ম-নির্ভর একাচারী জীবন। আত্ম-সুখ, আত্ম-শান্তিকে প্রধান্য দেন বটে কিন্তু কখনো অন্যের সুখ-শান্তির কন্টক হয়ে নয়। কারণ তিনি তখন স্ব-জ্ঞানেই বুঝতে পারেন— 'সুখ কামানি ভূতানি' প্রাণী মাত্রেই সুখকামী। আর 'অত্তণো সুখমেসানো পেচ্চ সো লভতে সুখং'—আত্ম সুখ কামী তখনই সুখী হতে পারে যখন তিনি— 'অঞ্ঞেণ দণ্ডেন ন হিংসতি' অন্যকে যখন দণ্ড বা অন্য কোন ভাবে আঘাত করেন না বা হিংসা করেন না। তেমন ব্যক্তি আত্মমুক্তিকে প্রাধান্য দেবেন কিন্তু কখনো পরদুঃখকাতরতা হতে বিচ্যুত হবেন না। তিনি যেমন ইচ্ছা তেমন ভাবে চলতে পারেন কিন্তু কখনো স্বেচ্ছাচারী হবেন না। অল্প কিম্বা বহু ভোগ সম্পদ ত্যাগী তিনি হতে পারেন কিন্তু নৈষ্ক্রম্য জীবনে তিনি হবেন সদা পরনির্ভর ভিক্ষাজীবি। ফলে আভিজাত্যের বড়াই অথবা নীচু জাত্যের হীনমণ্যতা কোনটাই স্পর্শ করতে পারবে না তাকে। নৈষ্ক্রম্য জীবনের আশ্রয়কারীকে সদা সর্বদা একটা সার্বিক নিরপেক্ষ মানসিকতা অবশ্যই বজায় রাখতে হবে। এই ত্যাগময় জীবনে আমি ধনীও নই দারিদ্রও নই, হীনও নই, উত্তমও নই। শীত ও আমার কাছে কি উষ্ণ বা কি? আরাম ও বা কি অনারাম ও বা কি ঠিক এমনি এক মানসিকতা বজায় রাখতে হবে তাঁকে সর্বক্ষণের জন্যে। তাঁর সামনে আদর্শ হিসেবে থাকবে সকল সংসার ত্যাগী একাচারী, নির্জন প্রিয়, আধ্যাত্মিক সাধনায় উৎসর্গীত মুণিঋষি সৎপুরুষদের জীবনাচারী সকল প্রকার অন্যায় চিন্তা বা অন্যায় কাজে তিনি থাকবেন সতত ভয়শীল ও সংকোচ শীল। লোভ-লালসা, হিংসা বিদ্বেষ ও মোহমত্ততার প্রতি তিনি হবেন সদা জাগ্রত ও ক্ষমাহীন। আমি পঞ্চকাম ভোগী

গৃহী নই আমি সংসার ত্যাগী। সকল প্রকার রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শ সুখের অনাসক্তি কামী এই আমি। সকল প্রকার বিলাস-ব্যসন ত্যাগ করে কেশ শ্মশ্রু মুণ্ডন করে, কাষায় বস্ত্রধারণ করে ঋষি আর্যকুলে উপনীত এই আমি। অতএব, আমার আচার আচরণে ত্যাগ জীবনের বিপরীত ভাব প্রকাশ হতে পারে কি করে? শুধু তাই নহে নৈষ্ক্রম্য জীবনের অধিকারী যিনি তিনি চিন্তা করবেন—কিসে আমার এত আকর্ষণ, কি-ই বা আমার এত প্রিয়? 'সব্বেহি মে পিয়েহি মনাপেহি, নানা ভাবো বিন ভাবো'তি"—যা কিছু আমার নিকট প্রিয়-মনাপ তাদের সকলই তো অপ্রিয়-অসুন্দর বিশ্রী বিবর্ণ ভাবে প্রাপ্তি হবে। অতএব এই অনাকাংখিত অবস্থা কি আমাকে শোকগ্রস্থ করবে না দুঃখ তাপ দেবে না। শুধু কি তাই!—

প্রিয়াপ্রিয় নিমিত্তেন পাপং কৃত মনে কধা।
সর্ব সুত স্বজং গন্তব্য মিতি ন জ্ঞাত মীদৃশং॥

এই যে প্রিয় ও অপ্রিয় এই উভয়কে উপলক্ষ্য করে এ জীবনে আমি কত পাপই না করেছি। অথচ, মূর্খ আমি এতটুকু ভাবিনি যে, এই প্রিয়-অপ্রিয় সকলকেই তো আমাকে একদিন ত্যাগ করে যেতে হবে।

নৈষ্ক্রম্যজীবীর এই যে আত্ম জিজ্ঞাসা, এই যে জীবনের অনিত্যতা ভাব, এই ভাবই তাকে জাল বদ্ধ মৎস্যের ন্যায়, পিঞ্জরা বদ্ধ পাখীর ন্যায় এবং প্রজ্জ্বলিত গৃহে অবস্থানের ন্যায় উগ্রমুক্তি কামী করে তোলে। জীবনের অনিশ্চয়তা তাকে করে তোলে ভীত সন্ত্রস্ত। তাই সেই বিমুক্তি কামীর অন্তরের অন্তঃস্থল হতে উৎসারিত হয় এই অধীর ক্ষোভ মিশ্রিত কামনা বাণী—

কথং চ নিঃসারম্য স্মাত্ পরিত্রায়ত সত্বরং।
মা মমাক্ষীণ পাপস্য মরণং শীঘ্র মেষ্যতি॥

(অনাদি সংসারাবর্তে এমন কি ইহ জীবনেও পশুর মতো জীবন যাপন করে মোহবশে আত্ম বিলাশের জন্যে সীমাহীন অসংখ্য পাপ আমি করে ফেলেছি) এই পাপ হতে কেমন করে উদ্ধার পাব আমি ? অহো ? ইহ জীবনে এই পাপ রাশি ক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত যেন আমার মরণ না ঘটে !

প্রব্রজিত নৈষ্ক্রমাজীবী তাই আবারো নিজেকে সচেতন অপ্র-মত্ত করে তোলার জন্যে বলেন—

'কতন্তু ভূতস মে রত্তিং দিবা বীতিপন্তী'তি' কি ভাবে আমার জীবনে এই দিনরাত অতিবাহিত হচ্ছে ? 'কচ্চিনো কোহং সুঞ্ঞাগারে অভিরমামী'তি'—কখন আমি নির্জন শূন্যাগারে বিবেক সুখে অভিরমিত হব ?

বস্তুত: এ ভাবেই জীবন ও জগত সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানী হয়ে এই অনন্ত সংসার দুঃখের চির অবসানের লক্ষ্যে, নিজে মুক্ত হয়ে বহুজনের বিমুক্তির পথ প্রদর্শক হওয়ার কামনায় বোধিসত্ত্বগণ দশবিধ পারমী ধর্মে পরিপূর্ণতা সাধনের যে কঠিন ব্রত গ্রহণ করেন তন্মধ্যে নৈষ্ক্রম্য পারমীর পরিপূর্ণতা সাধনে এভাবেই তাঁকে অগ্রসর হতে হয়।

—০—

প্রজ্ঞা পারমী

—ভদন্ত শ্রীমৎ সত্যপ্রিয় মহাথেরো

পঞ্ঞা পজানন লক্খণ, অর্থাৎ প্রজ্ঞা শব্দের অর্থ হল সম্যক চিন্তা ভাবনার মাধ্যমে বিষয়বস্তুকে প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত হওয়া।

পারমিতার বিশেষ অর্থ—অপরিসীম অনুকম্পার দ্বারা মনকে প্রেরিত করে দানশীলাদি উত্তম গুণ সম্পন্ন কুশলযুক্ত পূণ্য-কর্মাদি সম্পাদন করাই পারমী অথবা দশবিধ গুণযুক্ত উত্তম প্রতিপদার দ্বারা জীবনের পূর্ণতা সাধন অর্থেই পারমী।

মহাকারুণিক ভগবান সম্যকসম্বুদ্ধ জেতবনে অবস্থান করবার সময়ে প্রজ্ঞাপারমিতার কথা বর্ণনা করেছিলেন। ভিক্ষুরা একদিন ধর্মসভায় বলাবলী করতেছিলেন, "আহা! তথাগতের কতই অসামান্য প্রজ্ঞা! উহা মহীয়সী ও বিশ্বব্যাপিনী, তা যেমন রসবতী তেমনই প্রত্যুৎপন্না; ইহা সুতীক্ষ্ণা ও বিরুদ্ধ মতবাদ খণ্ডনকুশলা। এই অপরিসীম প্রজ্ঞাবলে তিনি কুটদন্ত প্রভৃতি ব্রাহ্মণদিগকে সভিক প্রভৃতি পরিব্রাজকদিগকে, অঙ্গুলী-মাল প্রভৃতি দস্যুদিগকে, আলবক প্রভৃতি যক্ষদিগকে, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাদিগকে এবং বক প্রভৃতি ব্রহ্মাদিগকে সম্যকরূপে বিনীত করে সত্য ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। সহস্র সহস্র লোককে প্রব্রজ্যা দিয়ে মার্গফলের অধিকারী করেছেন। ভিক্ষুরা এভাবে তথাগতের মহান প্রজ্ঞার মহিমা কীর্তন করতে-ছিলেন, এমন সময় তিনি সেখানে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন "ভিক্ষুগণ! তোমরা এখানে বসে বসে কোন বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতেছ?" ভিক্ষুরা তাদের আলোচ্যমান বিষয়বস্তু জানালো শাস্তা বললেন, "ভিক্ষুগণ!

তথাগত যে কেবল এখনই প্রজ্ঞাবান হয়েছেন তা নহে; যখন তাঁর জ্ঞানের সম্পূর্ণ পরিপক্কতা আসেনি, যখন তিনি বুদ্ধত্ব লাভের আশায় বুদ্ধাঙ্কুররূপে এদিক-সেদিক বিচরণ করতে-ছিলেন, সে প্রাচীনকালেও তিনি অসাধারণ প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছিলেন।" অতঃপর তিনি সেই অতীত প্রজ্ঞা পারমিতার কথা বলতে শুরু করলেন।

বুদ্ধাঙ্কুর সুমেধ তাপস নৈষ্ক্রম্য পারমী দর্শন করে বিশেষ চিন্তার মাধ্যমে সম্যকরূপে অবগত হলেন যে, "উক্ত দান-শীল-নৈষ্ক্রম্য এই ত্রিবিধ পারমীর দ্বারা বুদ্ধত্ব বা সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ করা কিছুতেই সম্ভব হতে পারে না। সুতরাং আমাকে বিশিষ্ট ধরণের পারমিতার অন্বেষণ করা আবশ্যক। যদ্দারা আমি অর্হত্বমার্গ বা সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভে সমর্থ হই।" অতএব তিনি বিশেষ জ্ঞান লাভের কথা মনে মনে চিন্তা করলেন। এভাবে চিন্তা-ভাবনা করবার সময় পূর্ব পূর্ব বোধিসত্ত্বগণ কোন নীতি অবলম্বন করেছিলেন, কি বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছিলেন তা' পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চিন্তার পর তিনি প্রজ্ঞা পারমীকে স্বয়ং দেখতে পেলেন। উহা দেখে তিনি নিজকে নিজ উপদেশ প্রদান করে বললেন— "সুমেধ! যদি তুমি অর্হত্বমার্গ ও সর্বজ্ঞতা জ্ঞান একান্তভাবে পরিপূর্ণ করতে চাও, এই প্রজ্ঞা পারমীতাকে বিশেষ রূপে ধারণ বা পালন কর। উক্ত পারমীর সম্পূর্ণ পরিপূর্ণতায় তোমার মহান আশা আকাঙ্খা সফলকাম হবে। তুমি ঐ পারমী পূরণে বীর্য ও ধৈর্যশীলতার মাধ্যমে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাও।" এরূপে তিনি নিজকে উৎসাহিত করলেন।

"ভিক্ষায় বিচরণরত ভিক্ষু যেমন হীন, মধ্যম ও উত্তম এরূপ মনোভাব না রেখে সম-মনোভাব নিয়ে সকল গৃহ থেকে পর্যাপ্ত

ভিক্ষা সংগ্রহ করে থাকেন, ঠিক তদ্রূপ সুমেধ! তুমিও সকল জ্ঞানী গুণীদেরকে সমানভাবে শ্রদ্ধা বা গৌরব প্রদর্শন করবে। অথবা তাঁদের ভজনা করবে। আচার্য বা গুরু বর্গের নিকট গিয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞেসা করবে "ভদন্ত! কুশল ধর্ম কি? অকুশল ধর্ম কি? দোষযুক্ত ধর্ম কি?" এরূপে গৌরব সহকারে প্রকৃত সত্য ধর্ম জানবার বা বুঝবার চেষ্টা করবে। পুনঃ পুনঃ প্রশ্নের মাধ্যমে আপন সংশয় ভঞ্জন করতে পারলেই অর্হত্ত্বমার্গ জ্ঞান ও সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ করতে সমর্থ হবে।"

প্রজ্ঞা পারমী ত্রিবিধ। প্রজ্ঞা সম্পর্কে অভিধর্ম বিভঙ্গ-পালি জ্ঞান বিভঙ্গে উল্লেখ আছে যে (এক) চিন্তামর প্রজ্ঞা, (দুই) শ্রুতময় প্রজ্ঞা (তিন) ভাবনাময় প্রজ্ঞা; বিভাগ বশে তিন প্রকার। জগতে উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট ইত্যাদি নানাবিধ কাজ কর্ম, শিল্প সম্ভার ও কার্য কারণ সম্পর্কে অপর লোকের নিকট থেকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা না করে অথবা অন্যের কথা না শোনে শুধু নিজ জ্ঞানের মাধ্যমে পুনঃ পুনঃ চিন্তা-ভাবনা করে জ্ঞান-প্রজ্ঞা উৎপাদন করাই চিন্তাময় প্রজ্ঞা। অথবা বিশেষ চিন্তা ভাবনার দ্বারা উৎপন্ন বা অর্জিত প্রজ্ঞাই চিন্তাময় প্রজ্ঞা বলে কথিত হয়।

কেবল জগতের জাগতিক লোকধর্ম নিয়ে নহে, সত্যিকার ধর্ম সম্বন্ধেও বিশেষ চিন্তা ভাবনা করা, সাধারণ চাষবাস ইত্যাদি লৌকিক কার্য্যাদি আরম্ভ করে, ধর্মীয় কর্ম যথা দান-শীল সমথ বিদর্শন কর্মস্থান ভাবনাদি সম্যকরূপে চিন্তা করে সম্যক দর্শন করাই চিন্তাময় প্রজ্ঞা। ভগবান সম্যকসম্বুদ্ধের সর্বজ্ঞতা জ্ঞানকে ও চিন্তাময় প্রজ্ঞা বলা যেতে পারে। কারণ অপর কারো কাছ থেকে কোন বিষয়বস্তু শিক্ষা না করে না শোনেই বুদ্ধাঙ্কুর সিদ্ধার্থ আপন অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভে সমর্থ হয়েছিলেন।

বোধিসত্ত্ব সুমেধ ও চিন্তা করেছিলেন, অর্হত্বমার্গ ও সর্বজ্ঞতা জ্ঞান আয়ত্ব করতে কি কি পারমিতার প্রয়োজন হয়? তিনি বিশেষ চিন্তার মাধ্যমে দেখলেন যে, উপরিউক্ত জ্ঞান সমূহ আয়ত্ব করতে হলে সর্ব পারমিতার মূল বা প্রধান একমাত্র প্রজ্ঞা পারমীই পরিপূর্ণ করা আবশ্যক। নতুবা বুদ্ধত্ব লাভ করা সম্ভব নহে। যদি তিনি ইতিপূর্বে ইচ্ছা করতেন, দশবিধ বিদর্শন জ্ঞানের অন্তর্গত নবম সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞানের মাধ্যমেই মার্গ-ফলাদি লাভ করে আর্যজ্ঞান আয়ত্ব করে অমৃতময় নির্বাণ লাভে সক্ষম হতেন। কিন্তু সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না। তিনি বুদ্ধাঙ্কুর জন্মেই অষ্টম প্রতিসংজ্ঞা জ্ঞান সীমা পর্যন্ত আয়ত্ব করেছিলেন।

শ্রুতময় প্রজ্ঞা দ্বিবিধ। যথা—(১) জ্ঞানী গুণী গুরুবর্গের নিকট নিজের অচিন্তনীয় বা অজ্ঞাত জ্ঞান সম্পর্কে শোনা বা জানাকে শ্রুতময় প্রজ্ঞা বলে। (২) অন্য কোন আচার্যের কোন রূপ সাহায্য ব্যতিরেকে হঠাৎ চিন্তিত বিষয় বিশেষ গবেষণার মাধ্যমে সম্যক প্রত্যক্ষ করে যে জ্ঞানের উদয় হয় তাকে প্রকৃত শ্রুতময় প্রজ্ঞা বলা হয়ে থাকে। এভাবে শ্রুতময় প্রজ্ঞাকে দু'ভাগে বিভাগ করে দেখানো হয়েছে।

ভাবনাময় প্রজ্ঞা—ধ্যান সমাপত্তি ও ফল সমাপত্তির দ্বারা উৎপন্ন প্রজ্ঞাই ভাবনাময় প্রজ্ঞা বলা হয়। অভিধর্ম বিভঙ্গ পালি জ্ঞান-বিভঙ্গে দশবিধ প্রজ্ঞা সম্পর্কে ভগবান দেশনা করেছেন।

আবার অন্য প্রকারে প্রজ্ঞা ত্রিবিধ। যথা— দানময় প্রজ্ঞা, শীলময় প্রজ্ঞা, ভাবনাময় প্রজ্ঞা। দান কার্য সম্পাদন জনিত প্রজ্ঞাকে দানময় প্রজ্ঞা বলা হয়। দান দেবার পূর্ব মুহূর্তে দান দেবার সময় ও দান দেবার পরক্ষণে এ ত্রিবিধ চেতনাসহকারে দান কর্ম সম্পন্ন করার নাম দানময় প্রজ্ঞা। তদ্রূপ শীল নেবার পূর্ব মুহূর্তে শীল নেবার সময়, শীল নেবার

শীল নেবার পরক্ষণে ত্রিবিধ চেতনাসহকারে শীলে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই শীলময় প্রজ্ঞা সেরূপ সমথ্য—বিদর্শন ভাবনায় প্রবেশের পূর্ব মুহূর্ত ভাবনায় প্রবেশের সময় ও ভাবনা কর্মের পরক্ষণে ত্রিবিধ চেতনার মাধ্যমে সম্পন্ন করাই ভাবনাময় প্রজ্ঞা বলে অভিহিত হয়।

উপরিউক্ত চিন্তামর প্রজ্ঞা সমূকে ভিত্তি করেই চিন্তাময় কবি আদির বর্ণনা করা হয়েছে। চতুর্বিধ কবি—অঙ্গুত্তর নিকায়ের চতুক্ক নিপাতে চতুর্বিধ কবি সম্বন্ধে উল্লেখ আছে যে (১) চিন্তা-ময় কবি (২) শ্রুতময় কবি (৩) অর্থ কবি (৪) প্রতিভাণ বা জ্ঞান কবি। কবি পদের বিশেষ অর্থ হল যে, √কব ধাতুর দ্বারা নিষ্পন্ন পদ বা সমাধানকৃত পদ। এখানে কব ধাতু প্রশংসার্থে বলা হয়েছে। তদ্ধেতু যারা প্রশংসনীয় বিষয়কে প্রশংসা করেন তাদিগকে কবি বলা হয় অর্থাৎ পণ্ডিত বা অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে কবি বলে অভিহিত করা হয়েছে।

১। তন্মধ্যে যিনি যে কোন একটি বিষয়ে স্বয়ং চিন্তা সহকারে দর্শন করে অবগত হতে পারেন তাকে চিন্তা কবি বলা হয়, অর্থাৎ আপন জ্ঞানের মাধ্যমে সম্যক চিন্তা করে যাঁরা কাব্য রচনা করতে পারেন তাঁদেরকে চিন্তা কবি বলা হয়।

২। কোন ব্যক্তির নিকটে কোন বিষয় শোনে অবগত হওয়া অথবা অপর লোকের কাছে শ্রবণ করে নিয়ম পদ্ধতি গ্রহণ করে যারা কাব্য রচনা করতে পারেন তাদেরকে শ্রুত কবি বলা হয়ে থাকে।

৩। কোন কোন লোক স্বয়ং চিন্তা করেও কোন বিষয়বস্তু বুঝতে পারেন না। অন্যের নিকট ও না শোনে পূর্বের অবগত বিষয়ের অর্থকে ভিত্তি করে অপরাপর অর্থ সমূহকে বোধগম্য করতে পারেন, তাকেই অর্থ কবি বলা হয়। অর্থাৎ একটি

বিষয়বস্তুকে ভিত্তি করে যিনি কাব্য রচনা করতে সমর্থ হন, তাকে অর্থ কবি বলা হয়।

৪। কোন বিষয়বস্তু চিন্তা না করে অপরের নিকট ও না শোনে প্রমাণ করবার কোন সঠিক অর্থও না পেয়ে হঠাৎ অচিন্তনীয় বিষয় বুঝাতে সমর্থ হন তাদেরকে প্রতিভাণ বা জ্ঞান কবি বলে থাকে। যেমন গৌতম বুদ্ধের সময়ে ভদন্ত বঙ্গীশ স্থবির ছিলেন।

নহি সব্বেসু ঠানেসু পুরিসো-হোতি পণ্ডিতো
ইত্থিপি পণ্ডিতা হোতি তথ তথ বিচক্‌খণ।

অনুবাদ—পুরুষ সর্বস্থানে পণ্ডিত বা জ্ঞানী হয় না, সময়ে মহিলা বা স্ত্রী-জাতিরাও তত্র তত্র স্থানে বিচক্ষণ পণ্ডিত বা জ্ঞানী হয়ে থাকেন।

উপমা শুলসা জাতক অষ্টক নিপাতে দ্রষ্টব্য :— বারাণসীতে শুলসা নামক একজন গণিকা ছিল। সথ্‌থুক নামক একজন চোরকে হত্যা করবার সময় শুলসা রক্ষা করে তাকে স্বামিত্বে বরণ করেছিল এবং তারা দম্পতিরূপে অবস্থান করতেছিল। চোর শুলসার প্রতি বঞ্চনা করে অতি মূল্যের অলংকারাদি পরিধান করায়ে একটা উচ্চ পর্বতের মস্তকোপরি পৌছবারকালে শুলসার পরিধানকৃত অলঙ্কারাদি ছিনিয়ে নিয়ে তাকে হত্যার জন্য উদ্যত হল। তখন শুলসা চিন্তা করল যে—"সথ্‌থুক আমাকে নিশ্চয়ই হত্যা করবে। কাজেই আমি মায়া বলে তাকে আগে ভাগেই হত্যা করব।" মনে মনে এরূপ চিন্তা করে শুলসা সথ্‌থুককে সম্বোধন করে বলল—'স্বামীন! আপনি আমাকে নিশ্চয় হত্যা করবেন? কিন্তু আমি আপনার প্রতি মৈত্রী কামনা করছি। আমি এ মরণাসন্নকালে সন্তুষ্টির জন্য আপনার পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণ, চতুর্দ্দিক একবার প্রদক্ষিণ

করে নমস্কার করতে ইচ্ছুক। আপনি আমাকে অনুমতি প্রদান করুন।" চোর সথ্‌ক শুলসার কথা বিশ্বাস করে তাকে অনুমতি দিল। পর্বতের মস্তকোপরি একপ্রান্তে স্থিত চোর সথ্‌ককে প্রথমে চতুর্দ্দিক প্রদক্ষিণ ও নমস্কার করে পিছনের দিকে উপস্থিত হবার সময় প্রবল জোড়ে ধাকা দিয়ে গহ্বরে নিক্ষেপ করেছিল। সথ্‌ক গভীর গহ্বরে পড়ে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে মারা গেল। পর্ব্বতে অবস্থানরত বৃক্ষাঙ্কুর দেবতা শুলসার স্তুতিজনিত উপরিউক্ত গাথাটি ভাষণ করেন।

অথসালিনী অর্থকথায় নানবিধ প্রজ্ঞা বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। চারি আর্যসত্য ও অনিত্য, দুঃখ অনাত্মা এ ত্রিলক্ষন গুলিকে বিভাগবশে জানাই প্রজ্ঞানামে অভিহিত হয়। এখানে উন্নত বা উত্তম প্রজ্ঞা সমূহকে উপলক্ষ করে বলা হয়েছে। নিম্ন শ্রেণীর প্রজ্ঞা সমূহ বিদ্যমান আছে বলে বিভঙ্গপালি জ্ঞান-বিভঙ্গে চিন্তামর প্রজ্ঞা, শ্রুতময় প্রজ্ঞাদি বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

সম্মোহ বিনোদনী বিভঙ্গ অর্থ কথায় স্মৃতি প্রস্থান বিভঙ্গে ও প্রজ্ঞাবৃদ্ধির সাতটি কারণ প্রদর্শন করা হয়েছে। (১) পরিপুচ্ছকটি (২) বত্থুবিসদকিরিয় (৩) ইন্দ্রিয়সমত্ত-পাটপাদন (৪) দুপ্‌পঞ্ঞ পুগগল পরিবজ্জনং (৫) পঞ্ঞবন্ত-পুগ্‌গল সেবন (৬) গম্ভীরঞান চরিয় পচ্চবেক্‌খন (৭) তদধিমুত্ততা। অনুবাদ— (১) জ্ঞানীগুণী আচার্যের নিকট পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে অবগত হওয়া। (২) নিজ শরীরা-ভ্যন্তরে চুল, কেশ, হাত-পায়ের নখ দাঁড়ী গোফ ইত্যাদি বৃদ্ধি না করা, অথবা শরীরের ঘর্মাদি অপরিশুদ্ধতা (বা-অপরিশুদ্ধতা না রাখা), অপরিস্কার চাটি হতে যেমন বিশুদ্ধ অগ্নিশিখা বের হয় না, তদ্রুপ অপবিত্র বস্তু হতেও বিশুদ্ধ-জ্ঞানের উদয় হয় না। এই কারণে আধ্যাত্মিক বাহ্যিক বস্তু সমূহকে পরিশুদ্ধ করা আবশ্যক।

(৩) শ্রদ্ধাদি ইন্দ্রিয়গুলিকে সমতুল্য করা। পঞ্চ ইন্দ্রিয় সত্ত্বগণের চিত্ত-চৈতসিক ধর্মসমূহের অধিপতিরূপে অবস্থান করে থাকে। তন্মধ্যে শ্রদ্ধেন্দ্রিয় বলবতী হলে অন্য চতুর্বিধ ইন্দ্রিয় দুর্বল আকার ধারণ করায় বীর্যেন্দ্রিয়ও যথাযথ উৎসাহ প্রদানে বিরত হয়। স্মৃতীন্দ্রিয় আরম্মন প্রকট করে না। সমাধীন্দ্রিয় সমাধির কাজ করে না। প্রজ্ঞেন্দ্রিয় প্রজ্ঞার কাজ করেনা, তদ্ধেতু শ্রদ্ধেন্দ্রিয়ের বাহুল্য স্বভাবকে সমতুল্য জ্ঞান করা উচিত।

(৪) দুষ্প্রজ্ঞ লোকদেরকে পরিত্যাগ করা, স্কন্ধ আয়তনাদি ধর্মসমূহে অজ্ঞাত পুদ্গল বা লোকদেরকে দুষ্প্রজ্ঞ পুদ্গল বলা হয়ে থাকে। উক্ত পুদ্গলসমূহকে পরিত্যাগ করাই দুষ্প্রজ্ঞ পুদ্গল বলে অর্থ বুঝান হয়েছে।

(৫) প্রজ্ঞাবান পুদ্গলগণের ভজনা করা। প্রজ্ঞাবান পুদ্গল বলতে পঞ্চাশ প্রকার উদয়-ব্যয় জ্ঞানে পরিপূর্ণকারীকে বুঝায়। উক্ত জ্ঞানসম্পর্কে প্রতিসম্ভিদা গ্রন্থে বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।

(৬) সেই সেই গভীর জ্ঞানের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা। অথবা যথাযথরূপে মনোনিবেশ করা।

(৭) চতুর্বিধ ঈর্যাপথের মাধ্যমে প্রজ্ঞা উৎপাদন করার আকাংখা থাকা। যারা বিদর্শন ভাবনা-অনুশীলন করেন, তারা ঈর্যাপথের দ্বারা স্মৃতি সহকারে জ্ঞান উৎপন্ন করে থাকেন। অর্থাৎ উক্ত স্মৃতির বাহুল্যতা আনয়ন করেন।

১। পুনঃপুনঃ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা। ২। বস্তু বিশুদ্ধতা। ৩। ইন্দ্রিয় সমতুল্যতা। ৪। পণ্ডিতগণের ভজনা। ৫। গম্ভীর প্রত্যবেক্ষন করা। ৬। অধিমুক্ততা।

এই ছয়টি প্রজ্ঞাবৃদ্ধির প্রধান কারণ বলে ত্রিপিটক

গ্রন্থে উক্ত আছে। যে কোন সৎকর্মে প্রজ্ঞাই অধিপতিরূপে অবস্থান করে থাকে।

প্রজ্ঞার শক্তি নির্ধারণ

একসাথে উৎপন্ন ও সম্প্রযুক্ত ধর্ম সমূহকে দ্বাবিংশতি (বাইশ) প্রকার ইন্দ্রিয় সমূহ আধিপত্য করে থাকে। চতুর্বিংশ প্রকার লৌকিক জ্ঞানসম্প্রযুক্ত চিত্তে সম্প্রযুক্ত প্রজ্ঞা চেতসিককে প্রজ্ঞেন্দ্রিয় বলা হয়। স্রোতাপত্তি মার্গে সম্প্রযুক্ত প্রজ্ঞাই অনঞ্ঞাতঞ্ঞস্সামীতিন্দ্রিয় বলা হয়। অর্হত্ব ফল চিত্তে অবস্থিত প্রজ্ঞাই অঞ্ঞাতাবিন্দ্রে কথিত হয়। মধ্যের ষড়বিধ লোকোত্তর চিত্তে অবস্থিত প্রজ্ঞাই অঞ্ঞিন্দ্রে বলা হয়ে থাকে, এভাবে পৃথক পৃথক জ্ঞাতব্য।

আমাদের বোধিসত্ত্ব বহুজন্মে নানাভাবে প্রজ্ঞা পারমী পূর্ণ করেছিলেন। যেমন অথসালিনী অর্থকথায় বর্ণিত বিধুর-পণ্ডিত জন্মে যক্ষসেনাপতি পূর্ণককে জ্ঞানগম্ভীর সাধুনধর্ম শোনায়ে মৃদুচিত্ত করেছিলেন। সেরূপ মহাগোবিন্দ পণ্ডিত, কুদ্দালপণ্ডিত, অরক পণ্ডিত, বোধিপরিব্রাজক পণ্ডিত, মহৌষধ পণ্ডিত জন্মে ও অসাধারণ প্রজ্ঞাপারমীর পরিচয় প্রদান করেছেন। অর্থকথা আচার্যেরা এভাবে বর্ণনা করবার উদ্দেশ্য হল যে, বুদ্ধাংকুরদের জীবন চিন্তাময় প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণতা হেতু ঐ সব সুখ্যাতি লাভের প্রধান কারণ। দান শীলাদি কুশল কর্ম সম্পন্ন করতে ও প্রজ্ঞার নিতান্ত আবশ্যক। প্রজ্ঞা ব্যতীরেকে হিতবহ পুণ্যকর্মাদি করে মহান কুশলের অধিকারী হওয়া যায় না। কুশল উৎপাদন করতে হলে লৌকিক প্রজ্ঞাবলে সঠিক বিবেচনা করতে হয়। লৌকিক জীবনে লাভ যশ ইত্যাদি প্রতি-পত্তি জনক কাজেও প্রজ্ঞার একান্ত প্রয়োজন হয়ে থাকে। বোধিসত্ত্বদের ধন-জন জীবন যৌবন পরিত্যাগ করবার মূলে একমাত্র প্রজ্ঞাশক্তি।

প্রজ্ঞার অভাবে ক্লেশাদির ধ্বংস করা সম্ভব হয় না, প্রজ্ঞাবানেরা গৃহী জীবনে পঞ্চকামগুণের দোষ দর্শন করে ধ্যান সমাধিতে আত্মনিয়োগ করে থাকেন। উহার প্রভাবে নিজকে স্থিত রেখে পরম ধৈর্য্যশক্তি নিয়ে সর্বপারমী পরিপুরণে অচল অটল থাকতে সক্ষম হন, উঁনারা একমাত্র লাভ অলাভ যশ অযশ, নিন্দা প্রশংসা, সুখ দুঃখ এই অষ্টবিধ লোকধর্মে নির্বিকার থাকতে সমর্থ হন। যথাযথ সত্যদর্শন বা নির্ব্বাণ দর্শন করতে হলে উহার অত্যধিক আবশ্যক। দৃষ্টি সম্পদ বিশুদ্ধ না হলে সমাধি লাভ সুদূর পরাহত। অসমাহিত চিত্তে আত্মহিত পরহিত সমাধান কিছুতেই সম্ভব নহে। তদাবস্থায় প্রজ্ঞারও পূর্ণতা আসে না, বুদ্ধাংকুর একমাত্র প্রজ্ঞার প্রভাবে জীব জগতেও প্রতি অনুকম্পাভাব প্রদর্শন পূর্ব্বক মুক্তিমার্গে অবতরণ করায়ে থাকেন। সুতরাং প্রজ্ঞাবলে স্কন্ধ, আয়তন, ধাতু ইত্যাদি যথাযথরূপে জেনে নির্ব্বাণ উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। বোধিসত্ত্বগণ নিবৃত্তির সম্যক কারণ জ্ঞাত হয়ে সংসারের প্রতি অনাসক্ত ভাব এনে শিক্ষার পরিপূর্ণতাকারী হয়ে থাকেন, এরূপে প্রজ্ঞার প্রভাবে ব্যবস্থাপন পূর্ব্বক প্রজ্ঞা পারমিতা বর্দ্ধিত করেন।

চতুরার্যসত্য ও অনিত্য দুঃখ, অনাত্মা এই ত্রিলক্ষণ ভাবনাদি পরমার্থ ধর্ম সমূহকে বিশেষরূপে জানবার ও বুঝবার প্রধান অবলম্বন হল প্রজ্ঞা চৈতসিক। ধর্মসঙ্গনী পালি গ্রন্থে উহাকে প্রজ্ঞেন্দ্রিয় বলে কথিত হয়েছে। উহার স্বভাব বিষয়-বস্তুকে প্রকৃষ্টরূপে জানা। তদ্ধেতু ভগবান বুদ্ধ অনেক স্থানে নানা ভাবে প্রজ্ঞার ব্যাখ্যা করেছেন। উক্ত পরমার্থ ধর্ম সমূহে না জানা না দেখাই অবিদ্যা বা মোহ। উহাকে সম্পূর্ণ পরাভূত করে সত্যকে যথাযথ উপলব্ধি করাই প্রজ্ঞেন্দ্রিয়। উহা দীপ শিখার ন্যায় কাজ করে থাকে। যেমন প্রদীপ

প্রজ্বলিত হলে অন্ধকার দূরীভূত হয়, তদ্রূপ অজ্ঞানতা রূপ অন্ধকারে জ্ঞানদীপের উদয় হলে ক্লেশ বা অবিদ্যা বিদূরীত হয় ও অজানা বিষয়াদি জানা সহজতর হয়, তাই বলা হয়েছে "পঞ্ঞাসমা আভা নত্থি" প্রজ্ঞার সমান আভা নেই। অভিজ্ঞ চিকিৎসক যেমন বিশেষ নিপুনতার সহিত রোগীদেরকে উপযোগী ও অনুপযোগী হিসাবে ঔষধ ও পথ্যাদি নির্বাচন করে থাকেন, সেরূপ প্রজ্ঞা ও নির্দ্দেশ প্রদান করে যে, এটা কুশলের মূল, ওটা অকুশলের মূলবলে পৃথক পৃথক করে জ্ঞাত করায়ে থাকে, এসব কারণে অভিধর্মার্থ সংগ্রহে উহাকে শোভন চৈতসিকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

পঞ্ঞায বিচিনন্তোহং ব্রাহ্মণং মোচযিং দুক্খা
পঞ্ঞায মে সমো নত্থি, এসা মে পঞ্ঞাপারমী'তি।

অনুবাদ—"আমি প্রজ্ঞার দ্বারা বিশেষভাবে পর্যবেক্ষন বা দর্শন করে ব্রাহ্মণের দুঃখ মোচন করেছিলাম, প্রজ্ঞায় আমার সমান কেহ নাই, সুতরাং ইহাই আমার প্রজ্ঞা পারমী ছিল।"

প্রাচীনকালে এক দুর্গতি ব্রাহ্মণ তাঁর অসতী পত্নীর পরামর্শে ধন সঞ্চয়ের জন্য ভিক্ষা করতে গিয়েছিলেন। যাবার কালীন ব্রাহ্মণী ঝুড়িতে করে কিছু শক্তু বা শাতুয়াদি খাবার দিয়েছিল। পথিমধ্যে তিনি খাবার খেয়ে জল আনবার জন্য গেলে সুযোগ পেয়ে এক মহাবিষধর কৃষ্ণ সর্প খাদ্য লোভে ঝুড়িতে ঢুকে পড়ল। উনি ঝুড়িটার মুখ বন্ধ করে কাঁধে বহন করতেছিলেন। এ দিকে এক বৃক্ষ দেবতা ঐসব দেখে দৈববাণী করে বললেন। ব্রাহ্মণ ঝুড়িটা পথিমধ্যে খুললে তুমি নিজে মরবে, আর ঘরে খোললে ব্রাহ্মণী মরবে। তা' শোনে তিনি ভয়ানক বিপদের সম্মুখীন হলেন। কাঁদতে কাঁদতে তিনি সভায় আসীন বুদ্ধাঙ্কুর সেনক পণ্ডিতের কাছে গেলেন। পণ্ডিত মহোদয় দুর্দ্দিশাগ্রস্থ ব্রাহ্মণকে

দেখে বললেন,— "ব্রাহ্মণ? তুমি কাঁদছ কেন?" ব্রাহ্মণ দৈববাণীর কথা জানালে তিনি বিশেষ চিন্তাময় জ্ঞানের মাধ্যমে উক্ত জটিল ও দুর্বোধ্য ঘটনা জানতে সমর্থ হলেন এবং ঝুড়িটার মুখটা সে সভাস্থ জনতার সামনেই খোলায়ে বিষধর সর্পটিকে বের করলেন। এসব আশ্চর্যজনক ঘটনা দেখে সভাস্থ লোকেরা মহাসত্ত্বের মহিমা কীর্ত্তন করতেছিল। পণ্ডিত মহোদয় ও বিচক্ষণ প্রজ্ঞার পরিচয় প্রদান করে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীকে মহা-বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। বিস্তারিত ঘটনাবলী শত্তুভস্ত্রা জাতকে বিশেষ দ্রষ্টব্য।

প্রজ্ঞা সম্পর্কে বহু বিষয়বস্তু অভিধর্ম পিটকের নানা গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয়, যাঁরা ঐ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে জানবার আশা রাখেন, তাঁদের অভিধর্মে জ্ঞানার্জ্জন এক অপরিহার্য কর্তব্য।

সমস্ত প্রাণী প্রজ্ঞাবান হোক।

—০—

বীরিয়/বীর্য পারমী

—শ্রীমৎ গিরিমানন্দ মহাথের
সভাপতি,
সংঘরাজ ভিক্ষু মহামণ্ডল ধর্মীয় ভিক্ষু পরিষদ।

"মৃগাধিপ সিংহ যথা বনের মাঝার
সর্বপথে বীর ভরে করেন বিহার।
তথা মহাবীর ভরে সর্ব পদাপথে
গমন করিয়া পূর্ণ করিলে বীরত্ব।
পরিশেষে পরিপূর্ণ বীরত্বের বলে,
সম্যক সম্বোধি-পদ পেলে বোধিমূলে।
এ আদর্শ রাখি সদা নয়ন উপর
বীরভরে লক্ষ্য পথে হব অগ্রসর।"

বীর্য বা বীরিয় শব্দের অর্থ হল বীরত্ব, কর্মশক্তি, কার্যারম্ভ। এর কৃত্য হল বাধার পর বাধা অতিক্রম। এজন্য তার নাম পরাক্রম। চিত্তেরব ক্রমিক গতিকে রক্ষা করে বলে তাকে বলা হয় 'উৎসাহ'। বিরুদ্ধ শক্তিকে পরাভূত করে একে "স্থাম'' বা 'শক্তি" বলা হয় চিত্ত সন্তুতি ধারণ করে বলে এর নাম 'ধীতি' প্রগ্রহ বা দৃঢ় প্রত্যয় অর্থাৎ পতন রক্ষা করে বলে এর নাম 'প্রগ্রহ'। বীর্য কৌসিদ্যের প্রতিপক্ষ। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গে এর নাম "সম্যক ব্যায়াম"। সপ্ত বোজ্ঝঙ্গে এর নাম বিরিয় সম্বোজ্ঝাঙ্গ"। ঋদ্ধি পদে এর নাম "বীর্য বা বীরিয় ঋদ্ধি"। বীর্য চৈতসিক।

শাবক-হারা কাঠ বিড়ালীকে স্বীয় লাংগুল সাহায্যে নদী সেচনে উৎসাহিত করেছিল। বীর্য চৈতসিকই শাক্যমুনির চিত্তে উদ্গীত হয়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলেছিলেন, "এ আসনে আমার অস্থি,

মাংস, স্নায়ু শুকিয়ে যাক, তবুও পুরুষ শক্তি ও উদ্যম বলে যা প্রাপ্তব্য তা না পাওয়া পর্যন্ত উদ্যম চলতেই থাকবে। যে বীর্য চৈতসিক অঙ্গুলিমালকে দস্যু করেছিল, সেই বীর্য চৈতসিকই কুশল পদ প্রাপ্ত হয়ে তাকে অরহত্বে উন্নীত করে। তাই ধর্ম্মপদ বলে, "আত্মহি আত্ম নাথো, কুহি নাথো পরসিয়া।"

সেই ধর্মের অনুগামীর পক্ষে বীর্য চৈতসিকের অনুশীলন একান্ত অপরিহার্য। বীর্য দশ পারমিতার মধ্যে পঞ্চম স্থানাধিকার করেছে। দান শীল ভাবনাদি কর্মে উৎসাহ এবং তৎসঙ্গে পরাক্রমের সহিত কার্য নির্বাহ করলে বীর্য পারমী ক্রমে পরিপূর্ণতা লাভ হয়। সম্যক সম্বুদ্ধত্ব লাভ করবার পূর্বে বোধিসত্ত্ব জন্মে জন্মে দান, শীল, ভাবনাদির মাধ্যমে এ পারমী পরিপূর্ণতা সাধন করেছিলেন এবং এ পর্যায়ের সাধনার দ্বারা সম্যক সম্বুদ্ধ হতে সমর্থ হয়েছিলেন। চিত্তের এসব সাংগঠনিক চিন্তাশীলতাই "বুদ্ধ চিত্ত"। সে চিত্ত উৎপাদন ও সংগঠন আমাদের একান্ত লক্ষ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। যদিও বা আমরা আজ চিত্ত সংগঠনে পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি নিতে পারিনি, আজ হতে যদি আমরা সেদিকে লক্ষ্য রাখি, তাহলে আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধি হবেই। বুদ্ধ বলেন,—

"আরম্ভথ নিক্খামাথ যুঞ্জথ বুদ্ধ সাসনে
ধুনাথ মচ্চুনো সেনাং নালাগারং বা কুঞ্জরো"

'আরম্ভ কর, প্রস্তুতি নাও, বের হয়ে পড় এবং শাসনে মন সংযোগ কর, বাঁশ বনে হস্তি যেমন প্রবেশ করে বাঁশগুলি চুর্ণ বিচুর্ণ করে, তুমিও সেরূপ আপন তৃষ্ণাজালকে সমূলে ধ্বংস কর। ইহা হবে তোমার চরম পুরস্কার।'

বীর্য অনুশীলনে, — সংবর প্রধান :

"চক্‌খুনা সংবরো সাধু, সাধু সোতেন সংবরো,
ঘানেন সংবরো সাধু, সাধু জিহ্বায় সংবরো।

কায়েন সংবরো সাধু, বাচায় সংবরো,
মনসা সংবরো সাধু, সাধু সব্ব সংবরো।
সব্বত্থ সংবুতো, সব্ব দুক্‌খা পমুচ্চতি।"

সাধক চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ও মনকে সংযত রাখেন, জগতের আত্যন্তিক দুঃখ হতে বিমুক্তি লাভ করতে সমর্থ হন।

প্রহান প্রধান :—

"উৎপন্ন অকুশলের পরিত্যাগের বিরিয় সম্বোজ্‌ঝঙ্গ। অক্রান্ত চেষ্টা ও উৎসাহ, সংগ্রাম সাবধানতা সত্ত্বেও চিত্তের লোভ দ্বেষ, মোহ যদি অজ্ঞাত সত্ত্বে উৎপন্ন হয়, তাকে বিদূরিত করবার যে প্রচেষ্টা তাকে বলা হয় উদ্যম।

ভাবনা প্রধান :—

অনুৎপন্ন কুশলের উৎপাদনের চেষ্টা বা অক্লান্ত উৎসাহ সংগ্রাম, সপ্ত বোজ্‌ঝঙ্গের স্মৃতি, প্রজ্ঞা, বীর্য, প্রীতি, প্রশান্তি ও উপেক্ষার উৎপাদন ও গঠনের জন্য সংগ্রাম বা উৎসাহ। এ সপ্ত অঙ্গের প্রত্যেকটা অঙ্গই তৃষ্ণা ক্ষয়ে পরিচালিত করে ইহা সম্বোধির অঙ্গ। যোগীকে তৃষ্ণা ক্ষয়ে বিরাগে নির্বাণ এগিয়ে দেয়।

সংরক্ষণ প্রধান :—

ভাবনার দ্বারা উৎপন্ন কুশলের স্থিতি ও বৃদ্ধির জন্য পরিপূর্ণ সাংগঠনিক চিন্তাশীলতা বা দৃঢ় প্রত্যয় শাক্যমুনির হৃদয়ে স্থিতি হয়ে প্রবল উৎসাহ সহকারে বলেছিলেন—

"কামং তচো চ অট্‌ঠি চ অবসিস্‌সতু মে
সরীরে উপসুস্‌সতু মাংস লোহিতং যং তং
পুরিস থামেন, পুরিস বিরিয়েন,

পুরিস পরাকচ্চমেন পত্তব্বং নরং
অপাপুণিত্বা বিরিয়স্স সাণ্ঠানং ভবিস্সতি।"

একান্ত যদি ত্বক, অস্থি, শরীর, মাংস, স্নায়ু অবশিষ্ট থাকে যা পুরুষের বল বীর্য পরাক্রমে প্রাপ্তব্য তা না পাওয়া পর্যন্ত উদ্যমের অবসান ঘটবে না। এইভাবে দন্তে দন্ত চেপে জিহ্বা তালুতে শক্তভাবে লাগিয়ে প্রাণপাত পরিশ্রম করে অকুশল আসতে দেব না। এভাবে আপন জীবনের বিনিময়ে আমাকে সিদ্ধি লাভ করতে হবে। বোধিসত্ত্ব একবার চলমান জাতক জীবনে যখন কাঠবিড়ালী রূপে পারমী পূর্ণ করতেছিলেন, সে সময়ে একটা বট বৃক্ষে বাস করেই তার জীবন, জীবিকা ও সংসার জীবন নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে চলতেছিল। সে সময়ে বট বৃক্ষের ডালে বাসা বেঁধে দুটি বাচ্চা প্রসব করেছিল, এবং এগুলো প্রতিপালনে ব্যস্ত ছিল। একদা নদীর ভাঙনে পরে বাচ্চাগুলো অকুল সমুদ্রে ভেসে নিয়ে যায়। সে এরূপ দৃশ্য দর্শনে এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করে চিন্তা করল, আমার বাচ্চাগুলো কি করে সমুদ্র হতে উদ্ধার করতে পারি।"

অতঃপর সে স্থির করলো, সে আপন লেজের দ্বারা সমুদ্র সেচন করেই সমুদ্র হতে আপন বাচ্চাগুলোকে উদ্ধার করবে। সে অদম্য উৎসাহে সমুদ্রে লেজ ডুবিয়ে জল সেচনে রত হল শাস্ত্রে আছে, যারা বোধিসত্ত্ব তাদের কোন প্রকার সদিচ্ছা অপূর্ণ থাকে না। তাঁর এ প্রাণপাত পরিশ্রমের প্রভাব দেবরাজের গোচরীভূত হল। তিনি অদূরে ব্রাহ্মণ বেশে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "কাঠ বিড়ালী তুমি কি করতেছ?" প্রত্যুত্তরে কাঠবিড়ালী বললে, আমি সমুদ্র সেচনে ব্যস্ত।" আবার দেবরাজ বললো, "কেন?" প্রত্যুত্তরে কাঠ বিড়ালী বল্লো, "আমার বাচ্চাগুলো সমুদ্রে তলিয়ে গেছে। আমার তাদের রক্ষা করতে হবে।" ব্রাহ্মণ বললো, লেজের দ্বারা সমুদ্র সেচন

করা সে কি সম্ভব ?" কাঠবিড়ালী বল্লো, "জগতে যারা হীন-বীর্য কাপুরুষ তাদের পক্ষে একথা শোভা পায়। আমার আত্মবিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয় আছে। নিশ্চয় বাচ্চাগুলোকে উদ্ধার করতে পারবো।" "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।" এ হল আমার সাধনা " দেবরাজ ইন্দ্র তার এ অদম্য উৎসাহ ও সংকল্প দর্শনে তার বাচ্চাগুলোকে সমুদ্র হতে উদ্ধার করে দিয়ে বল্‌লো, "কাঠবিড়ালী তোমার সদিচ্ছার জয় হলো। তুমি বুদ্ধাঙ্কুর, তোমার কাজে সহায়তা করার জন্য আমি সবসময় প্রস্তুত থাকবো।"

বোধিসত্ত্বগণের প্রবল আকাংখা, প্রবল উৎসাহ, দৃঢ়বীর্য, মহান প্রচেষ্টা থাকতে হয়। একে বলা হয় "ছন্দ ঋদ্ধি"। এখানে প্রবল ইচ্ছা শক্তির উপমা হল যিনি মহাজল প্লাবনে চক্রবালের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত বাহু বলে সাঁতার কাটতে সক্ষম। বংশলতা সমাচ্ছন্ন বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের বংশ জটা অপসারিত ও পদ দলিত করে আপন গমন পথ পরিষ্কার করতে সক্ষম। যিনি সুতীক্ষ্ম ধারযুক্ত অস্ত্র পরিপূর্ণ বিশাল ধরণীর উপর পদব্রজে চলতে সমর্থ। যিনি প্রজ্জলিত অঙ্গারপূর্ণ চক্রবালের উপর দিয়ে পদব্রজে চলতে সমর্থ একমাত্র সেই ব্যক্তি বুদ্ধত্ব লাভ করতে পারেন।

—০—

ক্ষান্তি পারমী

—ভিক্ষু শীলাচার শাস্ত্রী
বিহারাধ্যক্ষ,
চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহার।

"দানং সীলং চ নেক্‌খম্মং পঞ্‌ঞা বীরিয়েন পঞ্চমং
খন্তি সচ্চমধিট্‌ঠানং মেত্তোপেক্‌খন্তি তে দসা।"

দান, শীল, নৈষ্ক্রম্য, প্রজ্ঞা, বীর্য, ক্ষান্তি, সত্য, অধিষ্ঠান, মৈত্রী ও উপেক্ষা—এই দশবিধ পারমী। বৌদ্ধ শাস্ত্রে সম্যক জ্ঞানার্জন করিতে হইলে এই দশবিধ পারমীর অধ্যয়ন, অধ্যাপনার প্রয়োজনীয়তা সর্বজন স্বীকৃত সত্য ; কারণ দশবিধ পারমীর পূর্ণতা বা পরাকাষ্ঠাই তথাগতের সম্যক সম্বোধি। বুদ্ধ, প্রত্যেক বুদ্ধ শ্রাবক বুদ্ধদিগকে এই দশবিধ পারমী ত্রিংশাকারে পূর্ণ করিতে হয়, যথা—দানাদি দশপারমী, দশ উপ-পারমী, দশ পরমার্থ পারমী। যেমন টাকা পয়সা ধন সম্পদাদি বস্তুদানকে দান পারমী, স্বীয় স্ত্রী-পুত্রাদি দান করাকে দান উপ-পারমী এবং স্বীয় শরীর তথা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি দান করাকে দান পরমার্থ পারমী বলা হয়। এই ভাবে প্রত্যেকটি পারমী, উপ-পারমী এবং পরমার্থ পারমী হিসাবে ত্রিংশাকারে পূর্ণ করিতে হয়।

উক্ত পারমী সমূহের মধ্যে আমাদের আলোচ্য বিষয় ক্ষান্তি পারমী, যাহার অর্থ সহনশীলতা, ক্ষমা করা। শীতোষ্ণ, বাতাতপ, ডাশ-মশকাদি সরীসৃপের দংশন, রোগ ও ক্ষুধা-পিপাসাদির যন্ত্রণা সহ্য করা এবং আক্রোশ বাক্য তথা বধ-বন্ধনাদির দ্বারা পীড়ন দিলে ও পীড়নকারীর প্রতি কোপ না করিয়া ক্ষমা করাই ক্ষান্তি। ক্ষান্তি বাদী তাপস তথা পূর্ণ-

স্থবিরের ন্যায় ক্ষমাশীল ও নির্বিকার চিত্ত হওয়াই ক্ষান্তি। এই-খানে ক্ষান্তি পারমীর ত্রিবিধ রূপের সংকেত আছে।

এই সম্বন্ধে সংযুক্ত নিকায়ে সুন্দর একটি গল্প আছে। এক সময় বুদ্ধ তথাগত রাজ গৃহের বেণুবনে বাস করিবার সময় ভরদ্বাজ ব্রাহ্মণ শুনিলেন যে, ভরদ্বাজ গোত্রের অনেক ব্রাহ্মণ বুদ্ধের কাছে প্রব্রজিত হইয়াছেন। তখন ক্রুদ্ধ ভরদ্বাজ ব্রাহ্মণ কুপিত চিত্তে ভগবানের কাছে উপস্থিত হইয়া অশালীন কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করিলেন। তখন বুদ্ধ বলিলেন—"হে ভরদ্বাজ, যদি তুমি তোমার কোন আত্মীয় স্বজনকে কিছু দাও, তাঁহারা যদি তাহা গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে তাহা কাহার হইবে?" "ভরদ্বাজ উত্তর করিলেন—"তাহা আমারই হইবে।" তখন বুদ্ধ বলিলেন—"ব্রাহ্মণ, তাহা যদি হয়, মনে কর তুমি যে আমাকে আক্রোশ করিতেছ, তাহা যদি আমি গ্রহণ না করি, তাহা হইলে তাহা কাহার হইবে?" "তখন লজ্জিত স্বরে ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"অরহং সমনো গোতম! অরহং সমনো গোতমো।"

অপর এক সময় অনুরূপভাবে অসুন্দরিক ভরদ্বাজ ব্রাহ্মণ কুপিত হইয়া অশালীন ভাষায় ভগবানকে আক্রমন করিলেও ভগবান মৌন রহিলেন। ব্রাহ্মণ তখন আবেগ ভরা কণ্ঠে বলিলেন—

"জিনোসি সমনো, জিনোসি সমনো।"

অন্য এক সময়ের কথা—দেবতা এবং অসুরের মধ্যে সংগ্রাম হইয়াছিল। অসুরেরা পরাজয় বরণ করিলে, অসুররাজকে বন্ধন করিয়া যখন দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে নেওয়া হয়, তখন অসুররাজ স্বীয় স্বভাব বশতঃ অশালীন বাক্যে দেবরাজ ইন্দ্রকে আক্রমন করেন, কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্র কিঞ্চিত মাত্রও দুঃখ প্রকাশ না করিয়া নীরবে সহ্য করেন। তখন সারথি মাতলি বলিলেন,—"হে দেবানমিন্দ্র, আপনি কি অসুর রাজের ঈদৃশ কর্কশ বাক্য সত্বেও ভয় হেতু অথবা দুর্বলতা বশতঃ তাহা সহ্য করিতেছেন?"

তখন দেবরাজ ইন্দ্র বলিলেন,—"আমি ভয়হেতু অথবা দুর্বলতা বশতঃ ক্ষমা করি নাই, মাদৃশ ব্যক্তির দ্বারা তাহা কি হইতে পারে।" তাই বলা হইয়াছে—

"সদত্থা পরমা অত্থা খন্ত্যা ভীয়্যো নবিজ্জতি,
যো হবে বলবা সন্তো দুব্বলস্স তিতিক্খতি ;
তমাহু পরমং খন্তি নিচ্চং খমতি দুব্বলোতি।"

"ক্ষান্তি হইতে নিজের শ্রেষ্ঠ মঙ্গল দ্বিতীয় কিছুই নাই। সবল হইয়াও যিনি দুর্বলকে ক্ষমা করেন, তাঁহার ক্ষান্তিই পরম ক্ষান্তি। দুর্বল নিত্য ক্ষমা করিতে বাধ্য হয়।" তাই জ্ঞানীরা সর্বদা ক্ষান্তি ও সহিষ্ণুতার প্রশংসা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের অভিমত এই যে, যদি কেহ পুণ্য কর্মেও বিঘ্ন ঘটায় তথাপি তাহার প্রতি ক্রোধ করা উচিৎ নয়, যেহেতু ক্ষমার সমান তপ নাই। "খন্তি পরমং তপো তিতিক্খা।" ইহাও বলা হইয়াছে যে, মূর্তি, স্তূপ, তথা ধর্মের বিনাশকারী তথা নিন্দাকারীর প্রতিও ক্রোধ করা উচিৎ নয় ; কেননা বুদ্ধাদি মহাপুরুষগণ ইহাতে ব্যথিত হন না।

যুদ্ধক্ষেত্রে হাতী যেমন ধনুক নিঃসৃত শরের আঘাত সহ্য করে, তদ্রূপ পণ্ডিত ব্যক্তিরাও অপরের দুর্বাক্য সহ্য করেন। তাঁহারা পৃথিবীর ন্যায় মৌন, ইন্দ্রখীলের ন্যায় স্থির, স্বচ্ছ সরোবরের ন্যায় নির্মল হন। তাই বলা হইয়াছে,—"পঠবী সমো নোবিরুজ্জতি, ইন্দখীলোপমো তাদি সুব্বতো রহদো'ব অপেতো কদ্দমো।" তাঁহারা লাভ, অলাভ, যশ, অযশ, নিন্দা, প্রশংসা, সুখ, দুঃখ ; এই আট প্রকার লোক ধর্মে অবিচলিত থাকেন।

অঙ্গুত্তর নিকায়ের অক্ষান্তি সূত্রে ক্ষান্তি রহিত ব্যক্তির পঞ্চবিধ দোষ এবং ক্ষমাশীল ব্যক্তির পঞ্চবিধ গুণ উল্লেখিত হইয়াছে। যেমন ক্ষমাহীন ব্যক্তি বহু জনের অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ হয়, শত্রু

বহুল হয়, ঘৃনিত হয়, অজ্ঞানাবস্থায় মৃত্যু বরণ করে এবং মরণের পর দুর্গতি নরকে গমন করে। আর ক্ষমাশীল ব্যক্তিরা বহুজনের প্রিয় ও মনোজ্ঞ হন, শত্রুহীন হন, সর্বজন প্রশংসিত হন, স্বজ্ঞানে মৃত্যু বরণ করেন এবং মরণের পর সুগতি স্বর্গ-লোকে গমন করেন।

শাস্ত্রে ক্ষান্তি পারমীর বহু গুণ বর্ণিত আছে, ইহাও বর্ণিত আছে যে ক্ষান্তি পারমী রহিত অর্থাৎ ক্ষান্তি সহিষ্ণুতা ব্যতীত দান, শীলাদি অপরাপর পারমীসমূহ শত-সহস্র কল্প পর্যন্ত পূর্ণ করিলেও দ্বেষ তাহা নষ্ট করিয়া দেয়। তাই শাস্ত্রে বলা হইয়াছে,—'দ্বেষের সমান পাপ নাই, দ্বেষ রূপ পাপাগ্নিতে সমস্ত দগ্ধ হইয়া যায়। হৃদয়ে দ্বেষরূপ কণ্ঠক বিদ্ধ হইলে সমস্ত শান্তি তিরোহিত হয়, ধৈর্যচ্যুত হয়, নিদ্রা বিলোপ হয়, দ্বেষাগ্নিতে সবই দগ্ধ হইয়া যায়। তাই ধর্মপদে বলা হইয়াছে,—"কোধং যহে বিপ্পজহেয্য মানং।" ক্রোধ সংবরণ কর, অহংকার ত্যাগ কর। যেহেতু ক্রোধ আগুণের মত দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। ক্রোধ শুধু ক্রোধীকে দগ্ধ করে না, আগুণের স্ফুলিঙ্গের মত আরও অনেককে দগ্ধ করে। তাই বলা হইয়াছে,— "ক্রোধের মত শত্রু নাই।" এই শত্রুকে দমন করিতে ক্ষান্তিই একমাত্র মহৌষধ। তাই বলা হইয়াছে,—

'অকোধেন জিনে কোধং, অসাধু সাধুনা জিনে,
জিনে কদরিয়ং দানেন, সচ্চেন অলিক বাদিনো।''

অক্রোধের দ্বারা অর্থাৎ ক্ষান্তির দ্বারা ক্রোধকে জয় করিবে, অসাধুকে সাধুতা দ্বারা জয় করিবে, কৃপনকে ধন দিয়া জয় করিবে, আর মিথ্যাকে সত্য দ্বারা জয় করিবে। ক্রোধরূপী এই মহা শত্রুকে জয় করিতে পারাই মহান জয়। তাই শাস্ত্রে বলা হইয়াছে,—

"যোবে উপ্পতিতং কোধং রথং বন্তং'ব ধারয়ে,
তমহং সারথিং ব্রূমি রস্মিগ্‌গহো ইতরো জনা।"

ধাবমান রথের গতি সংবরণের ন্যায় যিনি উৎপন্ন ক্রোধকে সহজে দমন করিতে পারেন তাঁহাকেই আমি প্রকৃত সারথি বলি, অপর লোকেরা কেবল বল্গাধারী মাত্র।

বুদ্ধ শ্রাবস্তীতে অবস্থানকালে ভিক্ষু পূর্ণ যখন সুনাপরন্তপে যাইতে বুদ্ধের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তখন বুদ্ধ বলিয়াছিলেন,—"হে পূর্ণ, সুনাপরন্তপবাসীরা অতিশয় রূঢ়ভাষী, ক্রোধী; যদি তাহারা তোমার নিন্দা করে, তখন তুমি কি করিবে?" "তখন আমি মনে করিব তাহারা অতিশয় ভদ্র, তাহারা আমাকে হাতে প্রহার করে নাই।" "যদি তাহারা হাতে প্রহার করে, তখন তুমি কি করিবে?" "তখন আমি মনে করিব, তাহারা অতিশয় ভদ্র, তাহারা আমাকে পাথর ছুড়ে প্রহার করে নাই।" "যদি পাথর ছুড়ে প্রহার করে, তখন তুমি কি মনে করিবে?" "তখন আমি মনে করিব, তাহারা অতি ভদ্র আমাকে দণ্ড দ্বারা প্রহার করে নাই।" "যদি তাহারা দণ্ড দ্বারা প্রহার করে তখন তুমি কি মনে করিবে?" "তখন আমি মনে করিব, তাহারা অতি ভদ্র তাহারা আমাকে শস্ত্র দ্বারা প্রহার করে নাই?" "যদি শস্ত্র দ্বারা প্রহার করে, তখন তুমি কি মনে করিবে?" "তখন আমি মনে করিব, তাহারা অতিশয় ভদ্র, তীক্ষ্ণ অসি দ্বারা আমাকে হত্যা করে নাই।" "যদি তাহারা তীক্ষ্ণ অসি দ্বারা হত্যা করে তখন আমি মনে করিব, ভগবানের এমন অনেক শ্রাবক আছেন, তাঁহারা জীবনের অসারতা বুঝে হত্যাকারী অন্বেষণ করেন, আমি মনে করিব বিনা অন্বেষণে তাহা লাভ করিয়াছি।" তখন বুদ্ধ তাঁহাকে সাধু বাদ দিয়া অনুমতি প্রদান করেন। "এবং বে পরমং খন্তি।" ইহাই পরম ক্ষান্তি।

লোমশ নাগ স্থবির চৈত্য পর্বতে হিয়ঙ্গু গুহায় হিমপাতের সময় উন্মুক্ত আকাশ তলে অবস্থান করে লোকান্তর নরকের অসহ্য ঠাণ্ডা সহ্য করেন। অনুরূপভাবে জলন্ত অগ্নি শিখার মত মার্তণ্ডের প্রচণ্ড উত্তাপে অবীচির অগ্নি জ্বালা অনুসরণ করিয়া কর্মস্থানে রত ছিলেন।

চিত্রল পর্বতবাসী জনৈক ভাবনারত ভিক্ষু সমস্ত দিন ভাবনা করাতে শেষ রাত্রি উদরে তীব্র বেদনা উৎপন্ন হয়, কিন্তু অসাধারণ ধৈর্য সহকারে তাহা সহ্য করত দুঃখ সত্য ভাবনা করিতে থাকেন। বেদনা নাড়ি ভেদ করিয়া হৃদয় বিদীর্ণ করতঃ মৃত্যু বরণ করেন। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই অর্হত্ব ফল লাভ করেন। এই ধরনের অনেক কাহিনী আছে, যাহাতে ক্ষান্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে।

অতীতে বোধিসত্ত্ব অতুল ঐশ্বর্য তৃণবৎ ত্যাগ করিয়া তাপস জীবনযাপন করত হিমালয়ে বাস করিতে ছিলেন। এক সময় লবণ ও অম্ল সেবনের জন্য বারাণসী রাজোদ্যানে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। সেনাপতি ছিলেন তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা সম্পন্ন। একদিন বারাণসী রাজ কলাবু নর্তকীবৃন্দ পরিবৃত হইয়া উদ্যান ভ্রমণে আসেন এবং অধিক মাত্রায় মদ্যপান করিয়া জনৈকা নর্তকীর কোলে মাথা রাখিয়া নিদ্রা যান। ইত্যবসরে অপর নর্তকীরা উদ্যান ভ্রমণে বোধিসত্ত্বকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার নিকট ধর্ম কথা শ্রবণ করিতে যান।

এ দিকে নিদ্রা ভঙ্গের পর রাজা নর্তকীবৃন্দকে দেখিতে না পাইয়া কোপিত চিত্তে অসি হস্তে বাহির হন। তাপসের সামনে নর্তকীদের দেখিতে পাইয়া মদ মত্ত রাজা মনে করেন যে তাপস নর্তকীদের প্রলুব্ধ করিয়া নিয়া আসেন। তখন ক্রোধান্ধ রাজা তাপসকে জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি কোন বাদী?" উত্তর—"আমি ক্ষান্তি বাদী।" রাজা—"ক্ষান্তি বাদী কাহাকে বলে?"

উত্তর—"যিনি অপরের আক্রোশ বাক্য এবং অত্যাচার সহ্য করেন।" রাজা—"আচ্ছা এখন দেখা যাইবে তোমার ক্ষান্তি কি রকম।" এই বলিয়া ঘাতক ডাকিয়া তাঁহাকে বেদম প্রহার করান। তাপস তাহা নির্বিকারে সহ্য করেন। অতঃপর ঘাতক রাজার আদেশে হস্তপদ ছেদন করে। তখন ও তাপস বলেন—ক্ষান্তি বাদী। তারপর রাজা পুনরায় আদেশ দেন, "ইহার নাসা ও কর্ণছেদন কর।" ঘাতক তাহাও করিল। তাপস তাহাও নির্বিকারে সহ্য করেন এবং বলেন— "আমি ক্ষান্তি-বাদী।' তখন ক্রোধান্ধ রাজা অধিকতর উত্তেজিত হইয়া তাপসের বুকের উপর পদাঘাত করিয়া প্রস্থান করেন।

রাজা চলিয়া গেলে সেনাপতি বোধিসত্ত্বের নিকট উপস্থিত হন এবং শরীরের ক্ষত স্থানের রক্ত মুছিয়া পট্টি বাধিয়া দেন। অতঃপর ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া বলেন,— "আপনি যদি কাহারও উপর ক্রুদ্ধ হন অপরাধী রাজার উপরই ক্রুদ্ধ হউন।" তখনও তাপস বলিয়াছিলেন—"যে রাজা আমার হস্ত পদ, কর্ণ নাসা ছেদন করিয়াছেন, তিনি দীর্ঘজীবি হউন।" এই বলিয়াই প্রাণ ত্যাগ করিলেন। "খন্তী পরমং তপো তিতিক্খা নিব্বাণং পরমং বদন্তি বুদ্ধা"—বুদ্ধগণ, ক্ষান্তি ও তিতিক্ষাকে পরম তপস্যা এবং নির্বাণকে পরম বলেন।

—o—

ক্ষান্তি পারমী

—শ্রীমৎ জিনবোধি ভিক্ষু, এম, এ

"খন্তি সম ধম্ম নত্থি"—ক্ষান্তির সমান ধর্ম নাই। মহামানব গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব পৃথিবীর ইতিহাসে এক অভিনব ঘটনা। তিনি তাঁর জীবনকে বুদ্ধ গুণে গুণান্বিত করার মানসে বুদ্ধাঙ্কুরাবস্থায়। বোধিসত্ত্বাবস্থায় জন্ম-জন্মান্তরে দশ পারমী ত্রিংশাকারে পূর্ণ করেছিলেন। তন্মধ্যে ক্ষান্তি পারমীর ষষ্ঠ স্থান।

ক্ষান্তি মানে ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, তিতিক্ষা, নিবৃত্তি, বিরতি এবং সহজ ভাষায় বলা যায় ধৈর্য, স্থিতি ও সহনশীলতা। ক্ষমা গুণে গুণান্বিত মানব মাত্রই মনুষ্যত্ব জ্ঞানের পূর্ণ অধিকারী। প্রকৃত পক্ষে ক্ষমা যতটুকু সহজ সরল মনে হয়, আসলে ততটুকু সহজলভ্য নয়। কারণ প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী হতে না পারলে মুখের কথায় ক্ষমা করা অসম্ভব। যাঁর অন্তরে ক্ষমা, দয়া, প্রেম, সত্য, প্রিয়বাক্য, সরলতা, বিনয় এবং সেবা পরায়নতা বিদ্যমান তিনিই সমস্ত জগৎকে বশীভুত করতে সক্ষম।

পারমী শব্দের আসল অর্থ দাঁড়ায় পূর্ণতা—বোধি বীজ অঙ্কুরিত হলেই এ পূর্ণতা লাভ সম্ভব। ক্ষান্তি পারমী তিন পর্যায়ে বিভক্ত, যথা:— ১) ক্ষান্তি পারমী, ২) ক্ষান্তি উপ-পারমী ও ৩) ক্ষান্তি পরমার্থ পারমী।

"ভগবান বুদ্ধ" বুদ্ধাঙ্কুর অবস্থায় জন্ম জন্মান্তরে যে ত্যাগ, তিতিক্ষা ও ধৈর্য্যের দ্বারা 'ক্ষান্তি পারমী' পূর্ণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন তা' ঈশান ঘোষ প্রণীত তৃতীয় খণ্ড জাতকের "ক্ষান্তিবাদী তাপসের" কাহিনীই এক জলন্ত নিদর্শন।

সুরাপানে মত্ত-ক্রুদ্ধ বারাণসী রাজ কলাবু জিজ্ঞাসা করলেন—

"তাপস, তুমি কোন্ মতাবলম্বী ?" বোধিসত্ত্ব প্রত্যুত্তরে বললেন— "মহারাজ, আমি ক্ষান্তিবাদী।" "ক্ষান্তি কাকে বলে ?" "লোকে বেত্রাঘাত, কুটবাক্য কিম্বা অপদস্থ করলেও মনের যে অক্রোধভাব, এর নাম ক্ষান্তি।"

"আচ্ছা, তোমার কিরূপ ক্ষান্তি দেখা যাক্।" ক্ষান্তির প্রমাণার্থেই তিনি ঘাতক দ্বারা দুই হাজার কণ্ঠক কশা দ্বারা বেত্রাঘাত করালেন। তাপসের চর্ম মাংস ছিঁড়ে গেল, সর্বাঙ্গ হতে রক্তস্রোত ছুটে মৃত্তিকা রঞ্জিত হল। তখন রাজা জিজ্ঞাসা করলেন — "কি হে তাপস, এখন বল, তুমি কোন্ বাদী ?"

"মহারাজ আমি ক্ষান্তি বাদী। আপনি ভেবেছেন চর্ম-মাংসের নীচে আমার ক্ষান্তি আছে, কিন্তু মহারাজ, সেখানে নয়, ক্ষান্তি আমার হৃদয়াভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত, তা দেখবার আপনার সাধ্য নেই।"

তখন রাজা আদেশ করলেন— "এ ভণ্ডের হাত দু'খানা, পা দু'খানা এবং নাসা কর্ণ ছেদন কর।"

ঘাতক তাই করল। রক্তস্রোতে ধরণী প্লাবিত হল। এবার রাজা জিজ্ঞাসা করলেন — "এখন বল, তুমি কোন্ বাদী।"

"মহারাজ আমি ক্ষান্তি বাদী। আপনি মনে করেছেন, আমার হস্ত-পদ, নাসা কর্ণের প্রান্তে ক্ষান্তি আছে, সেখানে নয়, ক্ষান্তি আছে আমার অন্তরের অন্তঃস্থলে।" অনন্তর রাজা অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে তোমার ক্ষান্তি তোমার কাছে থাক্ বলে বোধিসত্ত্বের বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করে প্রস্থান করলেন। তখন সেনাপতি এসে বোধিসত্ত্বকে প্রণিপাত করে প্রার্থনা করলেন — "প্রভু, আপনার প্রতি যিনি অত্যাচার করেছেন, যদি ক্রুদ্ধ হন, তাঁর উপরই হবেন, অন্যের উপর ক্রুদ্ধ হবেন

না, রাজ্যের যেন বিনাশ সাধন না হয়।" তা শুনে বোধিসত্ব বলেন—

"হস্ত পদ, নাসা কর্ণ ছেদিয়া যে জন,
করিলেন মোর এই দারুন পীড়ন,
চিরজীবি হয়ে সেই থাকুন নৃপতি
মাদৃশ জনের ক্রোধ অসম্ভব অতি।"

রাজার পাপ ভার সহ্য করতে না পেরে উদ্যান দ্বারেই ধরিত্রী বিদীর্ণ হয়ে রাজাকে গ্রাস করল এবং অবীচি মহানরকে নিক্ষেপ করল। সে দিনই বোধিসত্ত্ব প্রাণ ত্যাগ করলেন।

তাই জ্ঞানীগণ বলেন— অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে, সাধুতার দ্বারা অসাধুকে, ত্যাগের দ্বারা কৃপণকে, সত্যের দ্বারা অসত্যকে জয় করবে, জগতে শত্রুতার দ্বারা কখনো শত্রুতার উপশম হয় না, মিত্রতার দ্বারাই শত্রুতার উপশম হয়।

"খন্তি পরমং তপো তিতিক্খা"—তথাগত একাধারে ক্ষান্তি বাদী সহিষ্ণু আরো অনেক গুণে পূর্ণ একটি সত্ত্বা। ক্ষান্তি বাদী তাপসের এ জন্ম সার্থক হয়েছে, এ দারুন দুঃখ বরণ করে তিনি মহা লাভবান হয়েছেন। বোধিসত্ত্বের অপরিহার্য পারমী ধর্মের পূর্ণতা লাভে সুদুর্লভ সম্যক সম্বুদ্ধত্ব জ্ঞান লাভের সেতু নির্মাণ করলেন।

জাতক নিদান হতে জানা যায় – তাপস সুমেধ পারমিতা সমূহের উত্তরোত্তর পর্যবেক্ষণ করতঃ ক্ষান্তি পারমিতা দেখে নিজেকে সম্বোধন করে বলেছিলেন— 'হে সুমেধ, যেমন পৃথিবীতে শুচি কিম্বা অশুচি পদার্থ প্রক্ষিপ্ত হলেও পৃথিবী তৎ-প্রতি স্নেহ কিম্বা ঘৃণা পোষণ করে না, সবকিছু সহ্য ও ক্ষমা করে, সে রূপ তুমিও নিন্দা প্রশংসা সমূহ ক্ষমাশীল হয়ে সহ্য করবে।'

সত্য পারমী

—ডাঃ সিতাংশু বিকাশ বড়ুয়া

সর্বজ্ঞতা জ্ঞান অর্জনের জন্য সম্যক সম্বোধি লাভের প্রত্যাশায় দশবিধ বুদ্ধকারক ধর্মের মধ্যে সপ্তম ধর্ম হচ্ছে সত্য পারমী। বুদ্ধ বংশ গ্রন্থে উল্লেখ আছে।—

"ইমং ত্বং সত্তমং তাব দল্হ কত্বা সমাদিয়,
তত্থ অদ্বেজ্ঝ বচনো সম্বোধিং পাপুনিস্‌সসি"

"তুমি এ সপ্তম (সত্য) পারমী দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করে তা' পরিপূর্ণ কর। তা'তেই অদ্বৈত অর্থ সূচক বাক্যে তুমি সম্বোধি লাভ করতে পারবে।"

সত্য পারমীতে "সত্য" শব্দটা বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। সত্য অর্থ প্রকৃত বা যথার্থ। উক্ত গাথায় সপ্তম পারমী বলতে সত্য বচনের দ্বারা পারমী পূরণের কথা হচ্ছে। "অদ্বেজ্ঝ বচনো" বলতে দ্ব্যর্থকবিহীন বাক্য বা Speech without double meaning বুঝাচ্ছে। তাই সত্য পারমীর দ্বারা সত্য বচনের যথার্থতা পরিপূর্ণভাবে রক্ষার কথা বলা হয়েছে।

এখানে আমাদের লক্ষ্য করার বিষয় এই যে শীল পারমীতে কায়িক, বাচনিক ও মানসিক শীল অনুশীলন করে শীল পারমী পরিপূর্ণ করার কথা দ্বিতীয় পারমীতে বলা হয়েছে। তাই স্বভাবত: আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে শীল পারমী ও সত্য পারমীর মধ্যে তফাৎ কোথায়? সাধারণত: বাক্যের দ্বারা চার প্রকারে পাপ হয়ে থাকে। যথা—মিথ্যা বাক্য, পিশুন বাক্য, পুরুষ বা কর্কশ বাক্য এবং বৃথা প্রলাপ বাক্য। তাই বাক্যের দ্বারা এসব পাপকর্ম হতে বিরতিই শীল পারমীর অন্তর্ভুক্ত। এখানে নঞর্থক (Nega-

tive) বাক্যের দ্বারা শীল পারমী বাচনিক সত্যতাকে সংরক্ষণ করার কথা বলা হয়েছে। সত্য পারমীতে অদ্বৈত অর্থ সূচক বাক্যে অর্থাৎ এক কথায় স্থিত থেকে এই পারমী পরিপূরণের কথা বলা হয়েছে। তাই সত্য পারমীকে ধনাত্মক (Positive) বাক্যের দ্বারা পারমী পূরণের কথা বলা হচ্ছে। সত্য পারমীতে বলা এবং করার সহিত সম্পর্ক বিদ্যমান, কিন্তু শীল পারমী শুধু না বলার সম্পর্ক রয়েছে। তাই সত্য পারমীর মধ্যে সত্য বচনের ব্যাপকতার মধ্যে সত্য পারমী পূরণের রূপ প্রকাশ পাচ্ছে। এতে এখানে অন্যান্য পারমীর মত সত্য পারমী, সত্য উপ-পারমী প্রভৃতি তিন পর্যায়ে সত্য পারমীর ব্যাখ্যার অবকাশ প্রকাশিত হচ্ছে। কোন বাহ্যিক লাভ-সৎকার হতে বঞ্চিত হলেও এক কথার উপর স্থিত থাকার নাম সত্য পারমী ; যদি শরীরের কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গও দান করতে হয় অথবা কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষতিও হয়, তাতে সত্য ভাষণের উপর অটল থাকার নাম সত্য উপ পারমী, সত্য বলার জন্য আপন জীবন উৎসর্গ করতে হলে এবং তাতেও অবিচলিত থাকার নাম সত্য পরমার্থ পারমী।

সত্যের স্বরূপ বলতে গিয়ে বুদ্ধ বংশে উল্লেখ আছে।—

"যথাপি ওসধি নাম তুলাভূতা সদেবকে,
সময়ে উতুবস্সে বা ন বোক্কমতি বীথিকো।
তথেব ত্বং পি সচ্চেসু মা বোক্কমি বীথিকো,
সচ্চে পারমিতং কত্বা সম্বোধিং পাপুনিস্সসি।"

"ঔষধি তারকা" যেমন সকল সময়ে সকল ঋতুতে সকল দেব মানুষের জন্য একই গতিপথ অবলম্বন করে এবং আপন গতিপথ হতে কোন অবস্থাতেই বিচ্যুত হয় না। সেরূপ তুমিও কোন অবস্থাতেই সত্য মার্গ হতে বিচ্যুত হবে না। সত্য পারমী

পরিপূর্ণ করে সম্বোধি লাভ কর।"

ঔষধি তারকার বৈশিষ্ট্য হল সকল ঋতুতে (ছয় মাস পূর্বদিকে এবং ছয় মাস পশ্চিম দিকে) আপন গতিপথ হতে অপসারিত হয় না। তাহা ছাড়া ঔষধি এখানে ঔষধি সেবনে শরীরে ক্রিয়া করবেই— এ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সত্য পারমীতে এই উপমা দেয়ার উদ্দেশ্য হল কোন কথা বল্লেই সে কথা কার্যে পরিণত করতেই হবে। তাই বাক্যের সহিত ক্রিয়ার সম্পর্ককে একাত্ম হিসাবে সর্বদাই দেখতে হবে। কথার সহিত কার্যের যেন দ্বৈতভাব প্রকাশ না পায়—ইহাই সত্য পারমী। এখন আমরা বোধিসত্ত্বের পূর্ব জীবনের আচরিত জীবন চর্য্যা হতে উদাহরণ দিয়ে সত্য পারমী পরিপূরণ করার কঠোর নিষ্ঠার দৃষ্টান্ত দেব।

'বানরিন্দ জাতকে' (৫৭) কপিরাজ বোধিসত্ত্ব কুম্ভীরের কথামত কুম্ভীরের দিকে এগিয়ে আসতে সম্মত হয়েছিলেন। কুম্ভীর বোধিসত্ত্বের পথে নদী মধ্যে বোধিসত্ত্ব যে পাষাণ খণ্ডে পা রেখে লাফ দিয়ে নদী পাড় হতেন সে পাষাণ খণ্ডের উপর বসেছিল, বোধিসত্ত্বকে নদী পাড় হতে হলে সে পাষাণ খণ্ডের উপর এক পা রেখে নদীর অপর পাড়ে যেতে হবে। তাই বোধিসত্ত্ব কুম্ভীরের কথামত কুম্ভীরের দিকে এগিয়ে এসে উহার মাথায় পা রেখে নদী পাড় হয়েছিলেন। এখানে বোধিসত্ত্ব কুম্ভীরের কথায় সম্মতি জানিয়ে উহার দিকে এসেছিলেন।

১। ঔষধি তারকা—আকাশের একটা তারকার নাম। রোগ মুক্তি বা রোগ হতে আরোগ্য লাভের নির্ভরশীল দর্শনীয় তারকা হিসাবে চিহ্নিত। প্রাচীনকালে ভৈষজবিদেরা ঔষধি তারকা আকাশে উদিত হলে ঔষধ হিসাবে ব্যবহার যোগ্য গুল্মলতাপাতাদি উদ্ভিদ সংগ্রহ করে তা' দিয়ে বনজ ঔষধ তৈরী করতেন—মধুরত্থবিলাসিনী।

নদী পাড় হবার জন্য ;—কিন্তু কুম্ভীরকে ধরা দেবার জন্য নয়। কুম্ভীর তার নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্য বোধিসত্বকে ধরতে পারে নাই। কিন্তু বোধিসত্ব নিজের প্রতিশ্রুত বাক্য হতে বিচ্যুত হন নাই।

'মহাসুতসোম জাতকে' (৫৩৭) বোধিসত্ত্ব প্রতিশ্রুতি মত ব্রাহ্মণ হতে উপদেশ গাথা শুনে তাঁকে সহস্র মুদ্রা দান করলেন এবং প্রতিশ্রুতি মত আপন জীবন দানের জন্য পরদিন সকালে নর-মাংস খাদকের নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন। এখানে বোধিসত্ত্ব বলেছেন—

"নর মাংস খাদক আমাকে বধ করবে কিনা আমার কোন সংশয় উৎপন্ন হয় নাই। সত্য বাক্য রক্ষার জন্য জীবনের মায়া ত্যাগ করে নর মাংস খাদকের নিকট উপস্থিত হয়েছিলাম। সত্যে আমার সমকক্ষ কেহ নাই। এরূপ আমার সত্য পারমী ছিল।" চরিয়াপিটক। এ জাতকে তিনি আরও উল্লেখ করেছেন—

"সচ্চ বাচং অনুরক্খন্তো, চজিত্বা মম জীবিতং,
মোচেসিং এক সতং খত্তিয়, এসা মে সচ্চপারমী'তি

"সত্য বাক্যে পুরাপুরি স্থিত থেকে আমার জীবনের আশা ত্যাগ করে আমি একশত ক্ষত্রিয় বা রাজাকে বন্দীমুক্ত করেছিলাম এরূপ ছিল আমার সত্য পারমী।"

সব্বে সত্তা সুখিতা হোন্তু।

—০—

বিশেষ দ্রষ্টব্য—"সত্য পারমী," "চতুরার্য সত্য" এবং "সত্য ক্রিয়া" নিয়ে অনেক সময় আমাদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে দেখা যায়। সত্য পারমী বলতে সত্য বচনের জন্য অর্থাৎ কথায় ও কাজে সমন্বয় রক্ষার জন্য বোধিসত্ত্ব অপরিমিত কল্প ধরে

পারমী পূর্ণ করেছিলেন তা বুঝায়। "চতুরার্য সত্য" বোধিসত্ত্ব বুদ্ধগয়ায় নিরঞ্জনা নদীর তীরে শুভ বৈশাখী পূর্ণিমায় বোধিবৃক্ষ মূলে স্বয়ং অভিজ্ঞার দ্বারা উপলব্ধি করে বুদ্ধ হয়েছিলেন। সত্য পারমী বুদ্ধ নিজে জন্ম জন্ম ধরে পরিপূর্ণ করে অন্তিম জন্মে চতুরার্য সত্য উপলব্ধি করে সম্যক সম্বুদ্ধ হয়েছিলেন।

"সত্য ক্রিয়া" বলতে পূর্বে অনুসৃত সত্যের প্রতি অথবা সম্যক সম্বুদ্ধগণের দশ পারমী পরিপূরণের প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে কোন অধিষ্ঠান করা বুঝায়। বর্তমানে আমরা আমাদের জাগতিক মঙ্গল কামনায় ভগবান তথাগত বুদ্ধের দশ পারমী পরিপূর্ণের প্রতি এবং বুদ্ধবচনের সত্যতার প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে পরিত্রাণ সূত্রাদি নিজে পাঠ অথবা ভিক্ষু সংঘের দ্বারা পাঠ করায়ে সত্য ক্রিয়া করে থাকি। বোধিসত্ত্ব নিজেও বিভিন্ন জন্মে তাঁর পূর্ব জীবন চর্য্যা স্মরণ করে এবং পূর্ব বুদ্ধদের প্রতি আস্থা স্থাপন করে সত্য ক্রিয়া করেছিলেন। যেমন—বর্তক-পোতক জাতক, মৎস্য জাতক, শিবি জাতক ইত্যাদি।

—০—

অধিষ্ঠান পারমিতা

—পূর্ণানন্দ মহাস্থবির
বিনয়-বিশারদ, সাহিত্য-বিনোদ।

"দানং, সীলং চ, নেক্‌খম্মং পঞ্‌ঞা বীরিয়েন পঞ্চমং,
খন্তি সচ্চমধিট্‌ঠানং, মেত্তুপেক্‌খা ইমে দসা'তি।"

একদা ধর্মসেনাপতি অগ্রশ্রাবক সারিপুত্র স্থবির ভগবান বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন— "প্রভো, ভগবান! বুদ্ধকারক ধর্ম কয় প্রকার? বুদ্ধত্ব লাভ করতে হলে কোন্ কোন্ শ্রেষ্ঠতর ধর্ম আচরণ করতে হয়? তদুত্তরে—ভগবান বুদ্ধ বললেন— হে সারিপুত্র, বুদ্ধ কারক ধর্ম দশ প্রকার। যথা—দান, শীল, নৈষ্ক্রম্য, প্রজ্ঞা, বীর্য, ক্ষান্তি, সত্য, অধিষ্ঠান, মৈত্রী ও উপেক্ষা।"

পারমিতা শব্দ পরিপূর্ণতা অর্থেই প্রযোজ্য হয়। পারমিতা'র ব্যুৎপত্তিগত বলা যায় পরম + ইন + তা— পরমের স্বভাব বা গুণ। বৌদ্ধ ধর্মে পরম নির্বাণকে বুঝায়। তাই ধর্মপদের বুদ্ধ বর্গের ৬ষ্ঠ গাথায় বলা হয়েছে; "খন্তি পরমং তপো তিতিক্‌খা, নিব্বানং পরমং বদন্তি বুদ্ধা।" "বুদ্ধগণ ক্ষান্তি ও তিতিক্ষাকে পরম তপস্যা ও নির্বাণকে পরম পদ বলেন।" এখানে দুই অর্থে পরম বলা হয়েছে। প্রথমে পরম অর্থ "শ্রেষ্ঠ" দ্বিতীয় "পরম'' নির্বাণেরই— প্রতিশব্দ। সুতরাং পারমিতা এই অরর্থ পরম + ইতঃ + আ— এই শব্দ হতেও নিষ্পন্ন হতে পারে। ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যা' হোক না কেন, "পারমিতা'র আসল অর্থ হল জীবনের পূর্ণতা। এই পূর্ণতা সাধনের জন্য লক্ষাধিক চার অসংখ্য লক্ষ কল্প পারমী সম্ভার পূর্ণ করেছিলেন ভগবান বুদ্ধ।

এখন আলোচনার বিষয় হল অধিষ্ঠান পারমিতা। অধিষ্ঠান পারমী দশবিধ পারমিতার মধ্যে অষ্টম স্থানীয়। অধিষ্ঠান শব্দের অর্থ মূলতঃ সর্বদিক প্রভাবান্বিত করে আপন কৃত্যে অবস্থিতি থাকা। পারমিতা সমূহের একমাত্র মূলমন্ত্র হচ্ছে অধিষ্ঠান পারমিতা। যথাবিধি অধিষ্ঠান ছাড়া কোন প্রকার মহত্বের অভিষ্ট সিদ্ধি হয় না। অধিষ্ঠান হ'ল দৃঢ় সংকল্পে অটল-অচল থাকা। কুশল কর্ম সমূহ সম্পাদনের জন্যে সংকল্প সাধনে অবিচল থেকে স্থিত থাকা। মানব জীবনের সার্বিক কল্যাণের প্রধান অবলম্বন হ'ল অধিষ্ঠান। শিক্ষা, সংস্কৃতি, ব্যবসা, বাণিজ্য যে কোন ক্ষেত্রে, সফলতার জন্যে একটা সুনির্দিষ্ট অধিষ্ঠান অবশ্যই দরকার। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে চরম সাফল্য লাভ না করা পর্যন্ত কর্মক্ষেত্র থেকে বিচ্যুত হব না,— এ'রূপ দৃঢ় ধারনা নিয়ে জীবন চলার পথে স্থির থাকা মানেই অধিষ্ঠান। মহৎ অচলাধিষ্ঠান শক্তির প্রভাবে মানব জীবনের অভিষ্ট সিদ্ধি হয়। অচলাধিষ্ঠানে সিদ্ধি অবিসংবাদিত ভাব বলে অচলাবস্থা প্রকাশ করা হয়। বোধিমূলক কর্মের পূর্ণতার জন্যে অবিচল সংকল্পই অধিষ্ঠান।

পরম জ্ঞান বোধি প্রাপ্তির সুকর্ম সম্পাদন কল্পে প্রতিপক্ষের বাধা প্রাপ্ত হয়েও কর্ম সম্পাদন করাই অধিষ্ঠান। সংকল্প পরিপূরণে অটল-অচল অকম্পনীয় থাকা হেতু "অধিষ্ঠান" পারমিতা সমূহের প্রধান অঙ্গ। অবিচল অধিষ্ঠানের মহান প্রভাবে কর্ম সম্পাদনের সময় বাধা পেয়েও আরব্ধ কর্ম যথাযথ সম্পাদন করাই অধিষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য। দানাদি—দশবিধ পারমী বা পুণ্যকর্ম যথা বিধানে দৃঢ়তার সাথে সম্পাদন হয়। প্রতিপক্ষ শক্তি প্রভাবে অন্তরায় উপস্থিত হলেও কর্ম সম্পাদনের জন্যে অচল সংকল্পই অধিষ্ঠান। মানব জীবনে প্রজ্ঞার অধিষ্ঠান না থাকলে দানাদি পুণ্য কর্ম সম্পাদন করা যায় না। সম্যক সম্বোধি

প্রাপ্তির জন্যেও দশবিধ পারমিতার পূর্ণতা সাধন হয় না। এজন্যে অধিষ্ঠান করার উদ্দেশ্যে সুদৃঢ় মনোবল বুদ্ধকারক গুণ ধর্ম সমূহ অতীব প্রয়োজন। সম্বোধি প্রাপ্তির জন্যে দশবিধ পারমিতা পূরণ করা বোধিসত্ত্বের জীবনাদর্শে একান্ত অপরিহার্য। "অধিষ্ঠান" পারমী মনুষ্যত্ব বিকাশে অন্যতম মূলসূত্র।

বোধিসত্ত্ব দশবিধ পারমী সম্ভার পূরণ করতে গিয়ে প্রথম দান পারমী অধিষ্ঠান করেছিলেন। বারিকুম্ভ অধোমুখ করলে যেমন সমুদয় জল নিঃশেষে পড়ে যায়, তেমন ভাবে তিনি রাজ্য—ধন—স্ত্রীপুত্র এমন কি আপন দেহখানি পর্যন্ত যাচকের হস্তে দান করতে অধিষ্ঠান করেছিলেন বিমুক্তি লাভের জন্যে। শীল পারমী পূরণ করতে বুদ্ধাঙ্কুর চামরী মৃগ যেমন নিজের জীবন উপেক্ষা করে স্বীয় বালধি রক্ষা করে, তেমন ভাবে জীবনের সবকিছু ত্যাগ করে বিমুক্তি সুখ প্রাপ্তির জন্যে শীল পালনে অধিষ্ঠান করেছিলেন।

নৈষ্ক্রম্য পারমী পূরণ মানসে মহাসত্ত্ব— কারাগারে দীর্ঘকাল থাকলে যেমন কারাবাসে রতি জন্মে না, তদ্রুপ গৃহবাসেও তিনি সর্বক্ষণ উৎকণ্ঠিত থেকে মুক্তিপদ লাভের বাসনায় মহাভিনিষ্ক্রমন করতে অধিষ্ঠান করেছিলেন। বীর্য পারমী পূরণ করতে বোধিসত্ত্ব—সিংহ যেমন গভীর বনে বীরভরে বিহার করে, তিনিও বোধিজ্ঞান প্রাপ্তির বীর্যাধিষ্ঠানের মাধ্যমে পরাক্রম করেছিলেন, অধিষ্ঠান থেকে একচুল নড়েননি ক্ষান্তি পারমী পূরণ করতে বোধিসত্ত্ব—মহা পৃথিবীতে কিছু প্রক্ষেপ করলে পৃথিবী যেমন শুচি অশুচি বিচার না করে সকল সহ্য করে থাকে; তেমনি মহাসত্ত্ব ও সম্বোধি প্রাপ্তির জন্যে অধিষ্ঠান বলে ক্ষমা করেছিলেন। এভাবে তিনি সত্য পথে বিচরণ করতে অধিষ্ঠান করে অসত্য পথ ত্যাগ করেছিলেন। শত্রু মিত্র, ছোট বড়, হিতাহিত বিচার না করে সকল প্রাণীর

প্রতি অপরিমাণ মৈত্রী পোষণে অধিষ্ঠান করেছিলেন। উপেক্ষাদি সংগুণ রাজীর অধিষ্ঠান প্রভাবে সম্বোধি লাভ করে তিনি জগংগুরু বুদ্ধ হয়েছেন।

শিলাময় শৈল যেমন বাত্যাঘাতে কোনরূপ কম্পিত হয় না, অটল-অচল থাকে। তদ্রুপ তথাগত বুদ্ধ ও বোধিসত্ব জীবনে স্বীয় লক্ষ্যাভিমুখে অধিষ্ঠিত থেকে পূর্ণ করেছিলেন বুদ্ধকারক ধর্ম পারমী সম্ভার। তথাগত বুদ্ধ অধিষ্ঠান পারমিতার প্রভাবে বুদ্ধগয়ায় নৈরঞ্জনা নদীর সৈকতে মহাবোধি তরুমূলে সম্যক সম্বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন।

তাই অধিষ্ঠান পারমী হচ্ছে সাধকের জীবন, দৃঢ় প্রতিজ্ঞাই অধিষ্ঠানের প্রাণ। মহান অভিষ্ট প্রাপ্তির একমাত্র অবলম্বন অধিষ্ঠান। স্বর্ণ যেমন অগ্নিতে দগ্ধ করে মালিন্য দূর করতঃ উজ্জ্বল ও ব্যবহারোপযোগী করে নিতে হয়; তেমনিভাবে অভিষ্ট সিদ্ধির অধিষ্ঠানকে প্রবল উদ্যম শক্তির প্রভাবে শারীরিক মানসিক অবসাদ রূপ মালিন্য দূর করে জীবন্ত ও কার্যকরী করে তোলতে হয়। মহান সাধকের নির্মল হৃদয়ে যে পবিত্র অধিষ্ঠান জাগ্রত হয়, তা' কখন ব্যর্থ ও নিরর্থক হয় না। কেন না সে অধিষ্ঠানের পশ্চাতে অভিষ্ট সিদ্ধির মহান শক্তি নিহিত থাকে, তাই সিদ্ধি—সুনিশ্চিত। কিন্তু জড়ের মত নিশ্চেষ্ট বা উদাসীন থাকলে দুশ্চিন্তায় ভেবে ভেবে কাল কাটালে চলবে না। এর জন্যে জীবন পণ করতে হবে। সকল প্রকার দুঃখ দৈন্যকে বরণ করে নিতে হবে। কারণ আরব্ধ ব্রত উদ্‌যাপনের অধিষ্ঠান গ্রহণের সাথে সাথে সাধকের জীবনে কঠোর পরীক্ষা শুরু হয়। চারিদিক হতে বাধা-বিঘ্ন, বিপদাপদ এসে কর্মীকে তাঁর অধিষ্ঠান ব্রত থেকে চ্যুত করবার জন্য প্রবল আক্রমন করতে থাকে। সময় সময় তা' এমনি চরমে উঠে যে, কর্মীর ব্যক্তিত্ব, বৈশিষ্ট্য ও অস্তিত্ব পর্যন্ত ধ্বংস করার উপক্রম করে। তখন সেই নিদারুন

অবসাদের সময় জীবনের অধিষ্ঠান মন্ত্র স্মরণ করে দুর্বল মন-প্রাণকে বিজয়ী বীরের মত অভিষ্ট সিদ্ধির পথে অবিরাম প্রচেষ্টা চালাতে হয়। প্রকৃত কর্মী হতাশায় দমে না, নিরাশায় ভেঙ্গে পড়ে না, আঘাত আক্রমনে বিচলিত না হয়ে চলতে থাকে। বারবার বাঁধা-বিঘ্নের দুস্তর বাধিবিঘ্ন অতিক্রম করেই কর্মীকে অধিষ্ঠানের মহান সাধনায় সফলতা অর্জন করতে হবে। শয়নে-স্বপনে-জাগরণে-স্মরণ রাখতে হবে তথাগত বুদ্ধের সেই অধিষ্ঠান মন্ত্র।

"ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং, ত্বগস্থি মাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্প দুর্লভাং নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চ লিষ্যতে।"

"এ আসনে আমার শরীর শুষ্ক হয় হোক, অস্থি চর্ম, মাংস ধ্বংস হয়ে যায় যাক; তথাপি বহুকল্প দুর্লভ বোধিলাভ না করে কিছুতেই আমি আমার অধিষ্ঠিত আসন ত্যাগ করব না।"

এরূপ বজ্রদৃঢ় অধিষ্ঠানের প্রভাবে সম্বোধি লাভ করে নরদেবের পূজা হলেন তথাগত বুদ্ধ।

— o —

মৈত্রী পারমী

—শ্রীমৎ ধর্মরক্ষিত মহাস্থবির
অধ্যক্ষ,
কণকস্তূপ বিহার, কুমিল্লা।

বৌদ্ধ দর্শনে একত্রিংশ লোক ভূমির মধ্যে সপ্ত কাম সুগতি ভূমির অন্তর্গত মনুষ্য লোকভূমি হচ্ছে দুঃখ মুক্তির প্রশস্ত ক্ষেত্র। এজন্য লোক গুরু বুদ্ধ স্বয়ং বলেছেন—"দুল্লভঞ্চ মনুস্সত্তং।" দুর্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করে এর যথার্থ পরিপূর্ণতার মাধ্যমে বুদ্ধ, পচ্চেক বুদ্ধ এবং শ্রাবক বুদ্ধ হতে পূর্ব পূর্ব বুদ্ধগণ যে চর্যা গ্রহণ করেছেন, তা হল দশ পারমী বা পারমিতা সাধনা। সে দশবিধ পারমী হল—দান পারমী, শীল পারমী, নৈষ্ক্রম্য পারমী, প্রজ্ঞা পারমী, বীর্য পারমী, ক্ষান্তি পারমী, সত্য পারমী, অধিষ্ঠান পারমী, মৈত্রী পারমী ও উপেক্ষা পারমী।

এর মধ্যে জীবন সাধনায় পরিপূর্ণতা আনয়ন করতে স্বয়ং তথাগত বুদ্ধ ও সকল সাধনার মধ্যে মৈত্রী পারমীকে সাধনার পরিপূরক হিসাবে গ্রহণ করেছেন। পারমী শব্দের আভিধানিক অর্থ হল পারমিতা বা পরিপূর্ণতা। শুধু আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে নয় মানব জীবনে, সামাজিক জীবনে, এমন কি রাষ্ট্রীয় জীবনেও মৈত্রী পারমী সাধনার একান্ত প্রয়োজন। এ মৈত্রী সাধনা দ্বারা মানুষ যেরূপ ইহজীবনে আপন অশান্ত, অস্থির মনকে প্রশান্ত করে অনাবিল সুখ শান্তি লাভ করতে সক্ষম হয়, তেমনি আধ্যাত্মিক জীবনেও মৈত্রী পারমী সাধনা দ্বারা সাধক তার লক্ষ্য স্থলে পৌছতে পারে সহজে। পক্ষান্তরে প্রতিটি মানুষ যদি হিংসা ত্যাগ করে মৈত্রী পরায়ন হয়, তা হলে বর্তমান হিংসা বিক্ষুব্ধ পৃথিবীতে শান্তি বিরাজ করবে যা একান্তভাবে সত্য।

পারমী গুণ অপরিসীম। বুদ্ধত্ব লাভের পূর্ব শর্ত হল এ পারমী সাধনা। তাই দেখা যায়, ভগবান বুদ্ধ সুমেধ তাপস জন্মে সম্যক সম্বুদ্ধত্ব লাভ করার জন্য দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করার পরক্ষণেই বুদ্ধকারক ধর্ম কি তা পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে ক্রমান্বয়ে নবম স্তরে মৈত্রী পারমীকে দর্শন করতঃ নিজেই নিজকে উপদেশচ্ছলে বলে উঠলেন, "সুমেধ এই হইতে তুমি মৈত্রী পারমী পূর্ণ কর। কল্যাণে অকল্যাণে তুমি সমচিত্ত হইয়া অবস্থান করিবে—বারি যেমন পাপী কিংবা পুণ্যাত্মাকে সমভাবে শৈত্য প্রদান করিয়া থাকে, তদ্রূপ তুমিও সর্বসত্ত্বের প্রতি মৈত্রী পরায়ণ হইয়া বুদ্ধত্ব লাভ করিতে সক্ষম হইবে।"

একদা ধর্ম সেনাপতি অগ্রশ্রাবক সারিপুত্র স্থবিরের মনে 'বুদ্ধকারক' ধর্ম কি এ প্রশ্ন জেগেছিল। তাই তিনি একদিন ভগবান বুদ্ধকে বন্দনা পূর্বক বুদ্ধকারক ধর্ম কি জানবার জন্য প্রশ্ন করলে ভগবান বুদ্ধ বললেন—

"দানং সীলং নেক্খম্মং পঞ্ঞা বীরিয়েন পঞ্চমং,
খন্তি সচ্চমধিট্ঠান মেত্তুপেকখা ইমে দসা'তি।"

ভগবান বুদ্ধ দেশিত এ দশ প্রকার বুদ্ধকারক ধর্মের মধ্যে মৈত্রী পারমী সাধনায় পারমী উপ-পারমী এবং পরমার্থ পারমী ভেদে পরিপূর্ণতা লাভ করা এক অপরিহার্য অংগ। যাতে প্রতিনিয়ত, নানাবিধ বাধা বিপত্তিতে পরিপূর্ণ জীবনে মৈত্রী ভাব ছাড়া চিত্তে প্রশান্তি ভাব আনয়ন করা সম্ভব নয়। চিত্তের প্রসারতা প্রসন্নতা আনতে হলে মৈত্রী ভাবনার মাধ্যমে চিত্তগুহায় অবস্থিত 'পটিঘ' ভাবকে সমূলে উৎপাটিত করা সাধকের একান্ত প্রয়োজন। অমৈত্রী চিত্তে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নিবৃত্তি ধর্ম সাধন করা বোধিসত্ত্ব ও বুদ্ধগণেরও সম্ভব নয়। তাই দৃশ্য অদৃশ্য সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জীবের প্রতিও মৈত্রী ভাব সম্প্রসারণের জন্য মৈত্রীগুণ সর্বদা প্রত্যবেক্ষণ করা কর্তব্য।

তাই দেখা যায়, স্বয়ং ভগবান বুদ্ধ বুদ্ধকারক ধর্মের পরিপূর্ণতা হেতু বোধিসত্ত্ব জীবনে মৈত্রী সাধনা দ্বারা মৈত্রী গুণ অন্তরে সঞ্চিত করেছিলেন। সে মৈত্রী সাধন শক্তির বলেই ভগবান বুদ্ধ দাবাগ্নি সদৃশ্য মত্ত মাতঙ্গ নালগিরিকে দমন করে বুদ্ধশক্তি প্রকটিত করেছিলেন বলে বিভিন্ন জাতক কাহিনীতে এ' মৈত্রী পারমী সাধনার উদাহরণ দৃষ্ট হয়। সে কারণে ভগবান বুদ্ধ প্রয়োজনবোধে স্থান কাল পাত্র ভেদে মানবের মঙ্গলার্থে উপদেশচ্ছলে এ মৈত্রীর গুণ বর্ণনা করেছেন। তেবিজ্জ সূত্রে কি ভাবে মৈত্রীভাব সম্প্রসারণ করতে হয় বাসেট্‌ঠকে উপলক্ষ করে বললেন, "ভিক্ষু মৈত্রীপূর্ণ চিত্ত দ্বারা একদিক ব্যাপ্ত করিয়া বিহার করেন, তথা দুই দিক, তথা তিন দিক, তথা চার দিক। এ রূপে তিনি উর্দ্ধে, অধোতে, চতুর্দিকে, সর্বতোপায়ে, সর্বত্র, সর্বলোক, বিপুল, দূরব্যাপী, অপরিমেয় বিষয়ও বিদ্বেষ বিরহিত মৈত্রীপূর্ণ চিত্ত দ্বারা ব্যাপ্ত করিয়া বিহার করেন, হে বাসেট্‌ঠ যেমন বলবান শঙ্খধর অনায়াসেই চতুর্দিকে শঙ্খধ্বনি সকলের শ্রুতিগোচর করে, বাসেট্‌ঠ তেমনি এই মৈত্রী ভাবনা ও চেত বিমুক্তি সর্বভূতে নিরবিশেষে নিযুক্ত হয়, কেহই উপেক্ষিত হয় না।"

সর্বক্ষণ চিত্তে মৈত্রীভাব পোষণ করা পূর্ণ মনুষ্যত্ব বিকাশের এক শ্রেষ্ঠতম উপায়। তাই ভগবান বুদ্ধ তার পদাশ্রিত ভিক্ষু সংঘকে উদ্দেশ্য করে বৃহত্তর জন সংঘকে লক্ষ্য করে সূত্রাকারে ককচুপম সূত্রে মৈত্রীভাব পোষণের জন্য যে উপদেশ তা প্রনিধান-যোগ্য। 'ভিক্ষুগণ, কেহ যদি তোমাদিগকে অকালে অসঙ্গতরূপে, পুরুষবচন, নিরর্থক দ্বেষ পোষণ করিয়া কিছু বলে, তথাপি তোমাদের ইহাই শিক্ষা করা কর্তব্য—আমাদের চিত্ত বিকৃত হইবে না, আমরা পাপ বাক্য উচ্চারণ করিব না, আমরা হিতকামী ও করুণা পরশ হইয়া বিহার করিব।"

আমরা চিত্তকে মৈত্রীতে পূর্ণ রাখিব, অন্তরে দ্বেষ পোষণ করিব না। আমরা সেই পুরুষকে মৈত্রী সমযুক্ত চিত্ত দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া বিহার করিব এবং আমরা তাহা হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র ভুবনকে বিপুল দূরব্যাপী, অপরিমেয় বৈর ও বিদ্বেষ বিরহিত মৈত্রী সমযুক্ত চিত্ত দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া বিহার করিব।"

আপন চিত্তে ও কর্মে এ অহিংস বা মৈত্রী ভাব ভাবনা করাকে "ব্রহ্মবিহার" সাধনা বলে। সে ব্রহ্ম বিহার, সাধনার চারটি স্তরের মধ্যে রয়েছে মৈত্রী করুণা মুদিতা ও উপেক্ষা। যারা মৈত্রী সাধক তাদের চিত্তে কোন কারণেই উত্তেজনা ও হিংসা ভাবের উদ্রেক হয় না বলে সুখ শান্তিতে বিহার করতে পারে। এ শান্ত অশান্ত চিত্তেই বিমুক্তির বীজ উপ্ত হয়ে সাধককে সাধনার উর্ধ্বস্তরে নিয়ে যায়, এ ব্রহ্ম বিহার সাধনা অনুশীলন কিভাবে করা সম্ভব ভগবান বুদ্ধ "মেত্ত সূত্রে" তাহা বর্ণনা করেছেন। জগতের সকল প্রাণীই সুখ প্রত্যাশী। নিজে যে রূপ কোন প্রকার দুঃখের প্রত্যাশা করে না, জগতের সকল প্রাণীরাও সে কামনা করে। আমি এবং প্রাণীগণের মধ্যেই সমতুল্য জ্ঞান করাই মৈত্রী পারমীর সাধনার মুখ্য কথা। তাই ভগবান বুদ্ধ মেত্তসূত্রে দেশনা করেছেন :

মাতা যথা নিয়ং পুত্তং
আয়ুসা একপুত্ত অনুরক্খে,
এবম্পি সব্বভূতেসু।
মানসং ভাবয়ে অপরিমানং।

অর্থাৎ মাতা যেমন আপনার প্রাণ দিয়েও নিজের একমাত্র পুত্রকে রক্ষা করেন, সেরূপ সর্বভূতের প্রতি অপ্রমেয় মৈত্রীপূর্ণ মনোভাব পোষণ করবে।

অপ্রমেয় মৈত্রীভাব সর্বদিকে সর্বতোভাবে প্রসারিত করার জন্যও ভগবান বুদ্ধ উপদেশ দিয়েছেন—

"মেত্তঞ্চ সব্বলোকস্মিং
মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং,
উদ্ধং অধো চ তিরিয়ঞ্চ
অসম্বাধং অবেরমসপত্তং।"

প্রত্যেকে উর্ধ্বে, অধোদেশে, চতুর্দিকে সর্বলোকের প্রতি অপরিমেয়, মৈত্রীপূর্ণ, বাধারহিত, বিদ্বেষবর্জিত, শত্রুতাশূন্য মনোভাব পোষণ করবে।

ভদন্ত বুদ্ধঘোষ বিশুদ্ধিমার্গ গ্রন্থে পর্যায়ক্রমে মৈত্রী ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন। সে মৈত্রী ভাবনা হল, "আমি যেন শত্রুহীন, দ্বেষহীন, রোগহীন হয়ে সুখে বাস করি। আমার মত আমার আচার্য ও উপাধ্যায়গণ, মাতা-পিতা, উপকারী ব্যক্তি ও মধ্যম ব্যক্তি এবং শত্রু ব্যক্তিগণও শত্রুহীন, বিপদহীন, রোগহীন হয়ে সুখে বাস করুক, দুঃখ হতে মুক্ত হউক, সংকার্য দ্বারা প্রদত্ত সম্পত্তি হতে বঞ্চিত না হউক। এ জগতে সকলেই কর্মাধীন।" এ ভাবে সকল দেশ জনপদ এমনকি স্বর্গ নরকে সকল প্রকারের প্রাণীগন বিভিন্ন উপদ্রব ভয় হতে মুক্ত হয়ে সুখে জীবন যাপন করুক বলে মৈত্রী ভাবনা করার জন্য সাধন প্রণালী রয়েছে। এ রূপ মৈত্রী ভাবনার দ্বারা আত্মহিত ও পরহিত সম্ভব। মহাযানীরা মৈত্রী পারমী সাধনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বোধিচর্যা গ্রন্থে তা দেখা যায়, এক স্থানে উক্ত হয়েছে—

"ভীতাশ্চ নির্ভয়াঃ সন্তু, শোকার্তাঃ প্রীতি লাভিনঃ
উদ্বিগ্নাশ্চ নিরুদ্বেগা, বৃদ্ধিমন্তো ভবন্তু চ।"

"ভয়ভীতগণ নির্ভয় হউক, শোকার্তগণ প্রীতি লাভ করুক,
উদ্বিগ্ন যারা তারা নিরুদ্বেগ ও ধৃতিযুক্ত হউক।"

"আরোগ্যং রোগিনো সন্তু মচ্যন্তাং সর্ববন্ধনাৎ,
দুর্বলা বলিনঃ সন্তু স্নিগ্ধচিত্তাঃ পরস্পরং।"

রোগীরা আরোগ্য লাভ করুক, বন্দী প্রাণীগণ সকল বন্ধন হতে মুক্তি লাভ করুক, দুর্বলেরা সবল হউক, সকলে পরস্পর স্নেহময় চিত্ত হয়ে বাস করুক।

মৈত্রী ভাবনাকারীরা এগার প্রকার শুভ ফল লাভে নশ্বর জীবনেই অফুরন্ত সুখফল ভোগ করে নিজকে ধন্য করে। সে এগার প্রকার হল—

১। সুখং সুপতি—সুখে নিদ্রা হয়।

২। সুখং পটিবুজ্ঝতি—সুখে জাগ্রত হয়।

৩। ন পাপকং সুপিনং পস্সতি—পাপ স্বপ্ন দেখে না।

৪। মনুস্সানং পিয়ো হোতি মনুষ্যগণের প্রিয় হয়।

৫। অমনুস্সানং পিয়োহোতি—অমনুষ্যগণেরও প্রিয় হয়।

৬। দেবতা রকখন্তি—দেবতাগণ রক্ষা করে।

৭। ন অগ্‌গি বা বিসং বা সত্থং বা কমতি—অগ্নি, বিষ ও অস্ত্র দ্বারা দুঃখ পায় না।

৮। তুবটং চিত্তং সমাধিয়তি শীঘ্রই চিত্ত সমাধিস্থ হয়।

৯। মুখবণ্ণো বিপ্পসীদতি—মুখবর্ণ উজ্জ্বল হয়।

১০। অসম্মুল্হো কালং করোতি—সজ্ঞানে মৃত্যু হয়।

১১। উত্তরিং অপ্পটিবিজ্ঝন্তো ব্রহ্মলোকূপগো হোতি – অর্হৎ হতে না পারলেও ব্রহ্মলোকে জন্ম হয়।

ভগবান বুদ্ধ মৈত্রী পারমী পূরণার্থে যে সাধনা করেছেন, সে মৈত্রী গুণের যে কি আনিসংশ সে সম্পর্কে বলেছেন,— "হে ভিক্ষুগণ, পুণ্যকে ভয় করিও না। আমি সাত বছর মাত্র মৈত্রী ভাবনা করে সপ্ত মহাকল্প এ কামলোকে জন্মগ্রহণ করি নাই। কল্প বিনাশের সময় আভস্বর ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয়েছি। কল্প বিবর্তনকালে সর্বাগ্রে শূন্য ব্রহ্ম বিমানে জন্ম নিয়েছি। তখন আমি সকল ব্রহ্মা হতে গুণে যশে ঋদ্ধিতে মহানুভবতায় সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলাম। ছয়ত্রিশ বার দেবরাজ ইন্দ্র হয়েছি, বহুশতবার

চারি সমুদ্র ও চতুর্দ্বীপে বিভূষিত মহা পৃথিবীর অধীশ্বর হয়ে চক্রবর্তী রাজরূপে বিনাদণ্ডে, বিনা অস্ত্রে ধর্মতঃ রাজ্য শাসন করেছি। আর প্রদেশ বা ছোট রাজ্যের কথাইবা কি? তাই আমি বলি পুণ্যকে ভয় করিও না।"

মৈত্রী পারমী পূরণের জন্য কৃত সংকল্প ব্যক্তির নিকট অন্যান্য পারমী গুণই অনায়াসেই এসে যায়। এ জন্য ভগবান বুদ্ধ নানা ভাবে মৈত্রী পারমী গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে অজস্র উপদেশ দিয়েছেন. সকল জীবের প্রতি মমতাশীল, মৈত্রী পরায়ণ, দয়ালু, হিতৈষী ও অনুকম্পাকারী হওয়া উচিৎ। মৈত্রীকামী ব্যক্তির শত্রু রহিত হয়। সসাগরা পৃথিবীর অধিনায়কত্ব অথবা লক্ষ-মুদ্রাব্যয়ে যজ্ঞ সম্পাদন অপেক্ষা তুড়ি পরিমিত সময় মৈত্রী ভাবনা করাই শ্রেয়ঃ।

এ মৈত্রী পারমী সাধনার পরিপূর্ণতা দ্বারা সাধক যে নির্বাণ সুখও লাভ করতে পারেন তা বুদ্ধ ভাষায় বর্ণিত হয়েছে:

যোচ মেত্তং ভাবয়তি অপ্পমানং পতিস্সতো
তনু সংযোজনা হোন্তি পস্সতো উপধিক্খয়ং।

যিনি স্মৃতি সহকারে সকল জীবের প্রতি অপ্রমান মৈত্রী ভাবনা করেন. তিনি দশ সংযোজন ক্ষয় করে পরিশেষে পরম শান্তি-ময় নির্বাণ সাক্ষাৎ করেন।

—০—

উপেক্ষা পারমী

—অধ্যাপক ভিক্ষু জে, প্রজ্ঞাবংশ থের
পরিচালক, বাংলাদেশ ভিক্ষু প্রশিক্ষণ ও সাধনা কেন্দ্র।

পালি শাস্ত্রের ক্রম মতে দশম বা সর্বশেষ পারমী হ'ল "উপেক্ষা পারমী।" উপ + ইকখা — উপেকখা। এখানে উপ অর্থে যথার্থতা, নিরপেক্ষতা এবং যুক্তি যুক্ততা ইত্যাদি ভাবের দ্যোতনা করে। 'ইকখা' অর্থে বুঝায় দর্শন করা, নিরীক্ষণ করা এবং উপলব্ধি করা। বস্তুতঃ উপেক্ষা শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল যথাযথ নিরীক্ষণের মাধ্যমে সঠিক উপলব্ধি অথবা নিরপেক্ষ দর্শন যা হবে কোন প্রকার আসক্তি বা বিরক্তিহীন, কোন প্রকার আনুকুল্যতা বা প্রতিকূল্যতা বিহীন। বস্তুতঃ পারমীতায় এই 'উপেক্ষা' বিষয়টি কিছুতেই অভেদানুভূতির দ্যোতক নয়। উপেক্ষা পারমীর অনুশীলন ক্ষেত্রটির স্বরূপ নির্ধারণে মহামঙ্গল সূত্রের নিম্নোক্ত গাথাটি বিশেষ ভাবে প্রণিধান যোগ্য—

ফুট্‌ঠস্‌স্‌ লোক ধম্মেহি চিত্তং যস্‌স ন কম্পতি,
অসোকং বিরজং খেমং এতং মঙ্গল মুত্তমং।

অর্থাৎ—লোক ধর্মে চিত্ত স্বভাবতই প্রকম্পিত হয়। কিন্তু যাঁরা সে লোক ধর্মে সদা অকম্পিত থাকেন, কখনো শোকগ্রস্থ হন না; তাঁরা ক্লিষ্ট না করে স্বীয় চিত্তকে রাখেন বিরজ বিমল এবং ক্ষমাশীল চরিত্রের অধিকারী হন তাতেই হয় উত্তম মঙ্গল।

কথা হ'ল লোকধর্ম বলতে কাকে বুঝায়। ১) লাভ-অলাভ, ২) সুখ-দুঃখ, ৩) নিন্দা-প্রশংসা, ৪) মান-অপমান— এই চারিটি বিপরীত যুগ্মকেই বলা হয় অষ্টবিধ লোক ধর্ম।

সংসারে সমাজবদ্ধ জীবনে বাস করতে গেলে প্রতিনিয়ত এই লোক ধর্ম সমূহের দ্বারা আমাদের তাড়িত হতে হয়।

যখন আমার কোন প্রিয় অভিষ্ট সিদ্ধ হয় তখন আমার আনন্দ দেখে কে। আবার সেই ঈপ্সিত বস্তু হারালে রাত্রি অবসাদের ন্যায় আমার সারা দেহমন আচ্ছন্ন করে ফেলে। একেই বলে লাভ অলাভ জনিত লোক ধর্মে কম্পিত হওয়া।

তাই চরিয়া পিটকে উক্ত হয়েছে—

"শুচি বা অশুচি কিছু করিলে নিক্ষেপ,
বসুন্ধরা তাতে কভু করে না আক্ষেপ।
তেমনি তুমিও নাথ সুখ দুঃখ ভুলে,
রক্ষি সমচিত্ত চির উপেক্ষক ছিলে।
এ হেন চিত্তের বলে বোধিতরু মূলে,
মরণের এপাড়েই তুমি অমৃত লভিলে।"

কোন উত্থাল তরঙ্গমালা যেমন ভাঙতে পারে না অতলান্ত সমুদ্রের তলদেশের অপার শান্তি; স্তব্ধ নিথরতা তেমন অচঞ্চল হতে হবে উপেক্ষা পারমীর অনুশীলনকারীকে। শেষ কথা, উপেক্ষা পারমীর অনুশীলনরত যিনি তিনি ভোগাকাঙ্খা (ছন্দ), ঘৃণা (দ্বেষ), ভয় এবং অজ্ঞানতা (মোহ), ইত্যাদি হীন প্রবৃত্তির দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে সবকিছুর প্রতি জ্ঞান সংপ্রযুক্ত উপেক্ষা সহগত বিচারশীল হবেন।

অতীতে আমাদের গৌতম বোধিসত্ত্ব এই উপেক্ষা পারমীর পূর্ণতা সাধনে কি ভাবে অগ্রসর হয়েছিলেন এক্ষণে তার দু' একটি উদাহরণ দিয়ে এই প্রবন্ধের ইতি টানা যাক্।—

'একরাজ' জাতকে দেখা যায় আমাদের গৌতম বোধিসত্ত্ব সে সময় বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করে যাবতীয় শিল্প শাস্ত্রে সুশিক্ষা লাভ করলেন। পিতা

বানপ্রস্থ অর্থাৎ ঋষি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে হিমালয়ে তপ-যপে চলে গেলে তিনি পিতার সিংহাসনে অভিষিক্ত হলেন। দশ-বিধ রাজ ধর্ম রক্ষা করে, দান ধর্ম ও উপোসথ ব্রতাদি পালন করে, সারা বারণসী রাজ্যকে তিনি ভূস্বর্গে পরিণত করলেন। কিন্তু এক দুষ্ট অমাত্য সেই নন্দনকাননে কীট সদৃশ্য হয়ে দেখা দিলেন। তিনি খোদ রাজ অন্তপুরেই স্বৈরাচারী তাণ্ডব শুরু করে এতে মহান ধার্মিক রাজা উত্যক্ত হয় সেই অমাত্যকে বারাণসী রাজ্য হতে বহিষ্কার করলেন। দুরাচারী ধূর্ত অমাত্য এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়ে প্রতিবেশী কোশল রাজের আশ্রয় নিলেন এবং নানা ভাবে কোশল রাজকে প্রলুব্ধ করলেন বারাণসী রাজ্য করায়ত্ব করার জন্যে।

একদিন, বাস্তবে তা-ই হল। কোশল রাজ্য আচমকা বারাণসী রাজ্য আক্রমণ করে ধর্মমতী রাজাকে বন্দী করলেন। বন্দী রাজাকে উৎপীড়ণার্থে ঊর্ধপাদ অধোশির করে ঝুলায়ে রাখা হ'ল। আশ্চর্য এই, সিংহ পরাক্রমশালী, তেজ-বীর্য দীপ্ত বারাণসী রাজ শত্রু রাজের এ হেন হীন কাপুরুষোচিত ব্যবহারে বিন্দুমাত্র ও তার প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করলেন না! শত্রু রাজের প্রতি অপ্রমেয় মৈত্রী চিত্ত উৎপন্ন করে মহামতি রাজা চতুর্থ ধ্যান লাভী হলেন এবং বাতুকাধীন ভাবনায় রত হয়ে উন্মুক্ত আকাশে পদ্মাসনে স্থিত হলেন। বারাণসী রাজের এই আশ্চর্য ঋদ্ধি শক্তি দেখে কোশল রাজ স্বীয় পাপ কর্মের অনুশোচনায় ভীষণ গাত্র দাহ অনুভব করতে লাগলেন। অনুতপ্ত, ভীত, আসিত কোশল রাজ বারাণসী রাজের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন কেমন করে এই আশ্চর্য ঋদ্ধি লাভ সম্ভব হ'ল। উত্তরে বোধিসত্ত্ব বারাণসী রাজাকে নিম্নের গাথাটি ভাষণ করলেন—

"পরম ক্ষান্তিতে শান্তি জেগেছিনু আমি পূর্বে সদা একমনে,

প্রার্থনা সফল শুন মহারাজ হয়েছে এতদিনে।
নাহি দুঃখ তাই মনের বিকারে, নাহি মোর দ্রব্য হেন,
চিত্তের প্রসাদ, হৃদয়ের বল হারাই বা বল কেন?
একান্ত মনে দান উপোসথ কত করেছি সম্পাদন,
মৈত্রীর অপূর্ব বানে শত্রু এবে মিত্র আমার, হে রাজন!
সে সুযশ লাভের বাসনা ছিল মনে এতদিন,
পেয়েছি তাহা তোমায় বন্ধু করে, কে বলে মোরে শক্তিহীন?
দুঃখে নরনাথ! সুখ নাশ হয়, তাই দুঃখের দাও নির্বাসন।
দুঃখিত মনে সুখ উৎপাদিয়া, দুঃখেরে কর অপসারণ।
জান হে রাজন! নিবৃত্ত যে জন, নাহি ভেদ জ্ঞান সুখ দুঃখে
সুখে-দুঃখে উভয়েতে তিনি নিরন্তর নির্বিকার কভুতার।"

অনুশোচনীয় জাতকে দেখা যায় বিবাহে একান্ত অনিচ্ছুক বোধিসত্ত্ব, মাতা-পিতার মন রক্ষার্থে সুবর্ণ প্রতিমা সদৃশঃ পরমা সুন্দরী স্ত্রী পরিগ্রহণ করেও কোন দিন সহবাসে লিপ্ত হন নি। মাতা পিতার মৃত্যুর পর সংসার জীবনে নির্লিপ্ত এই দম্পতি যুগল হিমবন্ত প্রদেশে ঋষি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন। একদা উভয়ে লোকালয়ে লবণ ও ঝাল সেবনে এসে মিশ্রিত ভোজনে স্ত্রী স্মিতা ভাষিণীর রক্তামশায় দেখা দেয়। এতে তিনি এক পান্থশালায় মৃত্যু বরণ করেন। পান্থশালার যাত্রীরা এই অপূর্ব সুন্দরী সন্ন্যাসিনীটি সন্ন্যাসীর সম্পর্কে কি হন জিজ্ঞাসা করলে বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন—"উনি গৃহীকালে আমার স্ত্রী ছিলেন। আপাততঃ পথের সাথী।"

উপেক্ষা পারমী পরিপূরণ রত বোধিসত্ত্বের এহেন চিত্ত ভাব ফুটে উঠেছে "মহা লোমহংস" জাতকেও।

এ সময়ে দেখা যায় বোধিসত্ত্ব প্রাপ্ত বয়সে ব্রহ্মচর্যের প্রতি রতি উৎপাদন পূর্বক শ্মশানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তখন তার নাম হ'ল মহালোমহংসক ঋষি। সংসার অসার এই দেহ ও

জীবন ক্ষণস্থায়ী এমন অনিত্য চিন্তায় মগ্ন হয়ে তিনি সাংসারিক যাবতীয় বিষয় আসয়ের প্রতি থাকতেন সদা নির্লিপ্ত। এতে বহু লোক তার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন ছিলেন। এতে সেই লোমহংসক ঋষির যশ-কীর্তি প্রশংসা এবং লাভ সংকার ও গেল বেড়ে। অপর দিকে কেউ কেউ তাকে বিপরীত সমালোচনাও করতো ভণ্ড তপস্বী বলে। কিন্তু সাংসারিক যাবতীয় বিষয়ে নির্লিপ্ত ঋষি বলতেন—

"যে মে দুক্‌খং উপহরণ্তি যে মে দেন্তি সুখং মম,
সব্বে সংসমকো হোমি দয়াকো পন ন বিজ্জতি।
সুখে দুক্‌খে তুলাভূত যসেসু অযসেসু চ,
সব্বত্থা সমকো হোমি এ চ মে উপেক্‌খ পারমি'তি।

অর্থাৎ যে দেয় মোরে দুঃখ উপহার, যে দেয় সুখ মোরে,
সকলের প্রতি সমভাব আমি, দয়া যার নাই তাহারও প্রতি।
সুখে দুঃখে সমভাব আমি, যশে-আখ্যাতি তথা,
সর্বত্র সমভাব আমি এ মোর উপেক্ষা পারমী।

মহাজনক জাতকে দেখা যায়— মিথিলার তখনকার রাজা আমাদের গৌতম বোধিসত্ত্ব। একদিন প্রতিরোধ্য অগ্নির লেলিহান শিখা গ্রাস করলো স্বর্গপুরী মিথিলার রাজপুরকে। একে একে সবকিছু ছাঁই হয়ে যাচ্ছে আর ওদিকে মিথিলা রাজ পরম উপেক্ষা ধ্যানে নিরত হয়ে উদান-গীতিতে বলছেন—

"অনন্তং বত মে বিত্তং ভাব্যং মে না'স্তি কিঞ্চনং,
মিথিলায়ং প্রদীপ্তয়ং ন মে কিঞ্চি দহ্যতে।"

অর্থাৎ - আমার অনন্ত বিত্ত সম্পদ ছিল।
ভবিষ্যতে আর থাকবে না কিছুই
পুঁড়িছে মিথিলা নগর,
কিন্তু কিছুই পুড়ল না আমার।

মিথিলার নগরী তুল্য জ্বলছে লোভ দ্বেষ মোহানলে মানব সকল। সকলে বুদ্ধাঙ্কুর হউক, পরম উপেক্ষা জলে সিক্ত হউক সবার অন্তর।

—০—

উপেক্ষা পারমী

—শ্রীমৎ সুগত বংশ মহাস্থবির
গল্প সাহিত্য ও বিনয় সূত্র বিশারদ

"জীতেন্দ্রিয়ং, জীত ক্লেশং, জীনেন্দ্রং পুরুষোত্তমং
উত্তমং সত্তমং ব্রহ্মং পুণ্যক্ষেত্রং নমাম্যহং।"

"জীতেন্দ্রিয়, জীত ক্লেশ, জীনেন্দ্র উত্তম পুরুষ জনগণের একমাত্র পুণ্যক্ষেত্র পরম ব্রহ্ম স্বরূপ তথাগত বুদ্ধ ভগবানকে বন্দনা করিতেছি।"

ভগবান তথাগত বুদ্ধের দশ পারমীর মধ্যে অন্তিম পারমী হল "উপেক্ষা পারমী।" তার দু'টা দিক। একটা ব্যবহারিক, অপর দিক হল আধ্যাত্মিক, সুখে দুঃখে, নিন্দায়-প্রশংসায়, যশে অযশে এবং ক্ষতিতে বৃদ্ধিতে নির্বিকার থাকা হল ব্যবহারিক উপেক্ষা।

"লভে অনুৎসুখী ক্ষতিকালে নির্বিকার
এ দুই পুরুষ ধন্য বলিলাম সার।"

বোধিসত্ত্ব জীবনে,

"শুচি বা অশুচি কিছু করিলে নিক্ষেপ
বসুন্ধরা তাতে কভু করে না আক্ষেপ,
তেমনি তুমিও নাথ সুখ দুঃখ ভুলে
রাখি সমচিত্ত চির উপেক্ষক ছিলে,
এহেন চিত্তের বলে বোধিতরু মূলে
মরণের এ পাড়েই তুমি অমৃত লভিলে।"

একরাজ জাতকে বোধিসত্ত্ব একবার বারাণসী রাজ ব্রহ্মদত্তের অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করে প্রাপ্ত বয়সে যাবতীয় শিল্প

শাস্ত্রে সুশিক্ষা লাভ করলে বারাণসীরাজ আপন পুত্রকে রাজ্য সমার্পন করে বানপ্রাস্থ জীবন যাত্রা নির্বাহ করতেছিলেন। বোধিসত্ব আপন পিতৃ দত্ত রাজ্য দশবিধ রাজ ধর্ম রক্ষা করে রাজত্ব করতেছিলেন। তিনি আপন রাজ্য সীমায় চারটি দানশালা তৈরী করে প্রতিদিন লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করে দান কার্য সম্পন্ন করতেন। উপোসথ দিবসে উপোসথ প্রতিপালন করতেন। ইতিমধ্যে একজন রাজকর্মচারী রাজ অন্তঃপুরে স্বৈরাচার সৃষ্টি করায় রাজা তাকে আপন কৃতকার্যের জন্য রাজ্য হতে নির্বাসন দণ্ড দিলেন। রাজদণ্ড প্রাপ্ত অমাত্য বারাণসী রাজ্য হতে বিতাড়িত হয়ে কোশল রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে অল্প দিনের মধ্যে রাজ সেবায় অংশ গ্রহণ করে তাদের বিশ্বাসভাজন হল। একদিন সে রাজাকে বলল ; "প্রভু! বারাণসী রাজ্য মক্ষিকা শূন্য মৌচাক সদৃশ্য। আপনি যদি ইচ্ছা করেন একই দিনে বারাণসী রাজ্য অধিকার করতে পারেন।"

কোশলরাজ বিদেশী অমাত্যের প্রস্তাবে বিশ্বাস স্থাপন করে বারাণসী রাজাকে নজর বন্দী করতঃ শিকায় ভর্তি করে অবনত শিরে দরজার চৌকাঠে ঝুলিয়ে রেখে দেন। বারাণসী রাজ কোশল রাজের এরূপ উৎপীড়ন পাওয়া সত্ত্বেও তৎপ্রতি বিরূপ মনোভাব পোষন করলেন না। শত্রু রাজের প্রতি মৈত্রী চিত্ত উৎপন্ন করে চতুর্থ ধ্যান লাভী হলেন এবং বায়ু কাসিন ভাবনায় রত হয়ে উন্মুক্ত আকাশে পর্য্যংকবদ্ধ হয়ে রহিলেন। এতে কোশল রাজের গাত্রে দাহ উৎপন্ন হয়েছিল। তৎকারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে বারাণসী রাজের প্রতি বিনা কারণে দুঃখদানের ফলশ্রুতি ধরা পড়ায় কোশলরাজ আপন কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে গেলেন।

"ভুঞ্জিয়াছ একরাজ পূর্বে তুমি বহুবিধ
কাম্য যাহা অন্যের দুর্লভ

নরক সদৃশ্য স্থানে একোনিপতিত তুমি
তব চিত্ত নির্ব্বিকার তব
পূর্ব্বের প্রশান্ত পূর্ব্বের মানস বল
এখন সমভাবে আছে
কারণ ইহার যাহা শুনিতে বাসনা বড়
দয়া করি বল মোর কাছে।”

অতঃপর বোধিসত্ত্ব এ গাথাগুলি বললেন ;—

ক্ষান্তি আর তপঃ মেনেছিনু আমি পূর্বে সদা একমনে
প্রার্থনা সফল শুন মহারাজ হইয়াছে এতদিনে,
নাহি দুঃখ তাই মনের বিকার নাহি মোর দ্রব্য যেন
চিত্তের প্রসাদ হৃদয়ের বল হারাইব বল কেন?
দান উপোসথকৃত্য সব আমি করিয়াছি সম্পাদন
প্রাজ্ঞ যশে বান শত্রু যে আমার মিত্র এবে হে রাজন!
সে সুযশ ভূপ পাইতে বাসনা ছিল মনে এতদিন
পাইয়াছি তাহা তবে কেন হব বলবীর্য শান্তি হীন?
দুঃখে নরনাথ সুখের বিনাশ হয় কভু সংগঠন
সুখ পুনঃরায় উপজিয়া মনে করে দুঃখ বিনাশন
নির্বৃত্ত যে জন নাহি ভেদন তান সুখে দুঃখে কভু তাঁর,
সুখে আর দুখে উভয় এ তিনি নিরন্তর নির্বিকার।”

ইহা শুনে কোশলরাজ বারাণসী রাজের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে বললেন ;— রাজন! আপনার রাজা আপনি গ্রহণ করুন। আপনার শত্রুর প্রতিরোধ করবার দায়িত্ব আমার উপর রহিল। তিনি দুষ্ট প্রকৃতির অমাত্যকে যথাযথ শাস্তি বিধান করলেন। কিন্তু বোধিসত্ত্ব আপন অমাত্যগণের উপর রাজ্য সমার্পন করে হিমালয়ে গমন করে। ঋষি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে কর্ম পরিকর্ম ভাবনা অনুশীলন করে চতুর্থ ধ্যান লাভ করে আয়ু শেষে ব্রহ্মলোক পরায়ন হয়েছিলেন।

অনুশোচনীয় জাতক ঃ

বোধিসত্ত্ব আর একবার উদীচ্য ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। প্রাপ্ত বয়সে তক্ষশীলায় গমন করে ত্রিবেদ ও অষ্টাদশ বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে যত্ন সহকারে মাতা-পিতার সেবাযত্ন করেছিলেন। তার মাতা পিতা চিন্তা করলেন তাদের ছেলের এখন বিয়ের সময় হয়েছে তাকে বিয়ে দিয়ে গার্হস্থ্য ধর্মে আবদ্ধ করতে হবে। তারা ছেলের বিয়ের প্রস্তাব উপস্থাপন করলে ছেলে বলল ; —"মা ও বাবা, আপনারা বৃথা চেষ্টা করবেন না। আমার গার্হস্থ্য ধর্মে আকর্ষণ নেই। আপনাদের পরলোক প্রাপ্তির পর আমি সন্ন্যাস ধর্ম অবলম্বন করবো।" তার পিতা মাতা মনে করলেন, "এ প্রস্তাব বাল সুলভ, আমাদের ছেলে বিয়ে দেবার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে।" এতে ব্রাহ্মণ কুমার অনান্যোপায় হয়ে একটি সুবর্ণ প্রতিমা তৈরী করে বললেন ;—"মা বাবা এরূপ সর্বাঙ্গ সুন্দরী কন্যা লাভ করলে আমি সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হবো।" ব্রাহ্মণ দম্পতি মনে করলেন ; "আমার ছেলে পুণ্যবান সত্ত্ব, নিশ্চয় আমরা কন্যারত্ন লাভ করবো।" তারা কয়েকজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিমন্ত্রণ করে বললেন ;—"মহাত্মন, আমার ছেলের আপন হাতে গড়া সুবর্ণ প্রতিমা আপনারা দর্শন করেছেন। এরূপ প্রতিমার মত সুন্দরী কন্যা যদি সমস্ত জম্বুদ্বীপ পরিক্রমা করে কন্যা রত্ন পান, এই সুবর্ণ প্রতিমার বিনিময়ে নিয়ে আসবেন।"

ব্রাহ্মণগণ দেশ বিদেশে এই সুবর্ণ প্রতিমা নিয়ে পরিক্রমায় বের হয়ে বারাণসীর সন্নিকট অন্যতম গণ্ড গ্রামে রাস্তার পার্শ্বে শিবিকা রেখে যখন বিশ্রাম করছিলেন, গ্রামবাসীগণ পরস্পর বলাবলি করছিল যে অমুক ব্রাহ্মণ কন্যা শিবিকায় আরোহন করে দেশ ভ্রমণে বের হয়েছেন। এই সংবাদ ব্রাহ্মণগণ পেয়ে নির্বাচিত ব্রাহ্মণ পরিবারে গমন

করে সুবর্ণ প্রতিমার বিনিময়ে সম্মিতভাষিনী নাম ধেয় ব্রাহ্মণ-কন্যা নিয়ে এসে তাদের উভয়ের অনিচ্ছাসত্বেও বিবাহ কার্য সম্পন্ন করেছিলেন। তারা উভয়ে এক শয্যায় শয়ন করে কারো প্রতি কেউ লোভ দৃষ্টিতে অবলোকন করতেন না। কারণ তারা ছিল ব্রহ্মলোক হতে চ্যুত সত্ব। কালক্রমে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী কালগত হলে ব্রাহ্মণ কুমার তার স্ত্রীকে সম্বোধন করে বললেন;— "ভদ্রে, আমার এখন সময় হয়েছে, আমি প্রব্রজিত হবো। তুমি আপাততঃ এই পরিবারের সমস্ত সম্পত্তির মালিক। তুমি তা যথেচ্ছা পরিভোগ কর। আর আমি গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী হবো।" সম্মিতভাষিনী বলল: "আমার সম্পদের প্রতি লোভ নেই। আমিও সন্ন্যাসিনী হব।" তারা উভয়ে গার্হস্থ্য ধর্ম পরিত্যাগ করে ব্রহ্মচর্য ধর্মে দীক্ষা নিয়ে অতঃপর অষ্টাদশ বৎসর হিমালয়ে ব্রহ্মচর্য ধর্ম প্রতিপালন করতঃ লবণ ও অম্ল সেবন মানসে জন সমাগমে আগমন করলে সন্ন্যাসিনী সম্মিতভাষিনী মিশ্রিত অন্ন ভোজন করায় তার রক্তামশা রোগ উৎপন্ন হয়।

সন্ন্যাসী তাকে একখানি ধর্মশালায় রেখে ভিক্ষায় বের হলেন। কিন্তু ভিক্ষা হতে প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই সম্মিতভাষিনী দেহ রক্ষা করলেন। ধর্মশালায় যেসব যাত্রী ছিল সম্মিত-ভাষিনীর অপূর্ব দেহশ্রী দর্শন করে তারা মুগ্ধ হয়েছিল। ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী ভিক্ষা করে প্রত্যাবর্তন করলে তাকে জিজ্ঞাসা করেন— "সন্ন্যাসী এই পরিব্রাজিকাটি আপনার কে?" ব্রাহ্মণ বললেন ;— "সে গৃহীকালে আমার স্ত্রী ছিল। আপাততঃ পথের সাথী।" তিনি শোক কিম্বা পরিবেদন কিছু করলেন না। কারণ তিনি ছিলেন চতুর্থ ধ্যান লাভী। উপেক্ষা ধ্যান যোগী,—তত্র মধ্যস্থতা, চিত্তের স্থিরতা, সুখে দুঃখে কর্মের উপর নির্ভরশীলতা চিত্তের স্বভাব। এ হল উপেক্ষা সম্বোজাঙ্গ ব্রহ্ম বিহার ভাবনা,—

১। প্রথম ধ্যান :— সকল প্রকার কার্য অকুশল হতে বিভক্ত হয়ে সবির্তক সবিচার বিবেকজ প্রীতি সুখ মণ্ডিত প্রথম ধ্যান। প্রথম ধ্যানে প্রথম ধ্যান সমাপন্ন যোগীর মধ্যে পাঁচটি অঙ্গ বর্ত্তিত হয়—বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ ও একাগ্রতা। অতএব প্রথম পঞ্চাঙ্গ সম্পন্ন প্রথম ধ্যানে পাঁচটি অঙ্গ পরিহীন হয়। কামছন্দ, ব্যাপাদ, থিন মিদ্ধ, উদ্ধচ্চ কুকুচ্ছ ও সন্দেহ।

২। দ্বিতীয় ধ্যানে বিতর্ক, বিচার, অতীত অধ্যাত্ম সম্প্রসাদী চিত্তের একীভাব আনায়নকারী সমাধি প্রীতি সুখ মণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান।

৩। যোগী প্রীতি বিরাগী হয়ে উপেক্ষা ভাবে অবস্থান করেন, স্মৃতিমান সম্প্রজ্ঞাত হয়ে স্বচিত্তে প্রীতি নিরপেক্ষ সুখ অনুভব করেন। যে ধ্যানন্তরে আরোহন করে ধ্যায়ী উপেক্ষা সম্পন্ন স্মৃতিমান প্রীতি নিরপেক্ষ সুখে বিচরন করেন তাকে তৃতীয় ধ্যান বলে।

৪। পূর্ণ সর্ব্ব দৈহিক সুখ দুঃখ পরিহার করে পূর্ব্বের সৌমনস্য দৌমনস্য অস্তমিত করে, না দুঃখ না সুখ উপেক্ষা স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করে যোগী তাতে বিচরন করেন। ইহা উপেক্ষা ভাবনা এই চতুর্থ ধ্যানন্তরে আরোহন করে যোগী পঞ্চ অভিজ্ঞা অষ্ট সমাপত্তি লাভ করতে পারেন। পঞ্চ অভিজ্ঞা— ১) নানা প্রকার ঋদ্ধি, ২) দিব্য শ্রোত্র, ৩। পরচিত্ত বিষয় অবগত হওয়া, ৪। সত্ত্বগণের চ্যুতি উৎপত্তি জ্ঞান, ৫) জাতিস্মর জ্ঞান অর্থাৎ পূর্বজন্ম সম্পর্কে জানা।

ত্রিবিদ্যা :

১) পূর্ব নিবাস স্মৃতি জ্ঞান বা আপন অতীত জীবনের প্রতিচ্ছবি, ২) সত্ত্বগণের চ্যুতি উৎপত্তি জ্ঞান, ৩) আসব ক্ষয়ে জ্ঞান— কামাসব, ভবাসব, দৃষ্টি আসব, অবিদ্যা আসব। এগুলি

চতুর্থ ধ্যান লভ্য। অরূপধ্যান ও চতুর্থ ধ্যানের উপর নির্ভরশীল। এসব প্রতিষ্ঠার মূলে রয়েছে নিবৃত্তি লাভ করা। যাকে যোগীগণ বলে থাকেন ;—

"অপ্রতীতম্ অসম্প্রাপ্তম অনুচ্ছিন্নম্ অশাশ্বতম্
অনিরুদ্ধম্ অনুৎপন্নম্ এতং নির্ব্বানম্ উছতে।"

কৃতী চরম বিজ্ঞান নিরোধের পর চিত্ত সন্ততির যে অবস্থা তা প্রীতির অতীত কোন প্রকারের লভ্য নহে। কোন শাশ্বত পদার্থের উচ্ছেদ নাই অথবা ভঙ্গুর অবস্থার শাশ্বত ভাব প্রাপ্তি ও নহে, এর বিনাশ নাই, সেহেতু উৎপত্তি ও নাই। এ সকল লক্ষণযুক্ত অবস্থাকে অনুপাদিশেষ নির্ব্বাণ বলে।

উপেক্ষা পারমী পূরণে মহালোমহংস জাতক — বোধিসত্ত্ব একবার উদিচ্য ব্রাহ্মণকুলে জন্ম পরিগ্রহ করে প্রাপ্ত বয়সে ব্রহ্মচর্য ব্রতি উৎপন্ন করে শ্মশানে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। তার নাম ছিল মহালোমহংস ঋষি। তিনি সংসারে বিরাগী হয়ে যাবতীয় ভোগ্য বিষয়ে নির্লিপ্ত ছিলেন। জনগণ তার চারিত্রিক মাধুর্য্যে বিমুগ্ধ হয়ে তাকে বহু সম্মান সৎকার করতেন। আবার কেউ কেউ তার বিপরীত সমালোচনা মুখর ছিল। কিন্তু ঋষি সাংসারিক যাবতীয় বিষয়ে নির্লিপ্ত ছিলেন।

১। "যে মে দুক্খা উপরনতি যে মে দেন্তি সুখং মম
সব্বে সং সমথো হোমি দয়াথো পন ন বিজ্জতি।
সুখে দুঃখে তুলাভূত যসেসু অযসেসু চ
সব্বথা সমথো হোমি এ চ মে উপেক্খ পারমি'তি।

মহাজনক জাতকে উপেক্ষা ভাবনা

"অকিঞ্চন যেইজন সেই সে প্রকৃত সুখে যাপিয়ে জীবন,
পুড়িছে মিথিলাপুরী কিন্তু তাহে নাহি পুড়ে আমার কিঞ্চন।"

"অনন্তং বত মে বিত্তং
ভাবাং মে নাত্তি কিঞ্চিনং
মিথিলায়ং প্রদীপ্তয়ং ন মে কিঞ্চি দহ্যতে।"

"সব্বে সত্তা সুখিত্তা হোন্তু"
জগতের সকল প্রাণী সুখী হউক।

নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স

চরিয়া পিটক

প্রথম পরিচ্ছেদ

দান পারমিতা

অকীত্তি চরিতং (অকীত্তি চরিত)

—০—

১। কপ্পে চ সতসহস্সে চতুরো চ অসংখিয়ে,
এত্থ' অন্তরে যং চরিতং সব্বন তং বোধিপাচনং।

২। অতীত কপ্পে চরিতং ঠপয়িত্বা ভবাভবে,
ইমম্হি কপ্পে চরিতং পবক্খিস্সং সুণোহিমে।

৩। যদা অহং ব্রহারঞ্ঞে সুঞ্ঞে বিপিন কাননে—
অজ্ঝোগাহেত্বা বিহরামি অকীত্তি নাম তাপসো।

৪। তদা মং তপতেজেন সন্তত্তো তিদিবাভিভূ,
ধারেন্তো ব্রাহ্মণ বণ্ণং ভিক্খায় মং উপাগামি।

৫। পবনা আভতং পন্নং অতেলঞ্চ আলোণিকং,
মমং দ্বারে ঠিতং দিস্বা সকটাহেন আকিরিং।

৬। তস্স দত্বান' অহং পন্নং নিক্কুজ্জিত্বান ভাজনং,
পুন' এসনং জহিত্বান পাবিসিং পন্নসালকং।

৭। দুতিয়ংপি ততিয়ংপি উপগঞ্জি মম' অন্তিকং,
অকম্পিতো অনোলগ্গো এবং এব অদাস' অহং।

৮। ন মে তপ্পচ্চয়া অত্থি সরীরস্মিং বিবন্নিয়ং,
পীতিসুখেন রতিয়া বীতিনামেমি তং দিবং।

৯। যদি মাসং পি দ্বে মাসং দক্খিণেয্যং বরং লভে,
অকম্পিতো অনোলীনো দদেয্যং দানং উত্তমং।

১০। ন তস্স দানং দদমানো যসং লাভঞ্চ পত্থয়িং,
সব্বঞ্ঞুতং পত্থয়ানো তানি কম্মানি আচরিন' তি।

অকীত্তি চরিয়ং পঠমং

—০—

১ (২)
সঙ্খচরিয়ং (সঙ্খ চরিত)

১। পুনাপরং যদা হোমি ব্রাহ্মণো সঙ্খসব্হয়ো,
মহাসমুদ্দং তরিতুকামো উপগচ্ছামি পট্টনং।

২। তত্থ অদক্সিং পটিপথে সয়ম্ভুং অপরাজিতং,
কন্তারদ্ধানং পটিপন্নং তত্তায় কঠিনভূমিয়া।

৩। তং অহং পটিপথে দিস্বা ইমং অত্থং বিচিন্তয়িং,
ইদং খেত্তং অনুপত্তং পুঞ্ঞকামস্স জন্তুনা।

৪। যদাপি কস্সকো পুরিসো খেত্তং দিস্বা মহাগমং,
তত্থ বীজং ন রোপেতি ন সো ধঞ্ঞেন অত্থিকো।

৫। এবং এবাহং পুঞ্ঞকামো দিস্বা খেত্তবরুত্তমং,
যদি তত্থ কারং ন করোমি নাহং পুঞ্ঞেন অত্থিকো।

৬। যথা অমচ্চো মুদ্দিকামো রঞ্ঞো অন্তপুরে জনে,
ন দেতি তেসং ধনধঞ্ঞং মুদ্দিতো পরিহায়তি।

৭। এবং এবাহং পুঞ্ঞকামো বিপুলং দিস্বান দক্খিণং।
যদি তস্স দানং ন দদামি পরিহায়িস্সামি পুঞ্ঞতো।

৮। এবাহং চিন্তয়িত্বান ওরোহিত্বা উপাহনা,
তস্স পাদানি বন্দিত্বা অদাসিং ছত্তুপাহনং।

৯। তেন এবাহং সতগুণতো সুখুমালো সুখেধিতো-
অপি চ দানং পরিপূরেন্তো এবং তস্স অদাস'অহন'তি।

সঙ্খচরিয়ং দুতিয়ং

—০—

১ (৩)
কুরুধম্মচরিয়ং (কুরুধর্ম চরিত)

১। পুনাপরং যদা হোমি ইন্দপট্ঠে পুরুত্তমে,
রাজা ধনঞ্জয়ো নাম কুসলে দসহ উপাগতো।

২। কালিঙ্গ রট্ঠ-বিসয়া ব্রাহ্মণা উপগঞ্ছুং মং,
আয়াচুং মং হত্থিনাগং ধঞ্ঞং মঙ্গলসম্মতং।

৩। অবুট্‌ঠিকো জনপদো দুব্ভিক্‌খো ছাতকো মহা,
দদাহি পবরং নাগং নীলং অঞ্জনসব্হয়ং।

৪। ন মে যাচকং অনুপত্তে পটিক্‌খেপো অনুচ্ছবো,
মা মে ভিজ্জি সমাদানং দস্সামি বিপুলং গজং।

৫। নাগং গহেত্বা সোণ্ডায়ং ভিংকারে রতনাময়ে,
জলং হত্থে আকিরিত্বা ব্রাহ্মণানং অদং গজং।

৬। তস্মিং নাগে পদিন্নম্হি অমচ্চা এতদ্ অব্রবুং—
কিন্নু তুয়হং বরং নাগং যাচকানং পদস্সসি ?

৭। ধঞ্ঞং মঙ্গলসম্পন্নং সঙ্গামবিজয়ুত্তমং,
তস্মিং নাগে পদিন্নম্হি কিন তে রজ্জং করিস্সতী'তি।

৮। রজ্জং পি মে দদে সব্বং সরীরং দজ্জং অত্তনো,
সব্বঞ্ঞুতং পিয়ং ময়হং তস্মা নাগং অদাস'অহন'তি।

ইতি কুরুধম্ম চরিয়ং ততিয়ং।

—০—

১ (৪)

মহাসুদস্সনচরিয়ং (মহাসুদর্শন চরিত)

১। কুসাবতিম্হি নগরে যদা আসি মহীপতি
মহাসুদস্সনো নাম চক্‌কবত্তী মহব্ভলো।

২। তত্থাহং দিবসে তিক্‌খত্তুং ঘোসাপেমি তহিং তহিং
কো কিং ইচ্ছতি পত্থেতি কস্স কিং দীয়তি ধন ?

৩। কো ছাতকো কো তসিতো কো মালং কো বিলেপনং
নানারত্তানি বত্থানি কো নগ্গো পরিদহিস্সতি ?
কো পথে ছত্তং আদেতি কোপাহনা মুদুসভা ?

৪। ইতি সায়ং চ পাতো চ ঘোসাপেমি তহিং তহিং
ন তং দসসু ঠানেসু নপি ঠানসতেসু বা।

৫। অনেকসতট্‌ঠানেসু পটিয়ত্তং যাচকে ধনং
দিবা বা যদি বা রত্তিং যদি এতি বনীপকো।

৬। লদ্ধা যদিচ্ছিকং ভোগং পূরহত্থো বা গচ্ছতি
এবরূপং মহাদানং অদাসিং যাবজীবিকং।

৭। ন পাহং দেস্সং ধনং দক্খিমপিন' অত্থি নিচয়ো ময়ি,
যথাপি আতুরো নাম রোগতো পরিমুত্তিয়া।
৮। ধনেন বজ্জং তপ্পেত্বা রোগতো পরিমুচ্চতি
তথ' এবাহং জানমানো পরিপূরেতুং অসেসতো।
৯। উনধনং পূরয়িতুং দেমিদানং বনীপকে
নিরালয়ো অপচ্চয়ো সম্বোধিমনুপত্তিয়াতি।

মহাসুদস্সনচরিয়ং চতুত্থং

—০—

১ (৫)

মহাগোবিন্দ চরিয়ং (মহাগোবিন্দ চরিত)

১। পুনাপরং যদা হোমি সত্তরাজপুরোহিতো
পূজিতো নরদেবেহি মহা গোবিন্দো ব্রাহ্মণো।
২। তদাহং সত্তরজ্জেসু যং মে আসি উপায়নং
তেন দেমি মহাদানং অক্খোবভং সাগরূপমং।
৩। ন মে দেস্সং ধন ধঞ্ঞং ঞং পিন' আত্থি নিচ্চয়োময়ি
সব্বঞ্ঞুতং পিয়ং মযহং তস্ম দেমি বরং ধনংতি।

মহাগোবিন্দ চরিয়ং পঞ্চমং

—০—

১ (৬)

নিমিরাজ চরিয়ং (নিমিরাজ চরিত)

১। পুনাপরং যদা হোমি মিথিলায়ং পুরুত্তমে
নিমি নাম মহারাজা পণ্ডিতো কুসলত্থিকো।
২। তদাহং মাপাথিয়ত্বান চতুসালং চতুমুখং
তত্থদানং পবত্তেসিং মিগ-পক্খি নর নারিনং।
৩। অচ্ছাদনঞ্চ চ সয়নঞ্চ চ অন্নপানঞ্চ চ ভোজনং
অব্ভোচ্ছিন্নং করিত্বান মহাদানং পবত্তয়িং।
৪। যথাপি সেবকো সামিং ধন হেতুং উপাগতো
কায়েন বাচা মানসা আরা ধনীয়ং এসতি।

৫। তত্থ' এব্বাহং সব্বভবে পরিযেসিস্সামি বোধিয়ং
দানেন সত্তে তপ্পেত্বা ইচ্ছামি বোধিং উত্তমন তি।

নিমিরাজ চরিয়ং ছট্ঠমং

—০—

১ (৭)

চন্দকুমার চরিয়ং (চন্দকুমার চরিত)

১। পুনাপরং যদা হোমি একরাজস্স অত্রজো
নগরে পুপ্ফবতিয়া কুমারো চন্দসবহয়ো।

২। তদাহং যজনা মুত্তো নিক্খন্তো যঞ্ঞবাটকো
সংবেগং জনয়িত্বান মহাদানং পবত্তয়িং।

৩। নাহং পিবামি খাদামি ন পি ভুঞ্জামি ভোজনং
দক্খিণেয়্যং অদত্বান অপি ছপ্পঞ্চ রত্তিয়ো।

৪। যদা পি বানিজো নাম কত্বান ভণ্ড সঞ্চয়ং
যত্থ লাভো মহা হোতি তত্থাহরতি ভণ্ডকং।

৫। তথ' এব সকভুত্তাপি পরে দিন্নং মহপ্ফলং
তস্মা পরস্স দাতব্বং সতভাগো ভবিস্সতি।

৬। এতং অত্থবসং ঞত্বা দেমি দানং ভবাভবে
ন পটিক্কমামি দানতো সম্বোধিমনুপত্তিয়া'তি।

চন্দকুমারচরিয়ং সত্তমং

—০—

১ (৮)

সিবিরাজচরিয়ং (সিবিরাজ চরিত)

১। অরিট্ঠ সব্হয়ে নগরে সিবিনামাসি খত্তিয়ো
নিসজ্জ পাসাদবরে এবং চিন্তেস' অহন তদা।

২। যং কিঞ্চি মানুসং দানং অদিন্নং মেনবিজ্জতি
যো পি মং যাচেয়্য মং চক্খুং দদেয়্যং অবিকম্পিতো।

৩। মম সংকপ্পং অঞ্ঞায় সক্কো দেবানং ইস্সরো
নিসিন্নো দেব পরিসায় ইদং বচনং অব্রবি—

৪। নিসজ্জ পাসাদবরে সিবিরাজা মহিদ্ধিকো
চিন্তেতো বিবিধং দানং অদেয়্যং সো ন পস্সতি।

৫। তথ্যং নু বিততন ন' ক্ততং হন্দ বিময় সয়ামি তং
মুহুত্তং আগমেয্যাথ যাব জানামি তং মননতি।

৬। পবেধমানো ফলিতসিরো বলিতগত্তো জরাতুরো
অন্ধবয়ো ব হুত্বান রাজানং উপসংকমি।

৭। সো তদা পগ্গহেত্বান বামং দক্খিণবাহু চ
সিরস্মিং অঞ্জলিংকত্বা ইদং বচনং অব্রবি—

৮। যাচামি তং মহারাজ ধম্মিকরট্ঠবড্ডনং
তব দানরতা কিত্তি উগ্গতা দেবমানুসে।

৯। উভো পি নেত্তা নয়না অন্ধা উপহতা মম
একং মে নয়নং দেহি ত্বং পি একেন যাপয়াতি।

১০। তস্সাহং বচনং সুত্বা হট্ঠো সংবিগ্গ মানসো
কতঞ্জলী বেদজাতো ইদং বচনং অব্রবিং—

১১। ইদানাহং চিন্তয়িত্বান পাসাদতো ইধ' আগতো
ত্বং মম চিত্তং অঞ্ঞায় নেত্তং যাচিতুং আগতো।

১২। অহো মে মানসং সিদ্ধং সংকপ্পো পরিপুরিতো
অদিন্নপুব্বং দানবরং অজ্জ দস্সামি যাচকে।

১৩। এহি সিবক উট্ঠেহি মা দন্ধয়ি মা পবে ধয়ি
উভো পি নয়নে দেহি উপ্পাটেত্বা ব তিব্বকে।

১৪। ততো সো চোদিতো ময়হং সিবকো বচনং করো
উদ্ধরিত্বান পাদাসি তালমিঞ্জং ব যাচকে।

১৫। দদমানস্স দেন্তস্স দিন্নদানস্স মে সতো
চিত্তস্স অঞ্ঞথান অত্থি বোধিয়া যেবকারণা।

১৬। ন মে দেস্সা উভো চকখু অত্তান মে ন দেস্সিয়ো
সব্বঞ্ঞুতং পিয়ং ময়হং তস্মা চকখুং অদাস' অহনতি।

সিবিরাজ চরিয়ং অট্ঠমং

—০—

১ (৯)

বেস্সন্তরচরিয়ং (বেস্সান্তর চরিত)

১। যামে অহোসি জনিকা ফুস্সতি নাম খত্তিয়া
সা অতীতাসু জাতিসু সক্কস্স চ মহেসিয়া।

২। তস্সা আয়ুক্খয়ং দিস্বা দেবিন্দো এতদ্ অব্রবি—
দদামিতে দস বরে বরং ভদ্দে যদ ইচ্ছসিতি।

৩। এবং বুত্তা চ সা দেবি সক্কং পুরিন্দম অব্রবি—
কিন্নু মে অপরাধ' অত্থি কিন্নু দেস্সা অহনতব
রম্মা চাবেসি মং ঠানা বাতোব ধরণিং রুহনতি?

৪। এবং বুত্তে চ সো সক্কো পুন তস্সেদম অব্রবি—
ন চ' এব তে কতং পাপং ন চ মে ত্বং অসি অপ্পিয়া।

৫। এত্তকং যেবতে আয়ুং চবনকালো ভবিস্সতি
পটিগ্গনহ মযা দিন্নে বরে দস বরুত্তমে তি।

৬। সক্কেন সা দিন্নাবরা তুট্ঠহট্ঠ পমোদিতা
মমং অব্ভন্তরংকত্বা ফুসতি দসবরেবরি।

৭। ততো চুতা সা ফুসতি খত্তিয়ে উপপজ্জথ
জেতুত্তরমহি নগরে সঞ্জয়েন সমাগমি।

৮। যদাহং ফুসতিয়া কুচ্ছিং ওক্কন্তো পিয়মাতুয়া
মম তেজেনে মে মাতা সদা দানরতা অহু।

৯। অধনে আতুরে জিনে যাচকে পট্ঠি কে জনে
সমণ ব্রাহ্মণে খীনে দেতি দানং অকিঞ্চনে।

১০। দস মাসে ধারয়িত্বান করোন্তে পুরপদক্খিণং
বেস্সানং বীথিয়া মজ্ঝে জনেসি ফুসতি মমং।

১১। ন মযহং মেত্তিকং নামং ন পি মেত্তিকসম্ভবং
জাতো'ম্হি বেস্সবীথিয়া তস্মা বেস্সন্তরো অহু।

১২। যদাহং দারকো হোমি জাতিয়া অট্ঠবস্সিকো
তদা নিসজ্জ পাসাদে দানং দাতুং বিচিন্তয়িং।

১৩। হদয়ং দদেয়্যং চক্খুং মাংসংপি রুহিরং পি চ
দদেয়্যং কায়ং যাচেত্বা যদি কোচি যাচকে মমং।
১৪। সভাবং চিন্তয়ন্তস্স অকম্পিতং অসণ্ঠিতং
অকম্পি তত্থ পঠবী সিনেরুবনবটংসকা।
১৫। অদ্ধদ্ধমাসে পন্নরসে পুন্নমাসে উপোসথে
পচ্চযং নাগং আরুয্হ দানং দাতুংউপাগমি।
১৬। কালিঙ্গ রট্ঠবিসয়া ব্রাহ্মণা উপগঞ্ছুং মং
আয়াচুং মং হত্থিনাগং ধঞ্ঞমঙ্গলসম্মতং।
১৭। অবুট্ঠিতো জনপদো দুব্ভিক্খো ছাতকো মহা
দদাহি পবরং নাগং সব্বসেতং গজুত্তমং।
১৮। দদামি ন বিকম্পামি যং মং যাচন্তি ব্রাহ্মণা
সন্তং নপ্পটিগুহামি দানে মে রমতি মনো।
১৯। ন মে যাচকং অনুপ্পত্তে পটিক্খেপো অনুচ্ছবো
মা মে ভিজ্জি সমাদানং দস্সামি বিপুলং গজং।
২০। নাগং গহেত্বা সোণ্ডায়ং ভিংকারে রতনাময়ে
জলং হত্থে আকিরিত্বা ব্রাহ্মনাণং অদং গজং।

(দ্রষ্টব্য – কুরুধর্মচরিত)

২১। পুনাপরং দদন্তস্স সব্বসেতং গজুত্তমং
তদাপি পঠবী কম্পি সিনেরুবন বটংসকা।
২২। তস্স নাগস্স দানেন সিবয়ো কুদ্ধা সমাগতা
পব্বাজেসুং সকা রট্ঠা বঙ্কং গচ্ছতু পব্বতং।
২৩। তেসং নিচ্ছুভমানানং অকম্পিতং অসণ্ঠিতং
মহাদানং পবত্তেতুং একং বরং অয়াচিস্সং।
২৪। যাচিতা সিবয়ো সব্বে একং বরং অদংসু মে
আয়াচয়িত্বা কন্নভেরিং মহাদানং দদাং অহং।
২৫। অথ' এত্থ বত্তিত সদ্দো তুমুলো ভেরবো মহা
দানেন মং নীহরন্তি পুন দানং দদাম 'অহং।

২৬। হত্থী অস্সে রথে দত্বা দাসী দাসং গবন ধনং
মহাদানং দদিত্বান নগরা নিক্খমিং তদা।
২৭। নিক্খমিত্বান নগরা নিবত্তিত্বা বিলোকিতে
তদাপি পঠবী কম্পি সিনেরুবনবটংসকা।
২৮। চতুবাহিং রথং দত্বা ঠত্বা চাতুমহাপথে
একাকিয়ো অদুতিয়ো মদ্দি-দেবিং ইদং অব্রবিং:—
২৯। ত্বং মদ্দি কণহং গণ্হাহি লহুকা এসা কনিট্ঠকা
অহং জালিং গহেস্সামি গরুকো ভাতিকো হি সো।
৩০। পদুমং পুণ্ডরীকং ব মদ্দী কণ্হাজিনং অগ্গহী
অহং সুবণ্ণবিম্বং ব জালিং খত্তিয়ং অগ্গহিং,
ভূসং হত্থে আকিরিত্বা ব্রাহ্মণানং অদং গজং।
৩১। অভিজাতা সুখুমালা খত্তিয়া চতুরো জনা
বিসমসমং অক্কমন্তা বঙ্কং গচ্ছাম পব্বতং।
৩২। যে কেচি মনুজা যন্তি অনুমগ্গে পটিপথে
মগ্গন তে পটিপুচ্ছাম কুহিং বঙ্কতপব্বতো তি।
৩৩। তে তত্থ অম্হে পস্সিত্বা করুণং গিরংউদীরয়ুং
দু কখন তে পটিবেদেন্তি দূরে বঙ্কতপব্বতো।
৩৪। যদি পস্সন্তি পবনে দারকা ফলিতে দুমে
তেসং ফলানং হেতুমহি উপরোদন্তি দারকা।
৩৫। রোদন্তে দারকে দিস্বা উব্বিধা বিপুলা দুমা
সয়ং এব ওনমিত্বান উপগচ্ছন্তি দারকে।
৩৬। ইদং অচ্ছরিয়ং দিস্বা অব্ভুতং লোমহংসনং
সাধুকারং পবত্তেসি মদ্দী সব্বঙ্গ সোভনা।
৩৭। অচ্ছেরং তব লোকস্মিং অব্ভুতং লোমহংসনং
বেস্সন্তরস্স তেজেন সয়ং এব ওণতা দুমা।
৩৮। সঙ্খিপিংসু পথং যক্খা অনুকম্পায় দারকে
নিক্খন্ত দিবসেন' এব চেতরট্ঠম উপাগমুং।

৩৯। সখিরাজসহস্সানি তদা বসন্তি মাতুলা
সব্বে পঞ্জলিকা হুত্বা রোদমানা উপাগমুং।

৪০। তত্থ বত্তেত্বা সল্লাপং চেতেহি চেতপুত্তেহি
তে ততো নিক্খমিত্বান বঙ্কং অগমুং পব্বতং।

৪১। আমন্তয়িত্বা দেবিন্দো বিস্সুকম্মং মহিদ্ধিকং :—
অস্সমং সুকতং রম্মং পণ্ণসালং সুমাপয়।

৪২। সক্কস্স বচনং সুত্বা বিস্সুকম্মো মহিদ্ধিকো
অস্সমং সুকতং রম্মং পণ্ণসালং সুমাপয়ি।

৪৩। অজ্ঝোগাহেত্বা পবনং অপ্পসদ্দং নিরাকুলং
চতুরো জনা মযং তত্থ বসাম পব্বতন্তরে।

৪৪। অহং চ মদ্দী দেবী চ জালিকণ্হাজিনা চুভো
অঞ্ঞমঞ্ঞং সোকনুদা বসাম অস্সমে তদা।

৪৫। দারকে অনুরক্খন্তো অসুঞ্ঞো হোমি অস্সমে
মদ্দী ফলং আহরতি পোসেতি সা তয়ো জনে।

৪৬। পবনে বসমানস্স অদ্ধিকো মং উপাগমি
আয়াচি পুত্তকে মযহং জালিকণ্হাজিনে চুভো।

৪৭। যাচকং উপগতং দিস্বা হাসো মে উপপজ্জথ
উভো পুত্তে গহেত্বান অদাসি ব্রাহ্মণে তদা।

৪৮। সকে পুত্তে চজন্তস্স যাচকে ব্রাহ্মণে তদা
তদাপি পঠবী কম্পি সিনেরুবনবটংসকা।

৪৯। পুনদ এব সক্কো ওরুয্হ হুত্বা ব্রাহ্মণসন্নিভো
আয়াচি মং মদ্দি দেবিং সীলবতিং পতিব্বতং।

৫০। মদ্দিং হত্থে গহেত্বান উপকঞ্জলিং পূরয়
পসন্নমনসঙ্কপ্পো তস্স মদ্দিং অদাস' অহং।

৫১। মদ্দিয়া দীয়মানায় গগণে দেবা পমোদিতা
তদাপি পঠবী কম্পি সিনেরুবনবটংসকা

৫২। জালিকণ্হাজিনং ধীতং মদ্দিদেবিং পতিব্বতং
চজমানো ন চিন্তেসিং বোধিয়া যেব কারণা।

৫৩। ন মে দেস্সা উভো পুত্তা মদ্দী দেবী ন দেস্সিয়া
সব্বঞ্ঞুতং পিয়ং ময়হং তস্মা পিয়ে অদাসি' অহং।

৫৪। পুনাপরং ব্রহারঞ্ঞে মাতাপিতু সমাগমে
করুণং পরি দেবন্তে সল্লপন্তে সুখং দুক্খং।

৫৫। হিরোত্তপ্পেন গরুনা উভিন্নং উপসংকমি
তদাপি পঠবী কম্পি সিনেরুবনবটংসকা।

৫৬। পুনাপরং ব্রহারঞ্ঞা নিক্খমিত্বা সঞাতিভি
পবিস্সামি পুরং রম্মং জেতুত্তরং পুরুত্তমং।

৫৭। রতনানি সত্ত বস্সিংসু মহামেঘো পবস্সথ
তদাপি পঠবী কম্পি সিনেরুবনবটং সকা।

৫৮। অচেতনায়ং পঠবী অবিঞ্ঞায় সুখং দুকখং
সাপি দানবলা ময়হং সত্তক্খত্তুং পকম্পথা' তি।

বেস্সন্তর চরিয়ং নবমং

—০—

১ (১০)

সসপণ্ডিত চরিয়ং (শশ পণ্ডিত চরিত)

১। পুনাপরং যদা হোমি সসকো পবনচারিকো
তিণপণ্ণসাকফলভক্খো পরহেঠন বিবজ্জিতো।

২। মক্কটো চ সিঙ্গালো চ উদ্দপোতো চ অহং তদা
বসাম একসামন্তা সায়ং পাতো পদিস্সরে।

৩। অহং তে অনুসাসামি কিরিয়ে কল্যাণপাপকে
পাপানি পরিবজ্জেথ কল্যাণে অভিনি বস্সথ।

৪। উপোসথম্হি দিবসে চন্দং দিস্বান পূরিতং
এতেসং তত্থ আচিক্খি দিবসো অজ্জ' উপোসথ।

৫। দানানি পটিয়াদেথ দক্খিণেয়্যস্স দাতবে
দত্বা দানং দক্খিণেয়্যং উপবস্সথ উপোসথং।

৬। তে মে সাধু তি বত্বান যথা সত্তি যথাবলং
দানানি পটিয়া দেত্বা দকখিণেয়্যং গবেসিং সুং।

৭। অহং নিপজ্জ চিন্তেসি দানং দক্‌খিণ' অনুচ্ছবং
যদি'হং লভেদক্‌খিণেয়্যং কিং মে দানং ভবিস্‌সতি ?
৮। ন মে অত্থি তিলা মুগ্‌গা মাসা ব তণ্ডুলা-ঘতং
অহং তিণেন যাপেমি ন সক্কা তিণং দাতবে।
৯। যদি এতি দক্‌খিণেয়্যো ভিক্‌খায় মমসন্তিকে
দজ্জাহং সকং অত্তানং ন সো তুচ্ছো গমিস্সতি।
১০। মম সংকপ্‌পং অঞ্‌ঞায় সক্কো ব্রাহ্মণবণ্ণিনা
আসয়ং মে উপাগঞ্ছি দানবীমংসনায় মে।
১১। তং অহং দিস্বান সন্তুট্‌ঠো ইদং বচনং অব্রবিং :—
সাধু খো সি অনুপত্তো ঘাসহেতু মম' অন্তিকে।
১২। অদিন্নপুব্বং দানবরং অজ্জ দস্‌সামি তে অহং
তুবং সীলগুণুপেতো অয়ুত্তং তে পরহেঠনং।
১৩। এহি অগ্‌গিং পদীপেহি নানাকট্‌ঠে সমানয়
অহং পচিস্‌সং অত্তানং পক্‌কং ত্বং ভক্‌খয়িস্সসীতি।
১৪। সাধূতি সো হট্‌ঠমনো নানাকট্‌ঠে সমানয়ি
মহন্তং অকাসি চিতকং কত্বান' অঙ্গারগব্‌ভকং।
১৫। অগ্‌গিং তত্থ পদীপেতি যথা সো খিপ্‌পং মহাভবে
ফোটেত্বা রজগতে গত্তে একমন্তং উপাবিসি।
১৬। যদা মহাকট্‌ঠপুঞ্জো আদিত্তো ধূমং আয়তি
তদ উপ্‌পতিত্বা পপতিং মজ্‌ঝে জালসিখন্তরে।
১৭। যথা সীতোদকং নাম পবিট্‌ঠং যস্স কস্সচি
সমেতি দরথং পরিলাহং অদাসং দেতি পীতি চ।
১৮। তথ' এব জলিতং অগ্‌গিং পবিট্‌ঠস্স মমং তদা
সব্বং সমেতি দরথং যথা সীতোদকং বিয়।
১৯। ছবিচম্মং মংসং নহারুং অট্‌ঠিতহদয়বন্ধনং
কেবলং সকলং কায়ং ব্রাহ্মণস্স অদাস' অহনতি।

সসপণ্ডিত চরিয়ং দসমং

—— ০ ——

২০। অকীত্তি ব্রাহ্মণো, সঙ্খো কুরুরাজা ধনঞ্জয়ো,
মহাসুদস্সনো রাজা মহাগোবিন্দব্রাহ্মণো।

২১। নিমি, চন্দকুমারো চ সিবি, বেস্সন্তরো সসো,
অহং এব তদা আসিং যো তে দানবরে অদা।

২২। এতে দানপরিকখায় এতে দানস্স পারমী
জীবতং যাচকে দত্বা ইদং পারমী পূরয়িং।

২৩। ভিক্খায়' উপগতং দিস্বা সকত্তানং পরিচ্চজিং
দানে ন মে সমো ন' অত্থি এসা মে দানপারমী তি।

দান পারমিতা নিট্ঠিতা

দুতিয় পরিচ্ছেদ
সীল পারমিতা

২ (১)

মাতিপোসক চরিয়ং (মাতৃপোষক চরিত)

১। যদা অহোসি পবনে কুঞ্জরো মাতুপোসকো
ন তদা অত্থি মহিয়া গুণেন মম সাদিসো।

২। পবনে দিস্বা বনচরো রঞ্ঞো মং পটিবেদয়ি
তব' অনুচ্ছবো মহারাজ গজো বসতি কাননে।

৩। ন তস্স পরিকখায়' অথো ন পি আলককাসুয়া
সমাগহিতে সোণ্ডায় সয়ং এব ইধ' এহিতি।

৪। তস্স তং বচনং সুত্বা রাজা পি তুট্ঠমানসো
পেসেসি হত্থিদমকং ছেকাচরিয়ং সুসিক্খিতং।

৫। গন্ত্বান সো হত্থিদমকো অদস্স পদুমস্সরে
ভিসমূলং উদ্ধরন্তং যাপনত্থায় মাতুয়া।

৬। বিঞ্ঞায় মে সীলগুণং লকখণং উপধারয়ি
এহি পুত্তা তি বত্বান মম সোণ্ডায় অগ্গহি।

৭। যং মে তদা পাকতিকং সরীরানুগতং বলং
অজ্জ নাগ সহস্সানং বলেন সমসাদিসং।

৮। যদি' হং তেসং পকুপ্পেয়্যং উপেতং গহণায় মং
পটিবদ্ধো ভবে তেসং যাব রজ্জং পি মানুসং।

৯। অপি চাহং সীলরক্খায় সীলপারমিপূরিয়া
ন করোমি চিত্তে অঞ্ঞথত্তং পক্খিপন্তং মম আলকে।

১০। যদি তে মং তত্থ কোট্টেয়্যুং ফরসূহি তোমরেহি চ
ন' এব তে সং পকুপ্পেয়্যং সীলখণ্ডভয়া মমা তি।

সীলবনাগ চরিয়ং পঠমং

—o—

২ (২)

ভূরিদত্ত চরিয়ং (ভূরিদত্ত চরিত)

১। পুনাপরং যদা হোমি ভূরিদত্তো মহিদ্ধিকো
বিরূপক্খেন মহারঞ্ঞা দেবলোকং অগঞ্ছ' অহং।

২। তত্থ পস্সিত্বা' হং দেবে একন্তং সুখসমপ্পিতে
তং সগ্গং গমনত্থায় সীলব্বতং সমাদয়িং।

৩। সরীর কিচ্চং কত্বান ভুত্বা যাপনমত্তকং
চতুরো অঙ্গে অধিট্ঠায় সেমি বম্মিকমুদ্ধনি।

৪। ছবিয়া চম্মেন মংসেন নহারু অট্ঠিকেহি বা
যস্স এতেন করণিয়ং দিন্নং যেব হরাতু সো।

৫। সংসিতো অকতঞ্ঞুনা আলম্পানো মম অগ্গহি
পেলায় পক্খিপেত্বান কীলেতি মং তহিং তহিং।

৬। পেলায় পক্খিপন্তে পি সম্মদ্দন্তেপি পাণি না
আলম্পানেন ন কুপ্পামি সীলখণ্ডভয়া মম।

৭। সকজীবিত পরিচ্চাগো তিণতো লহুকো মম
সীলবীতিক্কমো ময়্হং পঠবী উপ্পতনা বিয়।

৮। নিরন্তরং জাতিসতং চজেয়্যং মম জীবিতং
ন' এব সীলং পভিন্দেয়্যং চতুদীপান হেতুপি।

৯। অপি চাহং সীলবক্খায় সীলপারমিপূরিয়া
ন করোমি চিত্তে অঞ্ঞথত্তং পক্খিপন্তং পি পেলেকে তি।

ভূরিদত্ত চরিয়ং দুতিয়ং

—o—

২ (৩)

চম্পেয়্যনাগ চরিয়ং (চম্পেয়্যনাগ চরিত)

১। পুনাপরং যদা হোমি চম্পেয়্যকো মহিদ্ধিকো
তদাপি ধম্মিকো আসি সীলব্বতসমপ্পিতো।

২। তদাপি মং ধম্ম চারিং উপবুট্ঠং উপোসথং
অহিকুণ্ডিকো গহেত্বান রাজদ্বারমহি কীলতি।

৩। যং সো বণ্ণং চিন্তয়ত্তি নীলপীতং ব লোহিতং
তস্‌স চিত্তানু বত্তন্তো হোমি চিন্তিতসন্নিভো।

৪। থলং করেয়্যং উদকং উদকং পি থলং করে
যদিহং তস্স পকুপ্পেয়ং খণেন ছারিকং করে।

৫। যদি চিত্ত বসী হেস্সং পরিহায়িস্সামি সীলতো
সীলেন পরিহীনস্স উত্তমত্থো ন সিজ্‌ঝতি।

৬। কামং ভিজ্জতু যং কায়ো ইধ' এব বিকিরীয়তু
ন' এব সীলং পভিন্দেয়্যং বিকিরন্তে ভুসংবিয়্যতি।

চম্পেয়্যনাগ চরিয়ং ততিয়ং

---

২ (৪)

চূলবোধি চরিয়ং (চূলবোধি চরিত)

১। পুনাপরং যদা হোমি চূলবোধি সুসীল বা
ভবং দিস্বান ভয়তো নেক্‌খম্মং অভিনিক্‌খমিং।

২। যা মে দুতিয়িকা আসি ব্রাহ্মণী কণকসন্নিভা
সা বিবট্টে অনপেখা নেকখম্মং অভিনিক্‌খমি।

৩। নিরালয়া ছিন্নবন্দু অনপেক্‌খা কুলে গণে
চরন্তা গামনি গমং বারাণসিং উপাগমুং।

৪। তত্থ বসাম নিপকা অসং সট্‌ঠা কুলে গণে
নিরাকুলে অপ্প মদ্দে রাজ' উয়্যানে বসাম উভো।

৫। উয়্যানদস্সনং গন্ত্বা রাজা অদ্দস ব্রাহ্মণিং
উপসম্ম মমং পুচ্ছি তুয়হ' এসা কস্সভরিয়াতি ?

৬। এবং বুত্তে অহং তস্স ইদং বচনং অব্রবিং :—
ন ময়হং ভরিয়া এসা সহধম্মা একসাসনী।

৭। তস্সা সারত্তাধীগতো গাহাপেত্বান চেতকে
নিপ্পীলয়ন্তো বলসা অন্তেপুরং পবেসয়ি।

৮। ওদপপত্তিকিয়া মযহং সহজা একসাসনী
একডচিত্বা নিয়ন্তিয়া কোপোমে উপপজ্জথ।

৯। সহকোপে সমুপ্পন্নে সীলব্বতং অনুস্সরিং
তথ' এব কোপং নিগ্গণ্হিং নাদাসি বুডচিতুং পরি।

১০। যদি নং ব্রাহ্মণিং কোচি কোট্টেয্য তিনহসত্তিয়া
ন' এব সীলং পভিন্দেয্যং বোধিয়া যেব কারনা।

১১। ন মে সা ব্রাহ্মণি দেস্সা ন পিমে বলং ন বিজ্জাতি
সব্বঞ্ঞুতং পিয়ং ময়হং তস্মা সীলানুরক্খিস্সন তি।

চূলবোধি চরিয়ং চতুত্থং

---

২ (৫)

মহিসরাজ চরিয়ং (*মহিষরাজ চরিত*)

১। পুনাপরং যদা হোমি মহিংসো বনচারকো
পবড্ঢকায়ো বলবা মহন্তোভীমদস্সনো।

২। পব্ভারে গিরিদুজ্জে চ রুক্খমূলে দকাসয়ে
হোতি' এত্থ ঠানং মহিংসানং কোচি কোচি তহিং তহিং।

৩। বিচরন্তো ব্রহারঞ্ঞে ঠানং অদ্দস বন্ধকং
তং ঠানং উপগন্ত্বান তিট্ঠামি চ সয়ামি চ।

৪। অথ' এত্থ কপি মাগন্ত্বা পাপো অনরিয়ো লহু
খন্দে ন লাটে ভমুখে মুত্তেতি ওহনেতি তং।

৫। সকিং পি দিবসং দুতিয়ং ততিয়ং চতুত্থং পিচ
দূসেতি মং সব্বকালং তেন হোমি উপদ্দুত।

৬। মমং উপদ্দুতং দিস্বা যক্খো মং ইদং অব্রবি ঃ—
নাসেহ এতং ছবং পাপং সিঙ্গে হি চ খুরেহি চ।
৭। এবং বুত্তে তদা যক্খে অহং তং ইদং অব্রবিং—
কিং ত্বং মক্খেসি কুণপেন পাপেন অনরিয়েন মং ?
৮। যদি' হং তস্স কুপ্পেয়্যং ততো হীনতরোভবে
সীলঞ্চ মে পভিজ্জেয্য বিঞ্ঞূ চ গহরেয়্যং মং।
৯। হীলিতা জীবিতা বাপি পরিসুদ্ধেন মতং বরং
ক্যাহং জীবিতহেতু পি কাহামি পরহেঠনং
১০। মং এভায়ং মঞ্ঞমানো অঞ্ঞেপ' এবং করিস্সতি
তে ব তত্থ বধি-স্সন্তি সা মে মুত্তি ভবিস্সতি।
১১। হীন মজ্ঝিম-উক্কট্ঠে সহন্তো অবমানিতং
এবং লভতি সপ্পঞ্ঞো মনসা যথা পত্থিতনতি।
মহিংসরাজ চরিয়ং পঞ্চমং।

—০—

২ (৬)

রুরুমিগরাজ চরিয়ং (রুরু মৃগরাজ চরিত)

১। পুনাপরং যদা হোমি সুত্তত্তকনকসন্নিভো
মিগরাজা রুরু নাম পরমসীলসমাহিতো।
২। রম্মে পদেসে রম্মনীয়ে বিবিত্তে অমনুস্সকে
তত্থ বাসং উপগঞ্ছিং গঙ্গাকুলে মনোরমে।
৩। অথ উপরি গঙ্গায় ধনিকেহি পরিপীলিতো
পুরিসো গঙ্গায় পততি জীবামি বা মরামি বা।
৪। রত্তিং দিবং সো গঙ্গায় বুয্হমানো মহোদকে
রবন্তো করুণং রবং মজ্ঝে গঙ্গায় গচ্ছতি।
৫। তস্সাহং সদ্দং সুত্বান করুণং পরিদেবতো
গঙ্গায় তীরে ঠত্বান অপুচ্ছিং কো সি ত্বং নরো ?
৬। সো মে পুট্ঠো চ ব্যাকাসি অত্তনো কারণং তদা
ধনিকেহি ভীতো তসিতো পক্খন্তো'হং মহানদিং।

৭। তস্স কত্বান কারুঞ্ঞং চজিত্বা মম জীবিতং
পবিসিত্বা নীহরিন তস্স অন্ধকারম্হি রত্তিয়া।

৮। অস্সথ কালং অঞ্ঞায় তস্সাহং ইদং অব্রবিং ঃ—
একন তং বরং যাচামি মা মং কস্সচি পাবদ।

৯। নগরং গন্ত্বান আচিক্খি পুচ্ছিতো ধনহেতুকো
রাজানং সো গহেত্বান উপগঞ্ছি মং অন্তিকং।

১০। যাবতা কারণং সব্বং রঞ্ঞো আরোচিতং ময়া
রাজা সুত্বান বচনং উস্সুং তস্স বিকপ্পয়ি ঃ—
ইধ' এব ঘাতেয়িস্সামি মিত্তদুব্ভিং অনরিয়ং।

১১। তং অহং অনুরক্খন্তো নিম্মিনি মম অত্তনা ঃ—
তিট্ঠ তে সো মহারাজ কামঙ্কারো ভবামি তে।

১২। অনুরক্খিং মম সীলং নারক্খিং মম জীবিতং
সীলবা হি তদা আসিং বোধিয়া যেব কারনাতি।

রুরু মিগরাজ চরিয়ং ছট্ঠমং

—o—

২ (৭)

মাতঙ্গ চরিয়ং (মাতঙ্গ চরিত)

১। পুনাপরং যদা হোমি জটিল উপ্পতাপনো
মাতঙ্গো নাম নামেন সীলবা সুসমাহিতো।

২। অহং চ ব্রাহ্মণো একো গঙ্গাকূলে বসাম উভো
অহং বসামি উপরি-হেট্ঠা বসতি ব্রাহ্মণো।

৩। বিচরন্তো অনুকূলম্হি উদ্ধং মে অস্সম' অদ্দস
তত্থ মং পরিভাসেত্বা অভিসপি মুদ্ধফালনং।

৪। যদি' হং তস্স কুপ্পেয়্যং যদি সীলং ন গোপয়ে
ওলোকেত্বান ' অহন তস্স করেয়্যং ছারিকংবিয়।

৫। যং সো তদা মম অভিসপি কুপিতোদুট্ঠমানসো
তস্স ' এব মত্থকে নিপতি যোগেন তং পমোচয়িং।

৬। অনুরক্খিং মম সীলং নারক্খিং মম জীবিতং
সীলবা হি তদা আসিং বোধিয়া যেব কারনাতি।

মাতঙ্গ চরিয়ং সত্তমং

—০—

২ (৮)

ধম্মাধম্ম দেবপুত্তচরিয়ং (ধর্মাধর্মদেবপুত্র চরিত)

১। পুনাপরং যদা হোমি মহাযক্খো মহিদ্ধিকো
ধম্মো নাম মহাযক্খো সব্বলোকানুকম্পকো।

২। দসকুসলকম্মপথে সমাদপেন্তো মহাজনং
চরামি গামনিগমং সমিত্তো সপরিজ্জনো।

৩। পাপো কদরিয়ো যক্খো দীপেন্তো দসপাবকে
সো প' এত্থ মহিয়া চরতি সমিত্তো সপরিজ্জনো।

৪। ধম্মবাদী অধম্মো চ উভো পচ্চনিকা ময়ং
দুরে দুরং ঘট্টয়ন্তা সমিম্হা পটিপথে উভো।

৫। কলহো বত্তি অস্মা কল্যাণপাপকস্স চ
মগ্গা ওক্কমনত্থায় মহাযুদ্ধো উপট্ঠিতো।

৬। যদি'হং তস্স পকুপ্পেয়্যং যদি ভিন্দে তপোগুনং
সহ পরিজনন তস্স রজ ভূতং করেয়্য' অহং।

৭। অপি চাহং সীলরক্খায় নিব্বাপেত্বান মানসং
সহ-জনেন' ওক্কমিত্বা পথং পাপস্স' অদাস অহং।

৮। সহ পথতো ওক্কন্তো কত্বা চিত্তস্স নিব্বুতিং
বিবরং অদাসী পঠবীপাপযক্খস্স তাবদে তি।

ধম্মাধম্ম দেবপুত্তচরিয়ং অট্ঠমং

২ (৯)

অলীনসত্তু চরিয়ং (অলীন সত্তচরিত)

১। পঞ্চাল রট্ঠে নগরে কম্পিলায়ং পুরুত্তমে
রাজা জয়দ্দিসো নাম সীলগুনং উপাগতো।

২। তস্স রঞ্ঞো অহং পুত্তো সুতধম্মো সুসীলবা
অলীনসত্তো গুণবা অনুত্তরপরিজ্জনো সদা।
৩। পিতা মে মিগবং গন্ত্বা পোরিসাদং উপাগমি
সো মে পিতুং অগ্গহেসি বক্খো সি মম মা চলি।
৪। তস্স তং বচনং সুত্বা ভীতো তসিত বেধিতো
উরুথম্ভো অহু তস্স দিস্বান পোরিসাদকং।
৫। মিগবং গহেত্বা মুঞ্চস্সু কত্বা আগমনং পুণ
ব্রাহ্মণস্স ধনং দত্বা পিতা আমন্তয়ি মমং।
৬। রজ্জং পুত্তপটিপজ্জ মা পমজ্জি পুরং ইদং
কতং মে পোরিসাদেন মম আগমনং পুণ।
৭। মাতা পিতু চ বন্দিত্বা নিমিনিত্বান অত্তানং
নিক্খিপেত্বা ধনুখগ্গং পোরিসাদং উপাগমিং।
৮। সসত্থহত্থুপগতং কদাচি সো তসিস্সতি
তেন ভিজ্জিস্সতি সীলং পরিত্তাসং কতে ময়ি।
৯। সীলখণ্ডভয়া ময়হং তস্স দেস্সং ন ব্যাহরিং
মেত্তচিত্তো হিতবাদী ইদং বচনং অব্রবিং—
১০। উজ্জলেহি মহা অগ্গিং পপতিস্সামি রুক্খতো
সম্পত্তকালং অঞ্ঞায় ভক্খয় ত্বং পিতামহ।
১১। ইতি সীলবত্তং হেতু নারকখিং মম জীবিতং
পব্বাজেসিঞ্চ চাহং তস্স সদা পাণোতিপাতিকনতি
অলীনসত্ত চরিয়ং নবমং।

—o—

২ (১০)

সঙ্খপাল চরিয়ং (সঙ্খপাল চরিত)

১। পুনাপরং যাদ হোমি সঙ্খপালো মহিদ্ধিকো
দাঠাদবুধো ঘোরবিস দ্বিজিব্হো উরগাধিভূ।

২। চতুপথে মহামগ্‌গে নানাজনসমাকুলে
চতুরো অঙ্গে অধিট্‌ঠায় তথ বাসাম অকপ্পয়িং।

৩। ছবিয়া চম্মেন মংসেন নহারু-অট্‌ঠিকেহি বা
যস্স এতেন করণীয়ং দিন্নং যেব হরাতু সো।

৪। অদ্ধসংসুট্‌ঠ ভোজপুত্তা খরা লুদ্দা অকারুণা
উপগঞ্জুং মমং তথ দণ্ড মুগ্‌গরপাণিনো।

৫। নাসায় বিনিবিজ্‌ঝিত্বা নঙ্গুট্‌ঠে পিট্‌ঠিকণ্টকে
কাজে আরোপয়িত্বান ভোজপুত্তা হরিংসু মং।

৬। সমাগরণ তং পঠবিং সকাননং সপব্বতং
ইচ্ছমানো চ' অহং তথ নাস বাতেন ঝাপয়ে।

৭। সূলেহি বিজ্‌ঝয়ন্তে পি কোট্টয়ন্তেপি সত্তিভি
ভোজপুত্তে ন কুপ্পামি এসা মে সীলপারমী তি।

সঙ্খপাল চরিয়ং দসমং

৮। হত্থিনাগো, ভূরিদত্তো, চম্পেয়্যো, বোধিমাহিসো,
রুরু, মাতঙ্গো, ধম্মো চ অত্রজো চ জয়দ্দিসো।

৯। এতে সব্বে সীলবলা পরিক্‌খারা পদেসিকা
জীবিতং পরিক্‌খিত্বা সীলানি অনুরক্‌খিস্সং।

১০। সঙ্খপালস্স মে সতো সব্বকালং পি জীবিতং
যস্স কস্সচি নিয়্যত্তং তস্মা সা সীলপারমী তি।

সীলপারমী-নিদ্দেসো নিট্‌ঠিতো।

—o—

ততিয় পরিচ্ছেদ

নেক্খম্ম পারমিতা

৩ (১)

যুধঞ্জয় চরিয়ং (যুধঞ্জয় চরিত)

১। যদা অহং অমিতযসো রাজপুত্তো যুধঞ্জয়ো
উস্সা ববিন্দুং সুরিয়াতপে পতিতং দিস্বান সংবিজ্জি।

২। তঞ্ঞেব অধিপতিং কত্বা সংবেগং অনুব্রূহয়িং
মাতাপিতু চ বন্দিত্বা পব্বজ্জং অনুযাচ' অহং।

৩। যাচন্তি মং পঞ্জলিকা সনেগমা সরট্ঠকা
অজ্জ'এব পুত্ত পটিপজ্জ ইদ্ধং ফীতং মহামহিং।

৪। সরাজকে সহ' ওরোধে সনেগমে সরট্ঠকে
করুণং পরিদেবন্তে অনপেক্খো হি পব্বজিং।

৫। কেবলং পঠবি-রজ্জং ঞাতি পরিজনং যসং
চজমানো ন চিন্তেসিং বোধিয়া যেব কারণা।

৬। মাতাপিতা ন মে দেস্সা ন পি দেস্সং মহাযসং
সব্বঞ্ঞুতং পিয়ং মযহং তস্মারজ্জং পরিচ্চজিন'তি।

যুধঞ্জয়চরিয়ং পঠমং

—১—

৩ (২)

সোমনস্স চরিয়ং (সৌমনস্য চরিত)

১। পুনাপরং যদা হোমি ইন্দ-পট্ঠে পুরুত্তমে
কামিতো দয়িতো পুত্তো সোমনস্সো তি বিস্সুতো।

২। সীলবা গুণসম্পন্নো কল্যাণপটিভানবা
বুড্ঢাপচায়ি হিরিমা সংগহেসু চ কোবিদো।

৩। তস্স রঞ্ঞো পতিকরো আসি কুহকতাপসো
আরামং মালাবচ্ছঞ্চ রোপিত্বান সো জীবতি।

৪। তং অহং দিস্বান কুহকং থুসরাসিং ব অতণ্ডুলং
দুমং অন্তো চ সুসিরং কদলিং ব অসারকং।

৫। ন' অত্থি ম' অস্সসতং ধম্মো সামঞ্ঞুপগতো অয়ং
হিরিসুক্ক ধম্মজহিতো জীবিতবুত্তিকারণা।

৬। কুপিতো অহোসি পচ্চন্তো অটবীহি পরন্তিহি
তং নিসেধেতুং গচ্ছন্তো অনুসাসি পিতামমং।

৭। মা পমজ্জি তুবং তাত জটিলং উগ্গতাপনং
যদিচ্ছকং পবত্তেহি সব্বকামদদো হি সো।

৮। তং অহং গন্ত্বান উপট্ঠানং ইদং বচন অব্রবিং :—
কচ্চি তে গহপতি কুসলং কিং বা তে আহরিয়্যতু ?

৯। তেন সো কুপিতো আসি কুহকো মাননিস্সিতো
ঘাতাপেমি তুবং অজ্জ রট্ঠা পব্বাজয়ামি বা।

১০। নিসেধয়িত্বা পচ্চন্তং রাজা কুহকং অব্রবি :—
কচ্চি তে ভন্তে খমনীয়ং সম্মানো তে পবত্তিতো ?
তস্স আচিক্খতি পাপো কুমারো যথা নাসিতো।

১১। তস্স, তং বচনং সুত্বা আনাপেসি মহাপতি
সীসং তত্থ' এব ছিন্দিত্বা কত্বান চতুখণ্ডিকং
রথিয়া রথিয়ং দস্সেথ সা গতিজটিলহীলিতা।

১২। তত্থ অকারুণিকা গন্ত্বা চণ্ডালুদ্দা অকারুণা
মাতু অঙ্কে নিসিন্নস্স আকড্ঢিত্বান' অয়ন্তি মং।

১৩। তেসাহং এবং অবচং :—বন্ধ তং গাল্হবন্ধনং
রঞ্ঞো দস্সেথ মং খিপ্পং রাজকিরিয়ানি অত্থি মে।

১৪। তে মং রঞ্ঞো দস্সয়িংসু পাপস্স পাপসেবিনো
দিস্বান তং সঞ্ঞাপেসিং মমঞ্চ বসম আনয়িং।

১৫। সো মং তত্থ খমাপেসি মহারজ্জং অদাসি মে
সো' হং তমং দালয়েত্বা পব্বজিং অনগারিয়ং।

১৬। ন মে দেস্সং মহারজ্জং কামভোগো ন দেস্সিয়ো
সব্বঞ্ঞুতং পিয়ং ময়হং তস্মা রজ্জং পরিচ্চজিন তি।

সোমনস্সচরিয়ং দুতিয়ং।

—০—

৩ (৩)

অয়োঘর চরিয়ং (অয়োঘর চরিত)

১। পুনাপরং যদা হোমি কাসিরাজস্স অত্রজো
অয়োঘরম্হি সংবড্ঢো নামেন আসি অয়োঘরো।

২। দুক্খেন জীবিকো লদ্ধো সম্পীলে পতি পোসিতো
অজ্জ' এব পুত্ত পটিপজ্জ কেবলং বসুধং ইমং।

৩। সরট্ঠকং সনিগমং সজনং বন্দিত্বা খত্তিয়ং
অঞ্জলিং পগ্গহেত্বান ইদং বচনং অব্রবি :—

৪। যে কেচি মহিয়া সত্তা হীনমুক্কট্ঠমজ্ঝিমা
নিরারক্খা সকে গেহে বড্ঢন্তি সহ ঞাতিভি।

৫। ইদং লোকে উত্তরিয়ং সম্পীলে মম পোসনং
অয়োঘরম্হি সংবড্ঢো অপ্পভে চন্দসূরিয়ে।

৬। পূতিকুণপসম্পুণ্ণা মুচ্চিত্বা মাতু কুচ্ছিতো
ততো ঘোরতরে দুক্খে পুন পক্খিত্ত' অয়োঘরে।

৭। যদি' হং তাদিসংপত্বা দুক্খং পরমদারুণং
রজ্জেসু যদি রজ্জামি পাপানং উত্তমো সিয়ং।

৮। উক্কন্ঠিতো'মহি কায়েন রজ্জেন ' মহি অনত্থিকো
নিব্বুতিং পরিয়েসিস্সং যত্থ মং মচ্চু ন মদ্দিয়ে।

৯। এবাহং চিন্তয়িত্বান বিরবন্তং মহাজনং
নাগো ব বন্ধনং ছেত্বা পাবিসিং কাননং বনং।

১০। মাতাপিতা ন মে দেসস্সা ন পি মে দেস্সং মহাযসং
সব্বঞ্ঞুতং পিয়ং ময়হং তস্মা রজ্জং পরিচ্চজিন'তি।

অয়োঘরচরিয়ং ততিয়ং।

—০—

৩ (৪)

ভিসচরিয়ং (ভিসচরিত)

১। পুনাপরং যদা হোমি কাসিনং পুরবরুত্তমে
ভগিনী ভারতো সত্ত নিব্বত্তা সোত্থিয়ে কুলে।

২। এতেসং পুব্বজো আসিং হিরিসুক্কং উপাগতো
ভবং দিস্বান ভয়তো নেক্খম্মাভিরতো অহং।

৩। মাতা-পিতূহি পহিতা সহায়া একমানসা
কামেহি মং নিমন্তেন্তি কুলবংসং ধরেহী তি।

৪। যং তেসং বচনং বুত্তং গিহীধম্মে সুখাবহং
তং মে অহোসি কঠিনং তত্তফালসমং বিয়।

৫। তে মং তদা উক্খিপন্তং পুচ্ছিংসু পত্থিতং মম
কিং ত্বং পত্থয়সি সম্ম যদি কামে ন ভুঞ্জসি?

৬। তেসাহং এবং অবচং অত্থকামো হিতেসিনং
নহাং পত্থেমি গিহীভাবং নেক্খম্মাভিরতো অহং।

৭। তে ময়হং বচনং সুত্বা পিতুমাতু চ সাবেয়্যুং
মাতাপিতা এবং আহু :—সব্বে পি পব্বজ্জাম ভো।

৮। উভো মাতা পিতা ময়হং ভগিনী চ সত্তভাতরো
অমিতধনং ছড্ডয়িত্বা পাবিসিমহা মহাবনন তি।

ভিসচরিয়ং চতুত্থং

—০—

৩ (৫)

সোণপণ্ডিত চরিয়ং (সোণপণ্ডিত চরিত)

১। পুনাপরং যদা হোমি নগরে ব্রহ্মবড্ঢনে
তত্থ কুলবরে সেট্ঠে মহাসালে অজায়' অহং।

২। তদাপি লোকং দিস্বান অন্ধভূতং তমোত্ততং
চিত্তং ভবতো পটিকুটতি তুত্তবেগহতং বিয়।

৩। দিস্বান বিবিধং পাপং এবং চিন্তেস' অহং তদা
কদাহং গেহা নিক্খম্ম পবিসিস্সামি কাননং।
৪। তদাপি মং নিমন্তিংসু কামভোগেহি ঞাতয়ো
তেসং পি ছন্দং আচিক্খি মা নিমন্তেথ তেহি মং।
৫। যো মে কনিট্ঠকো ভাতা নন্দো নামাসি পণ্ডিতো
সো পি মং অনুসিক্খন্তো পব্বজ্জং সমরোচয়ি।
৬। অহং সোণো চ নন্দো চ উভো মাতাপিতা মম
তদাপি ভোগে ছড্ডেত্বা পাবিসিমহা মহাবনন' তি।

সোণপণ্ডিতচরিয়ং পঞ্চমং

—০—

৩ (৬)

অধিট্ঠান পারমিতা

তেমিয়পণ্ডিত চরিয়ং (তেমিয়পণ্ডিত চরিত)

১। পুনাপরং যদা হোমি কাসিরাজস্স অত্রজো
মূগপক্খো তি নামেন তেমিয়ো তি বদন্তি মং।
২। সোলসিত্থিসহস্সানং ন বিজ্জতি পুমো তদা
অহোরত্তানং অচ্চয়েন নিব্বত্তো অহং এককো।
৩। কিচ্ছালদ্ধং পিয়ং পুত্তং অভিজাতং জুতিন্ধরং
সেতচ্ছত্তং ধারয়িত্বান সয়নে পোসেতি মং পিতা।
৪। নিদ্দায়মানো সয়নবরে পবুজ্ঝিত্বান' অহং তদা
অদ্দসং পণ্ডরং ছত্তং যেনাহং নিরয়ংগতো।
৫। সহ দিট্ঠস্স মে ছত্তং তাসো উপপজ্জি ভেরবো
বিনিচ্ছয়ং সমাপন্নো কদাহং ইমং মুঞ্চিস্সং।
৬। পুব্বসালোহিতা ময়হং দেবতা অত্থকামিনী
সা মং দিস্বান দুক্খিতং তীসু ঠানেসু যোজয়ি।

৭। মা পণ্ডিচ্চং বিভাবয় বহুমতং সপ্পলিনং
সব্বো জনো ওচিনায়তু এবং অত্থো ভবিস্সতি।

৮। এবং বুত্তায়' অহং তস্সা ইদং বচনং অব্রবি :—
করোমি তে তং বচনং যং ত্বং ভণসি দেবতে।

৯। অত্থকামা সি মে অম্ম হিতকামা সি দেবতে
তস্সাহং বচনং সুত্বা সাগরে ব থলং লভিং।

১০। হট্ঠো সংবিগ্গমানসো তয়ো অঙ্গে অধিট্ঠহিং
মূগো অহোসিং বধিরো পক্খো গতিবিবজ্জিতো।

১১। এতে অঙ্গে অধিট্ঠায় বস্সানং সোলসং বসি
ততো মে হত্থপাদে চ জীব্হং সোতং চ মদ্দিয়
অনূনতং মে পস্সিত্বা কালকণ্ণী তি নিন্দিংসু।

১২। ততো জনপদা সব্বে সেনাপতিপুরোহিতা
সব্বে একমনা হুত্বা ছড্ডনং অনুমোদিংসু।

১৩। সো' হং তেসং মতিং সুত্বা হট্ঠো সংবিগ্গমানসো
যস্সত্থায় তপো চিণ্ণো সো মে অত্থো সমিজ্ঝথ।

১৪। নহাপেত্বা অনুলিম্পিত্বা বেঠেত্বা রাজবেঠনং
ছত্তেন অভিসিঞ্চিত্বা কারেসুং পুরপদক্খিণং।

১৫। সত্তাহং ধারয়িত্বান উগ্গতে রবিমণ্ডলে
রথেন মং নীহরিত্বা সারথী বনং উপাগমি।

১৬। একোকাসে রথং কত্বা সজ্জস্সং হত্থমুঞ্চিতং
সারথী খণতি কাসুং নিখাতুং পঠবিয়া মমং।

১৭। অধিট্ঠিতং অধিট্ঠানং তজ্জন্তো বিবিধকারণা
ন ভিন্দি ব তং অধিট্ঠানং বোধিয়া য়েব কারণা।

১৮। মাতাপিতা ন মে দেস্সা অত্তা ন মে চ দেস্সিয়ো
সব্বঞ্ঞুতং পিয়ং ময়হং তস্মা ব তং অধিট্ঠহিং।

১৯। এতে অঙ্গে অধিট্‌ঠায় বস্সানি সোলসং বসিং
অধিট্‌ঠানেন সমো ন' অত্থি এসা মে
অধিট্‌ঠান পারমী তি।

তেমিয়চরিয়ং ছট্‌ঠমং

—০—

৩ (৭)

সচ্চ-পারমিতা

কপিরাজচরিয়ং (কপিরাজ চরিত)

১। যদা অহং কপি আসিং নদীকূলে দরিসয়ে
পীলিতো সংসুমারেন গমনং ন লভামি' হং।
২। যমহ' ওকাসে অহং ঠত্বা ওরপারং পতাম' অহং
তত্থ' অচ্ছি সত্থু বধকো কুম্ভিলো রুদ্দদস্সনো।
৩। সো মং অসংসি এহী তিঃ—অহং এমী তি তং বদি
তস্স মত্থকং অক্কম্ম পরকূলে পতিট্‌ঠহিং।
৪। ন তস্স অলিকং ভণিতং যথাবাচং অকাস' অহং
সচ্চেন মে সমো ন' অত্থি এসা মে সচ্চপারমী তি।

কপিরাজ চরিয়ং সত্তমং

—০—

৩ (৮)

সচ্চসব্‌হয়পণ্ডিত চরিয়ং (সত্যসবহয়পণ্ডিত চরিত)

১। পুনাপরং যদা হোমি তাপসো সচ্চসব্‌হয়ো
সচ্চেন লোকং পালেসিং সমগ্‌গং জনম অদাস' অহন তি।

সচ্চসব্‌হয়পণ্ডিত চরিয়ং অট্‌ঠমং

—০—

৩ (৯)

বট্টপোতক চরিয়ং (বট্টপোতক চরিত)

১। পুনাপরং যদা হোমি মগধে বট্টপোতকো
অজাতপক্‌খো তরুণো মংসপেসি কুলাবকে।

২। মুখতুণ্ডকেন' আহরিত্বা মাতা পোসয়তি মমং
তস্সা ফস্সেন জীবামি ন' অত্থি মে কায়িকং বলং।

৩। সংবচ্ছরে গিম্‌হসময়ে দবডাহো পদিপ্পতি
উপগচ্ছতি অম্‌হাকং পাবকো কণ্‌হবত্তনী।

৪। ধুমধুমগ্গ জনিত্ব' এবং সদ্দায়ন্তো মহাসিখী
অনুপুব্বেন ঝাপেন্তো অগ্‌গি মমং উপাগমি।

৫। অগ্‌গিবেগভয়া ভীতা তসিতা মাতা পিতা মম
কুলাবকে মং ছড্‌ডেত্বা অত্তানং পরিমোচয়ুং।

৬। পাদে পক্‌খে পজহামি ন' অত্থি মে কায়িকং বলং
সো' হং অগতিকো তত্থ এবং চিন্তেস' অহন তদা।

৭। যেসাহং উপধাবেয়্যং ভীতো তসিতোবেধিতো
তে মং ওহায় পক্কন্তা কথং মে অজ্জ কাতবে।

৮। অত্থি লোকে সীলগুণো সচ্চং সোচেয্য' অনুদ্দয়া
তেন সচ্চেন কাহামি সচ্চকিরিয়ং উত্তমং।

৯। আবজ্জেত্বা ধম্মবলং সরিত্বা পুব্বকে জীনে
সচ্চবলং অবস্সায় সচ্চকিরিয়ং অকাস' অহং।

১০। সন্তি পক্‌খা অপতনা সন্তি পাদা অবঞ্চনা
মাতাপিতা চ নিক্‌খন্তা জাতবেদপটিক্কম।

১১। সহ সচ্চে কতে ময়হং মহাপজ্জলিকো সিখী
বজ্জেসি সোলসকরীসানি উদকং পত্বা যথা সিখী
সচ্চেন মে সমো ন' অত্থি এসা মে সচ্চপারমী' তি।

বট্টপোতক চরিয়ং নবমং

—০—

৩ (১০)

মচ্ছরাজ চরিয়ং (মৎস্যরাজ চরিত)

১। পুনাপরং যদা হোমি মচ্ছরাজা মহাসরে
উণ্হে সূরিয়সন্তাপে সরে উদকং খীয়থ।

২। ততো কাকা চ গিজ্ঝা চ কঙ্কা কুললসেনকা
ভক্খয়ন্তি দিবারত্তিং মচ্ছে উপনিসীদিয়া।

৩। এবং চিন্তেস' অহং তত্থ সহ ঞাতীহি পীলিতো
কেন নু খো উপায়েন ঞাতি দুক্খা পমোচয়ে ?

৪। বিচিন্তয়িত্বা ধম্মত্থং সচ্চং অদ্দস পস্সয়ং
সচ্চে ঠত্বা পমোচেসিং ঞাতীনং তং অতিক্খয়ং।

৫। অনুস্সরিত্বা সদ্ধম্মং পরমত্থং বিচিন্তয়ং
আকাসিং সচ্চকিরিয়ং যং লোকে ধুবসস্সতং।

৬। যতো সরামি অত্তানং যতো পত্তো'স্মি বিঞ্ঞুতং
নাভিজানামি সঞ্চিচ্চ একম্‌ পাণং বিহিংসিতং।
এতেন সচ্চবজ্জেন পজ্জুন্নো অভিবস্সতু।

৭। অভিত্থনয় পজ্জুন্ন নিধিং কাকস্স নাসয়
কাকং সোকায় রন্ধেহি মচ্ছে সোকাপমোচয়।

৮। সহকতে সচ্চবরে পজ্জুন্নো চ' অভিগজ্জিয়
থলং নিন্নঞ্চ পূরেন্তো খণেন অভিবস্সথ।

৯। এবরূপং সচ্চবরং কত্বা বিরিয়ং উত্তমং
বস্সাপেসিং মহামেঘং সচ্চতেজবলস্সিতো
সচ্চেন মে সমো ন' অত্থি এসা মে সচ্চপারমী তি।

মচ্ছরাজচরিয়ং দসমং

—০—

৩ (১১

কণ্হদীপায়ন চরিয়ং (কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ)

১। পুনাপরং যদা হোমি কণ্হ-দীপায়নো ইসি
পরো পঞ্ঞাসবস্সানি অনভিরতো চরিং অহং।
২। ন কোচি এতং জানাতি অনভিরতিমনং মম
অহং পি কস্সচি নাচিক্খিম অরতিং মে রতিমানসে।
৩। সব্রহ্মচারী মণ্ডব্যো সহায়ো মে মহা ইসি
পুব্বকম্ম সমাযুত্তো সুলমারো পনং লভি।
৪। তং অহং উপট্ঠহিত্বান আরোগ্যম অনুপাপয়ি
আপুচ্ছিত্বান আগঞ্ছি যং ময়হং সকম অস্সমং।
৫। সহায়ো ব্রাহ্মণো ময়হং ভরিয়ং আদায় পুত্তকং
তয়ো জনা সমাগন্ত্বা আগঞ্ছুং পাহুনাগতং।
৬। সম্মোধমানো তেহি সহ নিসিন্নো সকমস্সমে
দারকো বট্টং অনুক্খিপম আসীবিসম অকোপয়ি।
৭। ততো সো বট্টগতং মগ্গং অন্বেসন্তো কুমারকো
আসীবিসস্স হথেন উত্তমঙ্গং পরামসি।
৮। তস্স আমসনে কুদ্ধো সপ্পো বিসবলস্সিতো
কুপিতো পরমকোপেন অডংসি দারকং খণে।
৯। সহ ডট্ঠো অতিবিসেন দারকো পততি ভূমিয়ং
তেনাহং দুক্খিতো আসিং মম বা হসিতং দুক্খং
১০। ত্যাহং অস্সাসয়িত্বান দুক্খিতে সোকসল্লিতে
পঠমং অকাসি কিরিয়ং অগ্গং সচ্চং বরুত্তমং।
১১। সত্তাহং এবাহং পসন্নচিত্তো
পুঞ্ঞ্ঞত্থিকো অচরি ব্রহ্মচরিয়ং
অথাপরং যং চরিতং মম য়িদং
বস্সানি পঞ্ঞাস সমাধিকানি।

১২। অকামকো বাহি অহং চরামি
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু
হতং বিসং জীবতু যঞ্ঞদত্তো।
১৩। সহ সচ্চে কতে মযহং বিসবেগেন বেধিতো
অবুজ্‌ঝিত্বান বুট্‌ঠাসি আরোগো চাসি মানবো।
সচ্চেন মে সমো ন' অত্থি এসা মে সচ্চপারমী তি।

কণ্‌হদীপায়ন চরিয়ং একাদসমং

—০—

৩ (১২)

সুতসোম চরিয়ং (সুতসোম চরিত)

১। পুনাপরং যদা হোমি সুতসোমো মহীপতি
গহিতো পোরিসাদেন ব্রাহ্মণে সংকরং সরিং।
২। খত্তিয়ানং একসতং আবুনিত্বা করতলে
এতে সম্পমিলাপেত্বা যঞ্ঞত্থে উপনয়ি মমং।
৩। অপুচ্ছি মং পোরিসাদো কিং ত্বং ইচ্ছসি নিস্‌সজ্জং?
যথা মতি তে কাহামি যদি মে ত্বং পুন' এহিসি।
৪। তস্‌স পটিসুণিত্বান পণ্‌হে আগমনং মম
উপগন্ত্বা পুরং রম্মং রজ্জং নীয়্যাদয়িং তদা।
৫। অনুস্‌সরিত্বা সতং ধম্মং পুব্বকং জীনসেবিতং
ব্রাহ্মণস্‌স ধনং দত্বা পোরিসাদং উপাগমিং।
৬। ন' অত্থি মে সংসয়ো তত্থ ঘাতয়িস্‌সতি বা ন বা
সচ্চবাচানুরক্‌খন্তো জীবিতঞ্চ চজিতুং উপাগমি।
সচ্চেন মে সমো ন' অত্থি এসা মে সচ্চপারমী' তি।

সুতসোমচরিয়ং দ্বাদসমং

—০—

৩ (১৩)

মেত্তা পারমিতা

সুবণ্ণসাম চরিয়ং (সুবর্ণ সাম চরিত)

১। সামো যদা বনে আসিং সক্কেন অভিনিম্মিতো
পবনে সীহব্যগ্‌ঘে চ মেত্তায়ং উপনাময়িং।

২। সীহ ব্যগ্‌ঘেহি দীপেহি অচ্ছেহি মহিসেহি চ
পসদমিগবরাহেহি পরিবারেত্বা বনে বসিং।

৩। ন মং কোচি উত্তসতি ন পি ভায়ামি কস্সচি
মেত্তাবলেন উপত্থদ্ধো রমামি পবনে তদা তি।

সুবণ্ণসাম চরিয়ং তেরসমং

—০—

৩ (১৪)

একরাজ চরিয়ং (একরাজ চরিত)

১। পুনাপরং যদা হোমি একরাজ তি বিস্সুতো
পরমং সীলং অধিট্‌ঠায় পসাসামি মহামহিং

২। দসকুসলকম্মপথে বত্তামি অনবসেসতো
চতুহি সংগহবত্থুহি সংগণ্হামি মহাজনং।

৩। এবং মে অপ্পমত্তস্স ইধ লোকে পরত্থ চ
দব্বসেনো উপাগন্ত্বা অচ্ছিন্দন্তো পুরং মমং।

৪। রাজুপজীবে নিগমে সবলট্‌ঠে সরট্‌ঠকে
সব্বং হত্থগতং কত্বা কাসুয়া নিকখনি মমং।

৫। অমচ্চমণ্ডলং রজ্জং ফীতং অন্তেপুরং মম
অচ্ছিন্দিত্বান গহিতং পিয়ং পুত্তং ব পস্স' অহং।
মেত্তায় মে সমো ন' অত্থি এস মে মেত্তাপারমী' তি।

একরাজ চরিয়ং চুদ্দসমং

—০—

৩ (১৫)

উপেক্‌খা পারমিতা

মহালোমহংস চরিয়ং (মহালোমহংস চরিত)

১। সুসানে সেয়্যং কপ্পেমি ছবট্‌ঠিকং নিধায়' অহং
গামমণ্ডলা উপগন্ত্বা রূপং দস্সেন্তি' নপ্পকং।

২। অপরে গন্ধঞ্চ চ মালঞ্চ চ ভোজনং বিবিধং বহুং
উপায়নান্য' উপানেন্তি হট্‌ঠা সংবিগ্‌গ মানসা।

৩। যে মে দুক্‌খং উপদহন্তি যে চে দেন্তি সুখং মম
সব্বেসং সমকো হোমি দয়কোপোন বিজ্জতি।

৪। সুখ দুকখে তুলাভূতো যসেসু অযসেসু চ
সব্বত্থ সমকো হোমি এসা মে উপেক্‌খা পারমী তি।

মহালোমহংস চরিয়ং পঞ্চদসমং

— ০ —

উদ্দান গাথা বন্দনা

(১) ৫। যুধঞ্জয়ো, সোমনস্সো, অয়োঘর ভিসেন চ,
সোমনন্দো, মুগপক্‌খো, কপিরাজা, সচ্চসবহয়ো।

(২) ৬। বট্টকো, মচ্ছরাজা চ, কন্‌হদীপায়নো ইসি,
সুতসোমো পুন আসিং সামো চ একরাজ' অত্থু
উপেক্‌খা পারমী আসি ইতিবুত্তং মহেসিনা।

— ০ —

নিগমন গাথা

(১) ৭। এবং বহুবিধং দুক্‌খং সম্পত্তি চ বহুবিধা
ভবাভবে অনু ভবিত্বা পুত্তো সম্বোধিং উত্তমং।

(২) ৮। দত্বা দাতব্বকং দানং সীলং পূরেত্বা অসেসতো
নিক্‌খম্মে পারমিং গন্ত্বা পত্তো সম্বোধিং উত্তমং।

(৩) ৯। পণ্ডিতে পরিপুচ্ছিত্বা বিরিয়ং কত্বানং উত্তমং
খন্তিয়া পারমিং গন্ত্বা পত্তো সম্বোধিং উত্তমং।

(৪) ১০। কত্বা দলহং অধিট্‌ঠানং সচ্চ বাচানুরক্‌খিয়া
মেত্তায় পারমিং গন্ত্বা পত্তো সম্বোধিং উত্তমং।

(৫) ১১। লাভালাভে যসাযসে সমান নাবমাননে
সব্বত্থ সমানো হুত্বা পত্তো সম্বোধিং উত্তমং।

(৬) ১২। কোসজ্জং ভয়তো দিস্বা বিরিয়ারম্ভং চ খেমতো
আরদ্ধ বিরিয় হোথ এসা বুদ্ধানুসাসনী।

(৭) ১৩। বিবাদং ভয়তো দিস্বা অবিবাদঞ্চ চ খেমতো
সমগ্‌গা অখিলা হোথ এসা বুদ্ধানুসাসনী।

(৮) ১৪। পমাদং ভয়তো দিস্বা অপ্পমাদঞ্চ চ খেমতো
ভবে অট্‌ঠঙ্গিকং মগ্‌গং এসা বুদ্ধানুসাসনী।

ইত্থং সুদং ভগবা অত্তনো পুব্বচরিয়ং সম্ভাবিয়মানো বুদ্ধাপদানিয়ং নাম ধম্ম পরিয়ায়ং অভাসিত্থা' তি।

চরিয়া পিটকং নিট্‌ঠিতং।

—০—

নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স

চরিয়া পিটক

(বঙ্গানুবাদ)

প্রথম পরিচ্ছেদ

১ (১)

দান পারমিতা

অকীর্তি চরিত

(অকীর্তি জাতক—৪৮০)

১। চার অসংখ্যেয় কালসহ লক্ষ কল্প[১] ধরে মহাকালের মধ্যে আমি আমার সকল জীবনে (জন্ম জন্মান্তরে) যাহা আচরণ বা চর্য্যা[২] করেছিলাম, তাহা আমার জ্ঞান বা বোধি পরিপক্কের জন্যে ছিল।

---

(১) কল্প—বৌদ্ধ সাহিত্যে অনন্ত কালকে গণনা করার জন্য কল্পকে একক হিসাবে প্রয়োগ করা হলেও আধুনিক ভাবধারার সহিত এবং বর্তমান সময়ের গতি নির্ণয়ের ব্যাপারে এ' একক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে। জগতের সৃষ্টি এবং প্রলয় অনন্তকাল ধরে চলে আসছে এবং অনন্তকাল চলবে। যে কোন প্রলয়ের সূত্রপাত হতে পুনঃ সৃষ্টি পর্যন্ত মহাকালের ব্যবধানকে কল্প হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সাধারণতঃ এ' কল্প বলতে মহাকল্পকে বুঝায়। সৃষ্টি, প্রলয় এবং সৃষ্টি ও প্রলয়ের মধ্যে সুদীর্ঘকালের ব্যবধান এবং প্রলয় ও সৃষ্টির

২। (এখানে ভগবান বুদ্ধ সারিপুত্র স্থবির মহোদয়কে সম্বোধন করে বলেছিলেন) "অতীত কল্পের বিভিন্ন জন্ম-জন্মান্তরের জীবনচর্য্যা বাদ দিয়ে আমি এই ভদ্র' কল্পের জীবনচর্য্যা প্রকাশ করছি; মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর।"

মধ্যে সুদীর্ঘকালের শূন্য অবস্থাকে কোন নির্দিষ্ট পরিসংখ্যার দ্বারা নির্ধারণ করা যায়না বলে সংবর্তাদি অসংখ্যেয় সময় বলা হয়েছে। তাহা ছাড়া সৃষ্টির প্রলয় অগ্নি, জল এবং বায়ু প্রভৃতির দ্বারা সংঘটিত হয় বলে সময়ের ব্যবধান এবং বিনষ্টের বিস্তৃতির তারতম্য রয়ে গেছে। আবার সত্ত্বের বয়সের সহিত ও কল্পের সম্পর্ক দৃষ্ট হয়। তাই কল্পকে বিভিন্ন বিশেষণের দ্বারা অভিহিত করতে ও দেখা যায়। যেমন—অন্তর কল্প, অসংখ্যেয় কল্প এবং মহাকল্প। সত্ত্ব, রোগ ও দুর্ভিক্ষের কারণে জগতের বিনষ্ট এবং পুনঃ সৃষ্টি হলে এ' সময়ের ব্যবধানকে অন্তরকল্প বলা হয়। সৃষ্টির প্রারম্ভে সত্ত্বের বয়স অসংখ্য বৎসর থাকে। লোভ, দ্বেষ এবং মোহের বশবর্তী হয় বলে সত্ত্বের বয়স ক্রমে দশ বৎসরে আসে। আবার সত্ত্বগণ কুশল কর্মের উদ্যোগী হয় বলে সত্ত্বগণের বয়স ক্রমে বর্ধিত হয়ে অসংখ্য বৎসরে পৌঁছে। এরূপ সময়ের ব্যবধানকে সত্ত্ব অন্তর কল্প বলা হয়। রোগ এবং দুর্ভিক্ষের জন্য কল্প ধ্বংস হলে রোগ অন্তর এবং দুর্ভিক্ষ অন্তর কল্প বলা হয়। বিশ অন্তর কল্পে এক অসংখ্যেয় কল্প। চার অসংখ্যেয় কল্পে এক মহাকল্প। চার অসংখ্যেয় কল্প—সংবর্ত, সংবর্তস্থায়ী, বিবর্ত এবং বিবর্তস্থায়ী অসংখ্যেয় কল্প।

বৌদ্ধ ধর্ম মতে প্রত্যেক সত্ত্বের মধ্যে সম্যক সম্বুদ্ধ হওয়ার অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা রয়েছে। এ' সম্ভাবনাকে রূপ দিতে হলে সত্ত্বকে অন্ততঃ একজন সম্যক সম্বুদ্ধ হ'তে বুদ্ধ হওয়ার আশীর্বাদ নিয়ে চার অসংখ্যেয় কাল সহ লক্ষ কল্প

৩। যখন আমি গভীর অরণ্যে প্রবেশ করে নির্জন উন্মুক্ত বনবীথিকায় অকীর্তি[১] নামক তাপসরূপে অবস্থান করছিলাম;

৪ তখন আমার তপশ্চর্য্যার প্রভাবে ত্রিদিব-বিভু বা দেবরাজ ইন্দ্র উষ্ণতা অনুভব করলেন এবং তিনি ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে ভিক্ষার জন্য আমার নিকট উপস্থিত হলেন।

শুদ্ধ জীবনাচরণ বা পারমী পূর্ণ করতে হবে। তাই চরিয়া পিটকের প্রথম গাথায় "কপ্পে চ সতসহস্সে চতুরো চ অসংখিয়ে" দিয়ে আমাদের গৌতম বুদ্ধের জীবনে পারমীর কথা শুরু করা হয়েছে।

(২) চর্য্যা—জীবন চর্য্যা আট প্রকার - (১) ঈর্য্যাপথচারণ (২) আয়তনাচরণ (৩) স্মৃতি-আচরণ (৪) সমাধি আচরণ (৫) জ্ঞানাচরণ (৬) মার্গাচরণ (৭) প্রকৃত আচরণ এবং (৮) লোকাচরণ—(পরমার্থ দীপনী—আচার্য ধর্মপাল)

(১) ভদ্রকল্প—যে কল্পে কোন সম্যক সম্বুদ্ধের আবির্ভাব হয় না, সে কল্পের নাম শূন্য কল্প যে কল্পে সম্যক সম্বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটে, সে কলপের নাম অশূন্যকল্প। যে কল্পে একজন বুদ্ধ আবির্ভূত হন, তাকে সারকল্প; যে কল্পে দু'জন, তাকে মণ্ডকল্প, যে কল্পে তিনজন, তাকে বরকল্প, যে কল্পে চারজন, তাকে সারমণ্ডকল্প, এবং যে কল্পে পাঁচজন বুদ্ধ, তাকে ভদ্র বা মহাভদ্র কল্প বলা হয়। এ' ভদ্র কল্পে গৌতম চতুর্থ বুদ্ধ এবং পঞ্চম বুদ্ধ হবেন মৈত্রেয় বুদ্ধ।

১। অকীর্তি—অকীর্তি জাতকে বুদ্ধ অষ্ট পরিষ্কার দানের ব্যাখ্যা করেছিলেন। তবে এ' জাতকে দান পারমী ছাড়াও নৈষ্ক্রম্য পারমী, শীল পারমী এবং প্রজ্ঞা পারমীর বিশদ আলোচনা দেখা যায়।

৫। দেবরাজ ইন্দ্রকে (ভিক্ষাপ্রার্থী হয়ে) আমার (পর্ণ-কুটিরের) দ্বারে ভিক্ষাপাত্র সহ দণ্ডায়মান দেখে অরণ্য হতে সংগৃহীত তৈলবিহীন এবং লবণ বিহীন (সিদ্ধ) বৃক্ষপত্র (কারপত্র)[১] তার সম্মুখে উপস্থিত করেছিলাম।

৬। বৃক্ষপত্রগুলি তাঁকে দান করে আমি আমার পাক পাত্রটি উপুড় করে রেখে দিয়েছিলাম। ভিক্ষার জন্য অন্য দ্রব্যের অনুসন্ধান না করে আমি আমার পর্ণ কুটিরে প্রবেশ করেছিলাম।

৭। দেবরাজ শক্র দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার ও এভাবে আমার নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন। আমি অকম্পিতচিত্তে এবং নির্লিপ্ত ভাবে পূর্বের ন্যায় তাঁকে দান দিয়েছিলাম।

৮। আমার এ' প্রকার আচরণে আমার শরীরে কোন প্রকার বিবর্ণের প্রকাশ পায়নি। প্রীতি সুখে পরম আহ্লাদের সহিত আমি সেদিন অতিবাহিত করেছিলাম।

৯। যদি এক মাসের জন্য অথবা দু'মাসের জন্য আমি দক্ষিণা দেবার উপযুক্ত যাচক পেতাম আমি অকম্পিতচিত্তে নির্লিপ্তভাবে এ' উত্তম দান করে যেতাম।

১০। আমি যখন তাঁকে এ' দান প্রদান করছিলাম, তখন আমি যশ বা লাভের প্রত্যাশা করি নাই। সর্বজ্ঞতা লাভের অনুপ্রেরণায় আমি এরূপ আচরণ করেছিলাম।

---

(১) কার—কার শব্দটি তেলেগু ভাষাজ। বালাসুকার বা কার দ্রাবিড় দেশীয় এক প্রকার গুল্ম। লোকে ইহার পাতা সিদ্ধ করে খায়, পাকা ফল ও খায়। (জাতক—ঈশান চন্দ্র ঘোষ)।

অকীর্তি চরিত—প্রথম

—০—

১ (২)

শঙ্খ চরিত

(শঙ্খ জাতক—৪৪২)

১। পুনঃবার আমি যখন শঙ্খ নামক ব্রাহ্মণ ছিলাম, তখন আমি (বাণিজ্যোপলক্ষে) মহাসমুদ্র পাড়ি দেবার জন্য বন্দরাভিমুখে যাত্রা করেছিলাম।

২। সেখানে আমি মরুপথে প্রচণ্ড উত্তপ্ত কঠিন ভূমির উপর দিয়ে একজন মারবিজয়ী সয়ম্ভুকে (প্রত্যেক বুদ্ধ) আমার বিপরীত দিকে গমন করতে দেখেছিলাম।

৩। আমি তাঁকে আমার বিপরীত পথে যেতে দেখে এ'রূপ চিন্তা করতে লাগলাম—"অহো পুণ্যকামী ব্যক্তির উপস্থিতিতে এখন পুণ্যার্জনের ক্ষেত্র উৎপত্তি হয়েছে।"

৪। যে ক্ষেত্রে প্রভূত ফসল উৎপন্ন হবে কৃষক তা' দেখে তাতে যদি সে বীজ বপন না করে, তার ফসলের প্রয়োজন বা অভাব ঘুচবে না।

৫। সেরূপ পুণ্যকামী হয়ে আমি পুণ্যার্জনের উত্তম ক্ষেত্র দেখে যদি সেখানে পুণ্যকর্ম না করি, আমার পুণ্যার্জন হবে না।

৬। যেরূপ কোন অমাত্য রাজ অন্তঃপুরবাসীদের উপর নিজের কর্তৃত্ব কামনা করে যদি সে তাদেরকে ধনধান্য প্রদান না করে তবে তার কর্তৃত্বের পরিহানি হয়।

৭। সেরূপ পুণ্যার্থী হয়ে দান দেবার মত উপযুক্ত প্রার্থী পেয়েও যদি আমি তাকে দান না দেই, তবে আমার পুণ্য-কার্য্যের পরিহানি হবে।

৮। এরূপ চিন্তা করে আমি আমার পাদুকা যুগল খুলে তাঁর শ্রীপাদে বন্দনা করে তাঁকে ছত্র এবং পাদুকাযুগল দান করেছিলাম।

৯। আমি তাঁর চাইতে শতগুণ সুখপ্রবণ ছিলাম এবং শতগুণ সুখ স্বাচ্ছন্দের মধ্যে ছিলাম। তথাপি দান পারমী পরিপূর্ণ করার জন্য আমি এভাবে দান দিয়েছিলাম।

শঙ্খ চরিত—দ্বিতীয়

—০—

১ (৩)

কুরুধর্ম চরিত

(কুরুধর্ম জাতক[১]—২৭৬)

১। পুনরায় যখন আমি ইন্দ্রপ্রস্থ নামক সমৃদ্ধশালী নগরে ধনঞ্জয় নামক রাজা ছিলাম, তখন আমি দশ কুশল ধর্মে[২] প্রতিষ্ঠিত ছিলাম।

---

(১) কুরুধর্ম—কুরুধর্ম জাতক মূলতঃ ভগবান বুদ্ধ জনৈক হংস-ঘাতক ভিক্ষুকে ভিক্ষুশীল সম্বন্ধে বলেছিলেন। এ' জাতকে বোধিসত্ত্ব কুরুধর্ম বলতে গিয়ে বলেছিলেন কুরুধর্ম হচ্ছে প্রাণীবধ না করা, অদত্ত গ্রহণ না করা, মিথ্যা কামাচার না করা, মিথ্যা কথা না বলা, এবং মদ্যাদি নেশাদ্রব্য পান না করা অর্থাৎ গৃহীদের পঞ্চশীল।

(২) দশ কুশল ধর্ম—কুরুধর্ম জাতকে দশ কুশল ধর্ম বলতে দশবিধ রাজ ধর্মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যথা—দান, শীল, পরিত্যাগ, অক্রোধ, অবিহিংসা, ক্ষান্তি, আর্জব,

২। কলিঙ্গ রাজ্য হতে আগত ব্রাহ্মণগণ আমার নিকট উপনীত হলেন। তাঁরা আমার নিকট শ্রীসৌভাগ্যসম্পন্ন মঙ্গল হস্তীকে যাচ্ঞা করলেন।

৩। (ব্রাহ্মণগণ বল্লেন) "আমাদের দেশে বৃষ্টি হচ্ছে না, খাদ্যের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে, মহাদুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব হয়েছে। আপনি আমাদের আপনার অঞ্জন নামক নীলবর্ণ উত্তম হস্তীকে প্রদান করুন।"

৪। কোন প্রার্থী আমার নিকট (কোন বস্তুর জন্য) উপস্থিত হলে তাকে প্রত্যাখান করা আমার পক্ষে শোভনীয় নয়। আমার অঙ্গীকার বা সমাদান[১] ভঙ্গ না হোক। আমি এ' বিপুল হস্তী দান করব।

৫। আমি হস্তীর শুণ্ড গ্রহণ করে বিবিধ মনিরত্নময় ভৃঙ্গার হতে ব্রাহ্মণদিগের হস্তে জল ঢেলে তাদের এ' হস্তী দান করেছিলাম।

৬। সে হস্তী যখন ব্রাহ্মণদিগকে প্রদত্ত হল তখন রাজ্যের অমাত্যগণ এরূপ বলেছিল—"আপনি কেন যাচকদের এ' পরম সৌভাগ্যবান হস্তীকে প্রদান করলেন?"

মার্দব, তপঃ ও অবিরোধন। চরিয়া পিটক অট্‌ঠকথায় দশকুশল কর্ম বল্‌তে দানাদি দশ পুণ্যকর্ম অথবা দশ কুশল কর্ম পথ অর্থাৎ কায়িক তিনটা কুশল কর্ম, বাচনিক চারটা কুশল কর্ম এবং মানসিক তিনটা কুশল কর্ম সম্বন্ধে বলা হয়েছে।

(১) সমাদান—"সব্বঞ্ঞুত ঞানথায় সব্বস্স যাচক স সধবং অনবজ্জং ইচ্ছিতং দদন্তো দান পারমিং পুরেস্সামী" তি। চরিয়া পিটক অট্‌ঠ কথা।

৭। সৌভাগ্যবান, মঙ্গলপ্রদ, যুদ্ধ বিজয়ের পক্ষে অত্যন্ত উত্তম এ' হস্তীকে এখন প্রদত্ত হয়েছে। আপনি কিভাবে রাজ্য চালাবেন?

৮। (উত্তরে আমি বল্লাম)—"এমন কি আমি সমস্ত রাজত্ব দান করতাম, আমি নিজের শরীরও দান করতাম। সর্বজ্ঞতা জ্ঞানলাভ আমার প্রিয়। সেজন্য আমি হস্তী দান করেছি।"

কুরুধর্ম চরিত—তৃতীয়

—০—

১ (৪)

মহাসুদর্শন চরিত

(মহাসুদর্শন জাতক—৯৫ এবং মহাসুদর্শন সুত্তান্ত দীর্ঘনিকায়, ২য় খণ্ড, ৪র্থ সুত্ত)

১। যখন আমি কুশাবতী নামক নগরে মহীপতি ছিলাম, তখন আমি মহাপ্রভাবশালী চক্রবর্তী রাজা ছিলাম।

২। আমি স্থানে স্থানে দিনে তিনবার এ' ঘোষণা প্রবর্তন করেছিলাম—'কে কি চায় এবং কি প্রার্থনা করে? কাকে কি প্রকার ধন দেয়া হবে?

৩। কে ক্ষুধার্ত? কে তৃষ্ণার্ত? কে মাল্য চায়? কে প্রসাধনী চায়? নানা রঙে রঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করার মত নগ্ন ব্যক্তি কে? পথে চলবার জন্য কে ছাতা গ্রহণ করবে? কোমল আরামদায়ক পাদুকা কে গ্রহণ করবে?"

৪। এভাবে দশস্থানে নয় এমন কি শতস্থানের এখানে ওখানে সায়ংকালে এবং প্রাতঃকালে আমি ঘোষণা প্রবর্ত্তন করেছিলাম।

৫। দিনে হোক অথবা রাত্রে হোক যদি কোন ভিক্ষুজীবী আসতেন, তাদের জন্য অনেক স্থানে বিবিধ ধনসম্পদ প্রস্তুত রাখা হয়েছিল।

৬। যার যত ইচ্ছা গ্রহণ করে এবং ভোগ করে দু'হস্তে যত পারে নিয়ে যেতে পারতো। এরূপে আমি যাবৎজীবন মহাদান দিয়েছিলাম।

৭।৮। আমি যে দান দিয়েছিলাম তা' যে আমার অগ্রহণীয় ছিল, তা নয় অথবা আমার যে ধন রাখবার মত ব্যবস্থা ছিল না, তাও নয়। যেরূপ কোন আতুর বা রুগ্ন অসমর্থ ব্যক্তি রোগ মুক্তির জন্য ধন দিয়ে রোগ হতে মুক্তি লাভ করে; যেরূপ আমি আমার আশা পরিপূর্ণ করার বিষয় উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম।

৯। আমার অপরিপূর্ণ (পারমী) সম্পদ পূর্ণ করবার জন্য আমি ভিক্ষাজীবীদের দান দিয়েছিলাম। সম্বোধি লাভের প্রত্যাশায় এ' দানে আমার অন্য আকর্ষণও ছিলনা এবং অন্য কারণও ছিলনা।

মহাসুদর্শন চরিত—চতুর্থ

—০—

১ (৫)

মহাগোবিন্দ চরিত

(মহাগোবিন্দ সুত্তান্ত—দীঘনিকায়, ৬ষ্ঠ সুত্ত)

১। পুনরায় যখন আমি সাতজন রাজার পুরোহিত ছিলাম, তখন আমি মহাগোবিন্দ[১] নামে নর দেবতাদের দ্বারা পুজিত ছিলাম।

২। তখন আমি সাত রাজা থেকে আমার প্রাপ্য হিসাবে যত ধন সম্পদ প্রাপ্ত হতাম, আমি সব সম্পদ মহাসাগরের মত অবিচলিত চিত্তে মহাদান করতাম।

৩। ধন সম্পদ যে আমার অগ্রহণীয় ছিল, তা' নয়, ধন সম্পদ রাখার মত আমার যে সঞ্চয়াগার ছিল না, তাও নয়। সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ আমার প্রিয় ছিল। তাই আমি এরূপ উত্তম দান দিয়েছিলাম।

মহাগোবিন্দ চরিত—পঞ্চম

—০—

(১) মহাগোবিন্দ—দীর্ঘনিকায়ে মহাগোবিন্দ সুত্রে বর্ণিত আছে যে, মহাগোবিন্দ বোধিসত্ত্বের প্রকৃত নাম নহে। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল জ্যোতিঃপাল। পিতা গোবিন্দের পথ অনুসরণ করে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন বলে রাজ্যবাসী তাঁকে মহাগোবিন্দ নামে আখ্যায়িত করেছিল। ব্রহ্মা সনৎকুমার এ' সুত্রে উল্লেখ করেন যে বোধিসত্ত্ব এ' জন্ম হতে মহা-প্রজ্ঞার অধিকারী হয়েছিলেন। তিনি উত্তরে আয়ত এবং দক্ষিণে শকটমুখ এ' মহাপৃথিবী বা জম্বুদ্বীপকে একই আকারে সাত ভাগে ভাগ করে সাতজন রাজাকে দিয়ে মহাপ্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছিলেন।

১ (৬)

নিমিরাজ চরিত

(নিমি জাতক—৫৪১)

১। পুনরায় যখন আমি মিথিলা নামক সমৃদ্ধ নগরে নিমি[১] নামক মহারাজ ছিলাম, তখন আমি পণ্ডিত এবং সকলের হিতাকাঙ্খী ছিলাম।

২। তখন আমার চারদিকে চারদ্বার বিশিষ্ট নির্মিত চারটা দানশালা ছিল। সে দানশালা হতে আমি পশুপক্ষী এবং নরনারীদের (নরনারিনং) অথবা নর যক্ষদের (নরাদিনং) মধ্যে দান দেবার প্রথা প্রবর্তন করেছিলাম।

৩। কাপড়চোপড়, বিছানাপত্র, অন্নপান এবং বিবিধ ভোজ্য-দ্রব্য দানের নিয়মিত ব্যবস্থা করে আমি মহাদানের প্রবর্তন করেছিলাম।

৪। যেরূপ কোন সেবক অর্থের জন্য প্রভুর নিকট উপস্থিত হয়ে (প্রভুর) কায়িক, বাচনিক এবং মানসিক সন্তুষ্টির দ্বারা অর্থ যাচ্ঞা করে ;

৫। সেরূপ আমিও সম্বোধি লাভের প্রত্যাশায় প্রত্যেক জন্মে সকল প্রাণীকে দান দিয়ে সন্তুষ্টি কামনা করেছিলাম এবং সর্বোত্তম বোধি প্রাপ্তির জন্য আকাঙ্খা করেছিলাম।

নিমিরাজ চরিত—৬ষ্ঠ

—০—

(১) নিমি—নিমি জাতকে উল্লেখ আছে যে নিমি রাজবংশে ক্রমে ৮৪ হাজার রাজা ছিলেন। এ' রাজবংশে রাজারা ৮৪ হাজার বৎসর রাজত্ব করার পর মাথায় পক্ক কেশ দেখে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে সন্ন্যাস জীবন যাপন করতেন। তাঁরা দান ও ব্রহ্মচর্য অবলম্বনের মধ্যে ব্রহ্মচর্যাবলম্বনকে অধিকতর গুরুত্ব দিতেন। এ' জাতকে আরও উল্লেখ আছে নিমিরাজ সশরীরে দেবলোকে গমন করেছিলেন।

১ (৭)

চন্দ্র কুমার চরিত

(খণ্ডহাল জাতক—৫৪২)

১। পুনঃবার আমি একরাজ নামক রাজার পুত্র ছিলাম, তখন আমি পুষ্পবতী[১] নগরে চন্দ্র কুমার নামে পরিচিত ছিলাম।

২। সে সময়ে আমি পুত্রমেধ যজ্ঞের বলি হতে মুক্তি প্রাপ্ত হয়েছিলাম এবং যজ্ঞকুণ্ড হতে নিষ্ক্রান্ত হয়েছিলাম। এতে সংবেগ উৎপাদন হলে আমি মহাদান প্রথা প্রবর্তন করেছিলাম।

৩। আমি উপযুক্ত প্রার্থীকে দান না দিয়ে পাঁচ ছয় রাত্রি, জল পান করি নাই, অন্ন স্পর্শ করি নাই, এমন কি কোন ভোজদ্রব্য গ্রহণ করি নাই।

৪। যেরূপ বণিকেরা দ্রব্যবহুল স্থানে গিয়ে দ্রব্য সঞ্চয় করে এবং যেখানে মহালাভ হবে বলে মনে হয় সেখানে হতে দ্রব্যাদি আহরণ করে;

৫। সেরূপ নিজের পরিভোগ দ্রব্য অপরকে দান করলে মহাফল প্রদান করে এবং সেরূপ অপরকে যাহা দেওয়া উচিত অর্থাৎ অপরের প্রয়োজনীয় দ্রব্য দান করলে শতগুণ বেশী ফল হয়[২]।

৬। এই সত্য জ্ঞাত হয়ে আমি আমার জন্মে জন্মে দান দিয়েছিলাম, সম্বোধি লাভের প্রত্যাশায় আমি কোনদিন দানকর্ম হতে বিরত হয় নাই।

চন্দ্র কুমার চরিত—সপ্তম

—০—

---

(১) পুষ্পবতী—বারাণসীর প্রাচীন নাম।

(২) বুদ্ধ বলেছেন—' তিরচ্ছানগতানং দান দত্বা সতগুণা দক্খিনা পটিকংকিতব্বা দুসীলস্স মনুস্সভূতস্স দান দত্বা সহস্সগুণা।''

১ (৮)

শিবিরাজ চরিত

(শিবি জাতক—৪৯৯)

১। অরিষ্ট নামক নগরে আমি শিবি নামক রাজা ছিলাম। রাজকীয় উত্তম প্রাসাদে বসে আমি তখন এরূপ চিন্তা করেছিলাম ;

২। "মানুষের যাহা কিছু বাহ্য বস্তু দান করার আছে, আমি দান করি নাই এমন কোন বস্তু নাই। যদি কোন ব্যক্তি আমার চক্ষুদ্বয় যাচ্ঞা করে আমি অকম্পিত চিত্তে দান করবো।"

৩। আমার সংকল্প জ্ঞাত হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র দেবতাদের পরিষদে উপবেশন করে এরূপ উক্তি করেছিলেন ;—

৪। "মহাঋদ্ধিমান শিবিরাজ রাজকীয় উত্তম প্রাসাদে বসে চিন্তা করছেন "বিবিধ প্রকার দ্রব্য দান করার মত থাকলেও যা' দেওয়া যায়না, তা' তিনি দেখ্‌তে পাচ্ছেন না।"

৫। বন্ধুগণ, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন তাঁর এ' অভিপ্রায় সত্য কি মিথ্যা আমি পরীক্ষা করে দেখবো। আমি মুহূর্তের মধ্যে গিয়ে তাঁর মনোবাসনা জেনে আসবো।"

৬। তিনি ফলিত কেশ, কুঞ্চিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, নিয়ে জরাব্যাধি-গ্রস্থ হয়ে অন্ধ ব্যক্তির বেশে কাঁপতে কাঁপতে রাজার নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন।

৭। উপস্থিত হয়ে তিনি (ইন্দ্র) তাঁর ডানবাম বাহুদ্বয় প্রসারিত করলেন এবং তারপর অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে হস্তদ্বয় মাথায় ঠেকিয়ে এরূপ উক্তি করেছিলেন,—

৮। "মহারাজ, আপনি যে ধর্মতঃ রাজত্ব করছেন উহার শ্রীবৃদ্ধি কামনা করছি। আপনার দানশীলতার কীর্তি দেব মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে।

৯। আলোনির্দেশক দু' নয়ন আমার অন্ধ এবং বিনষ্ট হয়ে গেছে। আমাকে আপনার একটা চক্ষু দান করুন এবং আরেকটা চক্ষু দিয়ে আপনি আপনার জীবন যাপন করুন।"

১০। তাঁর একথা শুনে আমি আমার মনের সংবেগ সংবরণ করে কৃতাঞ্জলিবদ্ধ হয়ে অতি উৎসাহের সহিত এরূপ উক্তি করেছিলাম :—

১১। "এ' মাত্র আমি রাজ প্রাসাদে বসে এরূপ চিন্তা করে এখানে উপনীত হয়েছি। আপনি আমার মনের ভাব জ্ঞাত হয়ে আমার চক্ষু যাচ্ঞা করতে এখানে আগমন করেছেন।

১২। অহো, আমার মনস্কামনা পূরণ হতে চলছে; আমার সংকল্প পরিপূর্ণ হবে। আজ আমি যাচককে এমন উত্তম দান প্রদান করবো যাহা পূর্বে কোনদিন দেয়া হয়নি।"

১৩। "এস, সিবক, উঠ, আর দেরী নয়, ভীত হয়ো না। আমায় চক্ষুদ্বয় উৎপাটিত করে এ' অন্ধ যাচককে প্রদান কর।"

১৪। তখন সিবক আমার কথামত আমার আদেশে সমূলে তালগাছ যেভাবে গর্ত হতে উঠে আসে সে ভাবে আমার চক্ষুদ্বয় উৎপাটিত করে যাচককে প্রদান করল।

১৫। যখন আমি দান দিতে ইচ্ছুক হয়েছিলাম, যখন আমি দান দিতেছিলাম এবং যখন আমার দান কর্ম সম্পাদিত হল, তখন আমার মনে কোন বিরূপ প্রক্রিয়ার সৃষ্টি হয় নাই, শুধু আমি বোধি লাভের প্রত্যাশা পোষণ করেছিলাম।

১৬। আমার চক্ষুদ্বয় আমার অপ্রীতিকর ছিল না এবং নিজের শরীরও আমার অপ্রীতিকর নয়। সর্বজ্ঞতা জ্ঞানলাভ আমার প্রিয় ছিল। তাই আমি আমার চক্ষুদ্বয় দান করেছিলাম।

শিবিরাজ চরিত—অষ্টম

—০—

১ (৯)

বেসসন্তর চরিত

(বেসসন্তর জাতক—৫৪৭)

১। ক্ষত্রিয় বংশে জাত ফুসতি নামক ভদ্র মহিলা আমার (বেসসন্তর জন্মে) জননী ছিলেন। তিনি পূর্ব জন্মে দেবরাজ ইন্দ্রের অগ্রমহিষী ছিলেন।

২। দেবলোকে ফুসতীর আয়ুঃক্ষয়ের পূর্ব লক্ষণ অবলোকন করে দেবেন্দ্র তাঁকে এরূপ বলেছিলেন—"ভদ্রে, আমি তোমাকে দশটা উত্তম বর প্রদান করবো: তুমি তোমার ইচ্ছামত বর পছন্দ করে নিতে পার।"

৩। শক্র এরূপ বল্লে ফুসতী তাঁকে নিম্নরূপ বলেছিলেন—'আমার কি অপরাধ হয়েছে? আমি কি আপনার এতই অপ্রিয়া যে আপনি ভূতলে লুণ্ঠিত বাতাহত বৃক্ষের ন্যায় এ' রমণীয় স্বর্গ হতে আমাকে বিচ্যুত করতে বাধ্য করছেন?'

৪। ফুসতী এরূপ উক্তি করলে অর্থাৎ ফুসতীর প্রমত্তভাব জ্ঞাত হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র পুনঃবার তাঁকে এ' কথা বল্লেন—"তোমা কর্তৃক যে কোন পাপকর্ম কৃত হয়েছে, তা নহে। অথবা তুমি যে আমার অপ্রিয়া, তা' ও নহে।

৫। (দেবলোকে) তোমার আয়ুঃক্ষয় হয়েছে। এখন তোমার দেবলোক হতে বিচ্যুতির সময়। আমি তোমাকে দশটা অতি উত্তম বর প্রদান করব; তুমি উহা গ্রহণ কর।"

৬। দেবরাজ শক্র কর্তৃক প্রদত্ত বরে ফুসতী সন্তুষ্ট এবং প্রমোদিত হয়েছিলেন। তিনি এ' দশ বরের মধ্যে আমাকেও তাঁর পুত্ররূপে লাভ করার বরে অন্তর্ভূক্ত করে নিলেন।

৭। দেবলোক হতে চ্যুত হতে ফুসতি[১] ক্ষত্রিয় বংশে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং জেতুত্তর নামক নগরে সঞ্জয় নামক রাজার সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন।

৮। যখন আমি আমার প্রিয় মাতা ফুসকির গর্ভে প্রবিষ্ট হই, তখন আমার পুণ্যতেজে আমার মাতা সর্বদাই দানে অভিরমিত ছিলেন।

৯। তিনি দুঃস্থদের, রোগ গ্রস্থদের, জরাজীর্ণদের প্রার্থীদের এবং পথচারীদের, শ্রমণ ব্রাহ্মণদের, দুর্দশাগ্রস্থদের এবং অভাব গ্রস্থদের অকাতরে দান করতেন।

১০। ফুসতি তাঁর গর্ভে দশমাস ধারণ করে নগর প্রদক্ষিণ করার সময় বৈশ্যবীথিতে আমাকে প্রসব করেন।

১১। আমার নাম আমার মাতৃকুল হতে গৃহীত হয় নাই অথবা আমার পিতৃকুল হতেও গৃহীত হয় নাই। বৈশ্য-বীথিতে জন্মগ্রহণ করেছিলাম বলে আমার নাম হয়েছিল "বেসসন্তর।"

১২। যখন আমি আট বৎসর বৎসরের বালক ছিলাম, তখন রাজপ্রাসাদে উপবেশন করে আমি দান দেয়ার কথা চিন্তা করেছিলাম।

---

(১) ফুসতি—ফুসতির জন্মের সময় তাঁর শরীরে চন্দনচূর্ণে বিকীর্ণ ছিল বলে তার নামকরণ হয় ফুসতি।

১৩। আমি আমার হৃৎপিণ্ড, চক্ষু, মাংস এমন কি রক্তদান করতে প্রস্তুত ছিলাম। যদি কোন প্রার্থী আমার নিকট এসে আমার শরীর যাচ্ঞা করে আমি তাহা দান করতেও প্রস্তুত ছিলাম।

১৪। দান ভাবনায় আমার মনের এরূপ ভাবের সৃষ্টি হলে আমি অকম্পিত এবং অশংকিত ছিলাম। তখন পর্বত-রাজ সুমেরু পর্বতের বনরাজী দ্বারা পরিবেষ্টিত মহাপৃথিবী প্রকম্পিত হয়েছিল।

১৫। পক্ষের পঞ্চদশ দিবসে, পূর্ণিমা তিথিতে এবং উপোসথ দিনে আমি "পচ্চয়" বা প্রত্যয় নামক হস্তী পৃষ্ঠে আরোহণ করে দান দেয়ার জন্য বের হতাম।

১৬। কলিঙ্গ রাজ্য হতে আগত ব্রাহ্মণগণ আমার নিকট উপস্থিত হয়ে শ্রীসৌভাগ্যবান মঙ্গল হস্তীকে যাচ্ঞা করলেন।

১৭। (ব্রাহ্মণগণ বল্লেন) "আমাদের দেশে বৃষ্টি হচ্ছে না, খাদ্যের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে, মহাদুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব হয়েছে। আপনি আপনার সর্বোৎকৃষ্ট এবং সর্বশ্বেত শ্রীসৌভাগ্য-বান মঙ্গলহস্তীকে প্রদান করুন।"

১৮। ব্রাহ্মণগণ আমার নিকট যা' প্রার্থনা করেছিলেন আমি অকম্পিতচিত্তে তা' দান করেছিলাম। যেহেতু দানে আমার চিত্ত রঞ্জিত ছিল, সেহেতু আমি দ্রব্যাদি (হস্তীর সহিত অনেক মূল্যবান দ্রব্যাদি ছিল) গোপন না করে দান করেছিলাম।

১৯। কোন প্রার্থী আমার নিকট উপস্থিত হলে তাকে প্রত্যাখান করা আমার পক্ষে অশোভনীয়। "আমার অঙ্গীকার

বা সমাদান ভঙ্গ না হউক। আমি এ' বিপুল হস্তীকে দান করব।"

২০। আমি হস্তীর শুণ্ড গ্রহণ করে বিবিধ মনিমুক্তা খচিত ভৃঙ্গার হতে ব্রাহ্মণদিগের হস্তে জল ঢেলে এ' হস্তী দান করেছিলাম।

২১। পুনরায় এ' সর্বোৎকৃষ্ট এবং সর্বশ্বেত হস্তী প্রদান করলে পর্বতরাজ সুমেরু পর্বতের বনরাজী দ্বারা পরিবেষ্টিত মহাপৃথিবী প্রকম্পিত হয়েছিল।

২২। সেই হস্তীরাজকে দান করার জন্য শিবিরাজ্যের লোকেরা আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছিল এবং একত্রিত হয়ে আমাকে আমার নিজ রাজ্য হতে নির্বাসিত করে স্থির করল—"তিনি বংকু পর্বতে গিয়ে থাকুক।"

২৩। যখন তারা আমাকে রাজ্য হতে বিতারিত করে দিচ্ছিল, তখনও আমি অকম্পিত এবং অশংকিত ছিলাম। আমি মহাদান দেয়ার জন্য তাদের নিকট একটা বর প্রার্থনা করেছিলাম।

২৪। আমার দ্বারা প্রার্থিত হয়ে শিবিবাসী সকলে আমার একটা বর অনুমোদন করেছিল। আমি যুগল ভেরী বাজায়ে ঘোষণা দ্বারা মহাদান দিয়েছিলাম।

২৫। তখন এই ভেরীর শব্দে মহাভীতিজনক কোলাহলের উৎপত্তি হয়েছিল। কারণ দানে জন্য তারা আমাকে রাজ্য হতে নিষ্ক্রান্ত করা সত্ত্বেও পুনঃবায় আমি মহাদান দিচ্ছিলাম।

২৬। আমি হাতী, ঘোড়া এবং রথ দান করেছিলাম। আমি দাসদাসী, গরু এবং অন্যান্য ধন দিয়ে মহাদান করে নগর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়েছিলাম।

২৭। নগর হতে বের হয়ে আমি যখন নগর বিলোকন করার জন্য পেছন ফিরে তাকায়েছিলাম, তখনও পর্বতরাজ সুমেরু পর্বতের বনরাজী দ্বারা পরিবেষ্টিত মহাপৃথিবী প্রকম্পিত হয়েছিল।

২৮। চারটা অশ্বচালিত রথ দান করে চৌরাস্তায় একাকী সঙ্গীবিহীন দাঁড়ায়ে আমি মদ্দীদেবীকে এ'রূপ বলেছিলাম :—

২৯। "ভদ্রে, তুমি ওজনে হাল্কা আমার কনিষ্ঠা মেয়ে কৃষ্ণাকে গ্রহণ কর। আমি ওজনে ভারী কৃষ্ণার ভাই জালীকে গ্রহণ করছি।"

৩০। মদ্দীদেবী শ্বেত জল পদ্ম-সদৃশা কৃষ্ণা জিনাকে গ্রহণ করলেন এবং আমি সুবর্ণ বিম্বফলের মত ক্ষত্রিয় কুমার জালিকে গ্রহণ করেছিলাম।

(তৃতীয় লাইন অর্থ কথায় নেই, রোমান অক্ষরে আছে— ব্রাহ্মণদের হস্তে জল সিঞ্চন করে হস্তীকে দান করেছিলাম। আখ্যানের সহিত মিল ও নেই)

৩১। আমরা চারজন ক্ষত্রিয় বংশে জন্ম গ্রহণ করে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে লালিত পালিত হয়েছিলাম। তৎসত্ত্বেও আমরা বিপদ সঙ্কুল পথ অতিক্রম করতে করতে বঙ্ক পর্বতের দিকে যাত্রা করেছিলাম।

৩২। যদি কোন ব্যক্তিকে আমাদের অনুগামী হতে অথবা আমাদের বিপরীতগামী হতে দেখতাম, তাকে 'বঙ্ক পর্বত কোথায়" জিজ্ঞাসা করতাম।

৩৩। তারা সেখানে আমাদের দেখে আমাদের প্রতি মহাকরুণা প্রদর্শন করতেন এবং দুঃখ প্রকাশ করে বলতেন—"বঙ্ক পর্বত অনেক দূরে।"

৩৪। বালকবালিকাদ্বয় অরণ্যে গাছের পরিপক্ক ফল দেখে সে ফলগুলি গ্রহণ করার জন্য রোদন করে উঠত।

৩৫। বালকবালিকাদ্বয়কে কাঁদতে দেখে উর্দ্ধ প্রসারিত বিপুল বৃক্ষরাজী আপনাপনি নমিত হয়ে তাদের নিকট উপনীত হয়েছিল।

৩৬। এ' আশ্চর্য, অদ্ভুত লোমহর্ষকর দৃশ্য দেখে সর্বাঙ্গ শোভনীয়া মদ্দীদেবী সাধুবাদ প্রদান করেছিলেন।

৩৭। এ' জগতে সত্যিই এটা আশ্চর্য অদ্ভুত লোমহর্ষকর ঘটনা। বেসসন্তর রাজার তেজে বৃক্ষগুলি আপনাপনি নমিত হয়েছিল।

৩৮। বালকবালিকাদ্বয়ের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করে যক্ষগণ আমাদের পথ সংক্ষিপ্ত করেছিলেন। দিনের শেষে আমরা চেতরাজ্যে উপনীত হয়েছিলাম।

৩৯। সে সময়ে মাতুল রাজ্যে ষাট হাজার ক্ষত্রিয় পরিবার বাস করতেন। সকলে কৃতাঞ্জলিবদ্ধ হয়ে কাঁদতে কাঁদতে আমাদের নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন।

৪০। সেখানে আমরা চেতরাজ্যের রাজা এবং রাজপুত্রদের সহিত আলাপ আলোচনা করতে করতে রাজ্য হতে বের হয়ে বঙ্ক পর্বতের নিকট উপনীত হয়েছিলাম।

৪১। দেবরাজ শক্র মহাঋদ্ধিমান বিশ্বকর্মাকে আমন্ত্রণ করে বল্লেন—"এই আশ্রমকে বাসোপযোগী করে এখানে একটা রমনীয় পর্ণশালা নির্মাণ কর।"

৪২। দেবরাজ শক্রের আদেশ পেয়ে মহাঋদ্ধিমান বিশ্বকর্মা আশ্রমটাকে বাসোপযোগী করে একটা রমণীয় পর্ণশালা নির্মাণ করেছিলেন।

৪৩। এ' নির্জন নিস্তব্ধ অরণ্যে অনুপ্রবেশ করে আমরা চারজন বঙ্ক পর্বতের অভ্যন্তরে বাস করতে লাগলাম।

৪৪। আমি, মদ্দীদেবী, জালি এবং কৃষ্ণাজিনা চারজনে পরস্পরের শোক দুঃখ ভুলে সে আশ্রমে অবস্থান করতে লাগলাম।

৪৫। বালকবালিকাদ্বয়কে তদারক করতে করতে আশ্রমে আমি নিষ্কর্মা হয়ে পড়ি নাই। মদ্দীদেবী অরণ্য হতে আমাদের জন্য ফলমূলাদি আহরণ করে আনতেন এবং আমরা তিনজনকে পোষণ করতেন।

৪৬। আমরা অরণ্যে বাস করার সময় একজন পথিক আমার নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি আমাদের পুত্র-কন্যা জালি এবং কৃষ্ণা জিনাকে যাচ্ঞা করেছিলেন।

৪৭। প্রার্থীকে উপস্থিত দেখে আমার মধ্যে আনন্দের সঞ্চার হল। তখন আমি আমার উভয় পুত্র কন্যাকে গ্রহণ করে ব্রাহ্মণকে দান করেছিলাম।

৪৮। যখন আমি আমার পুত্র কন্যাকে ব্রাহ্মণ প্রার্থীর নিকট ছেড়ে দিয়েছিলাম, তখনও পর্বতরাজ সুমেরু পর্বতের বনরাজী দ্বারা পরিবেষ্টিত এ' মহাপৃথিবী প্রকম্পিত হয়েছিল।

৪৯। পুনরায় শক্র ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে স্বর্গ হতে অবতরণ করে পরম শীলবতী এবং পতিব্রতা মদ্দীদেবীকে আমার নিকট প্রার্থনা করেছিলেন।

৫০। মদ্দীদেবীর হস্তে ধারণ করে ব্রাহ্মণের অঞ্জলিবদ্ধ হস্তে জলপূর্ণ করে আমি আমার সংকল্পের প্রতি প্রসন্ন থেকে মদ্দীদেবীকে দান করেছিলাম।

৫১। মদ্দীদেবীকে প্রদান কালে স্বর্গের দেবতাগণ আনন্দে উল্লসিত হয়েছিলেন এবং তখনও পর্বতরাজ সুমেরু পর্বতের বনরাজী দ্বারা পরিবেষ্টিত মহাপৃথিবী প্রকম্পিত হয়েছিল।

৫২। পুত্র জালি, কন্যা কৃষ্ণাজিনা এবং পতিব্রতা স্ত্রী মদ্দীদেবীকে পরিত্যাগ করবার সময় একমাত্র বোধি জ্ঞান লাভের প্রত্যাশা ছাড়া অন্য কোন চিন্তা করি নাই।

৫৩। আমার উভয় পুত্রকন্যা আমার অপ্রিয় ছিল না এবং মদ্দীদেবীও আমার অপ্রিয়া ছিলেন না। সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ আমার অধিকতর প্রিয় ছিল। তাই আমার প্রিয়জনদের দান করেছিলাম।

৫৪। পুনঃবার সে বৃহৎ অরণ্যে আমার মাতাপিতার সমাগমে যখন তাঁরা পরম করুণার সহিত সুখ দুঃখের কথা আলাপ করছিলেন ;—

৫৫। আমি অত্যন্ত লজ্জার সহিত দোষভয়ে ভীত হয়ে পরম শ্রদ্ধা সহকারে তাঁদের নিকট উপনীত হয়েছিলাম, তখনও পর্বতরাজ সুমেরু পর্বতের বনরাজীর দ্বারা পরিবেষ্টিত মহাপৃথিবী প্রকম্পিত হয়েছিল।

৫৬। পুনঃবার আমি আমার জ্ঞাতি পরিবার দ্বারা পরিবৃত হয়ে বৃহৎ অরণ্য হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে সমৃদ্ধশালী রমণীয়া জেতুত্তর নগরে প্রবেশ করেছিলাম।

৫৭। (জেতুত্তর নগরে আমাদের প্রবেশের সাথে সাথেই) সাত প্রকার রত্ন (বৃষ্টি ধারার ন্যায়) বর্ষিত হয়েছিল এবং মহামেঘ হতে পুষ্কর বৃষ্টি[১] বর্ষিত হয়েছিল। তখনও পর্বতরাজ সুমেরু পর্বতের বনরাজী দ্বারা পরিবেষ্টিত মহাপৃথিবী প্রকম্পিত হয়েছিল।

৫৮। এ' অচেতন পৃথিবী (সচেতন প্রাণীর ন্যায়) সুখ দুঃখ সম্বন্ধে অনবহিত হলেও সেও আমার দান প্রভাবে সাতবার প্রকম্পিত হয়েছিল।

বেস্সন্তর চরিত—নবম

—০—

পুষ্কর বৃষ্টি—পুষ্কর অর্থ পদ্ম বা পদ্মপত্র। পুষ্কর বৃষ্টি বলতে এমন অদ্ভুত বৃষ্টি বুঝায়, যাতে যে ইচ্ছা করে সে-ই জলসিক্ত হয় এবং যে ইচ্ছা করে না, তার শরীরে জল পড়ে না। কথিত আছে বুদ্ধ তাঁর জ্ঞাতিদিগকে বন্দনা করায়ে আসন গ্রহণ করলে কপিলাবস্তু নগরে পুষ্কর বৃষ্টি হয়েছিল।

১ (১০)

শশ পণ্ডিত চরিত

(শশ জাতক—৩১৬)

১। পুনঃবার আমি যখন শশক হয়ে জন্ম গ্রহণ করেছিলাম; আমি বনে বনে বিচরণ করে ঘাস, কচিপাতা, শাক, ফলাদি খেয়ে জীবন যাপন করতাম। এতে অপরের কোন ক্ষতি করা হতে আমি বিরত ছিলাম।

২। এক বানর, এক শৃগাল, এক উদ্‌বিড়াল এবং আমি সেখানে পরস্পর প্রতিবেশী হয়ে বাস করতাম এবং সকাল বিকাল আমরা একস্থানে মিলিত হতাম।

৩। আমি তাদিগকে পাপকর্ম এবং কল্যাণকর্ম সম্বন্ধে অনুশাসন করে বলতাম—"তোমরা পাপকর্ম বর্জন কর এবং কল্যাণ কর্মে নিজদের নিয়োগ কর।"

৪। উপোসথ দিনে আকাশে আপূর্ণ চন্দ্রমণ্ডল দেখে আমি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতাম—"আজ উপোসথ দিন।

৫। দানীয় বস্তু সংগ্রহ কর এবং উপযুক্ত পাত্রকে দান কর। উপযুক্ত প্রার্থীকে দান দিয়ে উপোসথ ব্রত পালন কর।"

৬। তারা "সাধু" বলে সম্মতি প্রদান করে নিজ নিজ শক্তি এবং সামর্থ অনুযায়ী যে যা' পারল দানীয় বস্তু সংগ্রহ করে দান দেওয়ার জন্য উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান করছিল।

৭। আমি একান্তে বসে উপযুক্ত দান-দক্ষিণার বস্তু অনুসন্ধান করতে করতে চিন্তা করছিলাম। যদি কোন উপযুক্ত প্রার্থী প্রাপ্ত হই, আমার কি দান দেওয়া উচিত?

৮। তিল, মুদ্গ, মাস, তণ্ডুল, ঘৃত প্রভৃতি আমার কাছে নাই। আমি ঘাস খেয়ে জীবন যাপন করি। ঘাস দান করা আমার দ্বারা সম্ভব নয়।

৯। যদি কোন উপযুক্ত প্রার্থী আমার নিকট ভিক্ষার জন্য উপনীত হয়, আমি আমার নিজ শরীর দান করব; সে অন্ততঃ রিক্ত হস্তে যেতে পারবে না।

১০। আমার কৃত সংকল্প দেবরাজ ইন্দ্র জ্ঞাত হয়ে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে আমার দানশীলতা পরীক্ষার জন্য তিনি আমার বাসগুল্মে উপনীত হলেন।

১১। তাঁকে দেখে আমি পরিতোষ লাভ করলাম এবং এরূপ উক্তি করেছিলাম—'আপনি আমার নিকট ঘাস গ্রহণ করার জন্য উপনীত হয়ে উত্তম কাজ করেছেন।"

১২। আজ আমি আপনাকে এমন উত্তম দান দেব যা' পূর্বে কোনদিন দেয়া হয় নাই। আপনি শীলগুণে বিভূষিত। অতএব, অপরকে পীড়া দেয়া আপনার দ্বারা সম্ভব নয়।

১৩। আপনি গিয়ে নানা প্রকার শুষ্ক কাঠ সংগ্রহ করে জ্বলন্ত অঙ্গার প্রস্তুত করুন। আমি নিজের দেহ নিজে আগুনে পোড়াব। আমার মাংস পরিপক্ক হলে আপনি তা' ভক্ষণ করুন।

১৪। তিনি উত্তম বলে অতি উৎসাহিত হয়ে নানা প্রকার শুষ্ক কাঠ সংগ্রহ করে প্রজ্বলিত অঙ্গারে এক বিরাট উনান প্রস্তুত করেছিলেন।

১৫। তিনি আগুন প্রজ্জ্বলিত করার সাথে সাথেই অগ্নির শিখা বিরাট আকার ধারণ করল। (আমার শরীরে কোন

প্রাণী থাকলে সেগুলি রক্ষা পাক এই ভেবে) আমি আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ঝেড়ে অঙ্গাররাশির এক প্রান্তে উপবেশন করলাম।

১৬। যখন কাঠের আটিতে আগুন প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠল এবং ভীষণ গর্জ্জনে ধুম উংগীড়ন করতে লাগল, তখন আমি সেই প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখার মাঝখানে পতিত হয়েছিলাম।

১৭। যেরূপ কোন ব্যক্তি শীতল জলে অবগাহন করে তার কষ্ট লাঘব করে এবং উষ্ণতা উপশম করে প্রীত হয় এবং আনন্দ পায়;

১৮। সেরূপ ঐ প্রজ্জ্বলিত আগুনে যখন আমি প্রবিষ্ট হই, আমার সকল কষ্ট শীতল জলে প্রবিষ্ট হওয়ার মত উপশম হয়েছিল।

১৯। আমি আমার শরীরের উপরে চামড়া হতে শুরু করে মাংস, অস্থি মজ্জা, অস্থি, হৃৎপিণ্ড সহ শরীরের সব কিছুই ঐ ব্রাহ্মণকে দান করেছিলাম।

শশ পণ্ডিত[১] চরিত—দশম

—০—

(১) শশ জাতক—শশ পণ্ডিতের দানশীলতার মহিমা দেখে তাঁর গুণ বর্তমান কল্পে স্থায়ী করবার জন্য দেবরাজ ইন্দ্র পর্বত নিষ্পীড়ন করে রস সংগ্রহ করেন এবং তাহা দিয়ে চন্দ্র মণ্ডলে শশচিহ্ন অংকন করেন।

দান পারমিতার সারাংশ—

২০। অকীর্তি ব্রাহ্মণ, শঙ্খ, কুরুরাজ ধনঞ্জয়, মহাসুদর্শন রাজা, মহাগোবিন্দ ব্রাহ্মণ,

২১। নিমি, চন্দ্র কুমার, শিবি, বেস্সন্তর এবং শশ পণ্ডিত প্রভৃতি জন্মে আমি এ'রূপ ছিলাম এবং এ'ভাবে উত্তম দান করেছিলাম।

২২। এগুলি দান করার প্রাথমিক পর্য্যায় এবং এ' গুলিই দান পারমী। উপযুক্ত প্রার্থীকে আমি আমার জীবন দান করে আমি দান পারমী পরিপূর্ণ করেছিলাম।

২৩। যদি আমি কাকেও আমার নিকট ভিক্ষার্থী হয়ে আসতে দেখতাম, আমি নিজেকে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকতাম। দানশীলতায় আমার সমকক্ষ কেহ নাই। ইহাই আমার দান পারমী।

দান পারমিতা সমাপ্ত

—০—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শীল পারমিতা

২ (১)

মাতৃপোষক চরিত

(মাতৃপোষক জাতক—৪৫৫)

১। যখন আমি অরণ্যে মহাশক্তিশালী হস্তীরূপে আমার মাতার সেবা শুশ্রূষা করছিলাম, তখন আমার মত শীলগুণ সম্পন্ন কোন সত্ত্ব ছিলনা।

২। জনৈক বনেচর অর্থাৎ অরণ্যে খাদ্য অন্বেষণকারী আমাকে সে মহারণ্যে দেখে বারাণসীরাজকে আমার কথা জ্ঞাত করালেন—"মহারাজ, আপনার প্রার্থিত মত একটা মঙ্গল হস্তী অরণ্যে অবস্থান করছেন।"

৩। সে হস্তীকে ধরবার জন্য বিশেষ কোন সতর্কতার প্রয়োজন নাই। এমন কি গর্ত অথবা খুঁটি তৈরীর প্রয়োজনও নাই। সে হস্তীর শুণ্ড ধারণ করলে তিনি নিজেই এখানে এসে পড়বেন।

৪। তার কথা শুনে রাজা মনে মনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন এবং একজন সুশিক্ষিত অত্যন্ত দক্ষ গজাচার্যকে সে বনেচরের সহিত পাঠিয়েছিলেন।

৫। গজাচার্য পদ্ম সরোবরের নিকট গিয়ে আমাকে দেখতে পেল যে আমি আমার মাতার পোষণার্থ সে সরোবর হতে পদ্ম মৃণাল উত্তোলন করছিলাম।

৬। আমার শীলগুণ পরীক্ষা করে সে আমার লক্ষণ সমূহ গভীরভাবে অবলোকন করল এবং "এস পুত্র" বলে আমার শুণ্ড গ্রহণ করল।

৭। তখন আমার স্বাভাবিক শরীর গঠনগত যে শক্তি ছিল, আজকালকার সহস্র হস্তীর শক্তির সমপরিমাণ হত।

৮। যারা আমাকে ধরতে এসেছিল আমি ক্রুদ্ধ হলে তাদের সম্পূর্ণ রাজ্যের লোকদের চূর্ণ-বিচূর্ণ করার মত আমার শক্তি ছিল।

৯। তারপরও আমার শীল রক্ষার্থে শীল পারমী পরিপূর্ণ করবার জন্য তারা আমাকে শৃঙ্খল দিয়ে বন্ধন করলেও আমি আমার চিত্তে ক্রোধভাব উৎপন্ন করি নাই।

১০। যদি তারা আমাকে সেখানে কুড়াল দিয়ে আঘাত করত অথবা বল্লম দিয়ে প্রহার করত আমি আমার শীল ভঙ্গের ভয়ে তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হতাম না।

শীলবান হস্তী চরিত—প্রথম

—০—

২ (২)

ভূরিদত্ত চরিত

(ভূরিদত্ত জাতক—৫৪৩)

১। পুনঃবার যখন আমি মহাঋদ্ধিশালী ভূরিদত্ত[১] নামক নাগরাজ হয়ে নাগরাজ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলাম, তখন বিরূপাক্ষ মহারাজের সহিত দেবলোকে গিয়েছিলাম।

---

(১) ভূরিদত্ত—ভূরী পৃথিবীর অপর নাম। "দত্ত" বোধিসত্ত্বের নাগ কুলের বাল্য নাম। এক সময় বোধিসত্ত্ব মহারাজ বিরূপাক্ষের সহিত দেবলোকে গিয়ে দেবতাদের একটা জটিল প্রশ্ন মীমাংসা করেছিলেন। তাতে দেবতারা বোধিসত্ত্বকে পৃথিবীর ন্যায় প্রজ্ঞাবান বলে সম্মানিত করে তাঁর নামকরণ করেন "ভূরিদত্ত"।

২। সেখানে দেবতাদের একান্ত সুখের মধ্যে নিমজ্জিত দেখে আমি সে দেবলোকে পুনঃ জন্ম লাভ করার জন্য শীলব্রত অবলম্বন করেছিলাম।

৩। আমার শারীরিক কৃত্যাদি সম্পন্ন করে এবং শরীর সমর্থ রাখার মত আহার করে চতুরঙ্গ সমন্বিত উপোসথ ব্রত[১] অবলম্বন পূর্বক একটা বল্মীকের উপর শুইয়ে রইলাম।[২]

৪। যার প্রয়োজন হয় সে এ' অবস্থাতেই আমার শরীরের আবরক চর্ম, মাংস, নহারু বা পেশীতন্তু এবং অস্থি গ্রহণ করুক। এ' সব বস্তু আমা কর্তৃক এখানে প্রদত্ত হল।

৫। যখন আমি এ' অবস্থায় শুইয়েছিলাম, জনৈক অকৃতজ্ঞ আলম্পান বা আলম্বায়ন[৩] আমাকে ধরল। সে আমাকে একটা পেটিকায় আবদ্ধ করে আমাকে দিয়ে গ্রামেগঞ্জে সর্পনাচ প্রদর্শন করতে লাগল।

৬। যদিও সে আমাকে পেটিকায় আবদ্ধ করেছিল এবং তার হস্ত দ্বারা আমার দেহ মর্দিত করেছিল, তবুও আমার শীল ভঙ্গের ভয়ে আমি আলম্পানের প্রতি ক্রুদ্ধ হই নাই।

---

(১) চুতুরঙ্গ সমন্বিত উপোসথব্রত—চরিয়া পিটক অর্থ কথায় চতুরঙ্গ উপোসথ বলতে শারীরিক আবরক চর্ম, মাংস, নহারু এবং অস্থি প্রভৃতি দ্রব্যের এক একটা অঙ্গের সংযম বলে চতুরঙ্গ সমন্বিত উপোসথ বলা হয়েছে।

(২) লাঙ্গুল শীর্ষ প্রমাণ হয়ে শুইয়ে রইলেন—দেহকে ছোট করে শুধু লেজ ও মাথার মধ্যে যতটুকু রইল।

(৩) আলম্পান বা আলম্বায়ন জনৈক ব্রাহ্মণের নাম। এ' ব্রাহ্মণ একজন ঋষি হতে গরুড় পক্ষী প্রদত্ত সর্প বশীভূত করার আলম্বায়ণ নামক মন্ত্র শিক্ষা করে এ' নামে আখ্যায়িত হন।

৭। আমার জীবনোৎসর্গ করা আমার নিকট তৃণবৎ তুচ্ছ ছিল। শীলব্রত ভঙ্গ করা আমার নিকট পৃথিবী উলটে যাবার মত ছিল।

৮। অনুক্রমে শতজন্মে আমি আমার জীবন উৎসর্গ করতে পারতাম। চতুর্মহাদ্বীপ রাজত্ব করার জন্য ও আমি আমার শীলব্রত ভঙ্গ করতে পারতাম না।

৯। তাই আমি আমার শীল রক্ষার্থে শীল পারমী পরিপূর্ণ করার জন্য আমাকে পেটিকায় আবদ্ধ করা হলেও আমি আমার মত পরিবর্তন করি নাই।

ভূরিদত্ত চরিত—দ্বিতীয়

—০—

২ (৩)

চম্পেয়্য নাগ চরিত

(চম্পেয়্য জাতক—৫০৬)

১। পুনঃবার যখন আমি চম্পেয়াক নামক মহাঋদ্ধিমান নাগরাজা ছিলাম। সে সময়েও আমি শীলব্রতে প্রতিষ্ঠিত থেকে যথাধর্মাচারী ছিলাম।

২। তখনও আমার ধর্মাচরণকালীন এবং উপোসথ রক্ষাকালীন জনৈক অহিতুণ্ডিক বা সাপুড়ে আমাকে ধরে নিয়ে রাজাঙ্গনে গিয়ে আমাকে দিয়ে সর্পনৃত্য প্রদর্শন করাচ্ছিল।

৩। সে যখন নীল, পীত, লোহিত বর্ণের কথা চিন্তা করত, আমি তার চিন্তিত বর্ণ ধারণ করে তার চিন্তার অনুবর্তী হয়েছিলাম।

৪। আমি জলাভূমিকে শুষ্কভূমিতে পরিণত করতে পারতাম, এমনকি শুষ্কভূমিকে জলাভূমিতেও পরিণত করতে পারতাম। আমি যদি তার প্রতি ক্রোধান্বিত হতাম, তা'হলে মুহূর্তের মধ্যে তাকে ভস্মে পরিণত করতে পারতাম।

৫। যদি আমি আমার চিত্তের বশীভূত হতাম, আমার শীলব্রত হতে বিচ্যুত হতাম, তবে শীলের পরিহানী হলে মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে সফল হওয়া যেত না।

৬। আমার ইচ্ছায় আমার শরীর বিদীর্ণ হউক এবং এ'স্থানেই চূর্ণ-বিচূর্ণ হউক, এ'রূপ আমার শরীর ভূষির ন্যায় বিক্ষিপ্ত হলেও আমি আমার শীলব্রত লঙ্ঘন করতে পারতাম না।

চম্পেয্য নাগ চরিত—তৃতীয়

—০—

২ (৪)

চূলবোধি চরিত

(চূল্লবোধি জাতক—৪৪৩)

১। পুনঃবার আমি যখন অতিশীলবান চূলবোধি[১] নামক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ ছিলাম, ভবযন্ত্রনা দেখে ভীত হয়ে গৃহত্যাগ করে অভিনিষ্ক্রমন করেছিলাম।

---

(১) চূলবোধি—চুল্লবোধি জাতকে বোধিসত্ত্বের নাম ছিল বোধি কুমার। চরিয়া পিটক অটঠকথায় উল্লেখ আছে যে মহাবোধি পরিব্রাজকের আদর্শ এ' জাতকে প্রদর্শিত হয়েছে বলে বোধিসত্ত্বকে এখানে চূলবোধি নামে অভিহিত করা হয়েছে।

২। পারিবারিক জীবনে যিনি আমার সহধর্মিনী বা স্ত্রী ছিলেন, তিনি সুবর্ণ বর্ণা সদৃশা জনৈকা ব্রাহ্মণী ছিলেন। তিনি ও সংসার ধর্মের মায়া ছিন্ন করে গৃহত্যাগ করে অভি-নিক্রমন করেছিলেন।

৩। নিরালয় অর্থাৎ তৃষ্ণাবিহীন হয়ে, জ্ঞাতিদের সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং পরিবার ও জনগণের প্রতি ভরসা না রেখে গ্রামে-গঞ্জে বিচরণ করতে করতে আমরা বারাণসীতে এসে উপস্থিত হলাম।

৪। সেখানে কোন কুল বা গণের সহিত সম্পর্ক না রেখে আমরা বিশুদ্ধ ব্রহ্মচারী জীবন যাপন করছিলাম। আমরা উভয়ে পশুপক্ষীর অতি অল্প শব্দে নিরুপদ্রবে রাজোদ্যানে বাস করছিলাম।

৫। বারাণসী রাজা রাজোদ্যান পরিদর্শন করতে গিয়ে ব্রাহ্মণীকে দেখতে পেলেন, তিনি আমার নিকট উপস্থিত হয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"ইনি কি তোমার? ইনি কার স্ত্রী?"

৬। তিনি এরূপ বল্লে আমি তাকে এ' উক্তি করেছিলাম—"ইনি আমার স্ত্রী নন। আমরা দু'জনে একই ব্রহ্মচর্য শাসনে প্রব্রজিত হয়ে একই ধর্মাচারী।"

৭। রাজা ব্রাহ্মণীর প্রতি মোহিত হয়ে তাঁর লোকদের দিয়ে ব্রাহ্মণীকে গ্রহণ করলেন এবং তাঁকে বলপূর্বক রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে বাধ্য করেছিলেন।

৮। ব্রাহ্মণী আমার ওদপত্তকিয়া ছিলেন অর্থাৎ দশ প্রকার স্ত্রীর মধ্যে পূর্ণ কলসী জল স্পর্শ করে আমি তাকে স্ত্রী

হিসাবে গ্রহণ করেছিলাম এবং আমরা প্রব্রজিত ধর্মে একই ধর্মাচারী। যখন ব্রাহ্মণীকে গ্রহণ করে রাজা জোর পূর্বক নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন আমার ক্রোধের উৎপত্তি হয়েছিল।

৯। ক্রোধ উৎপন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার শীলব্রত অনুস্মরণ করেছিলাম। তৎক্ষণাৎ আমি ক্রোধ প্রশমিত করেছিলাম এবং আর ক্রোধ বর্ধিত হতে দেই নাই।

১০। যদি কেহ এ ব্রাহ্মণীকে তীক্ষ্ম ছোড়া দিয়ে আঘাত করত আমি সম্বোধি লাভের প্রত্যাশায় আমার শীলব্রত লঙ্ঘন করতাম না।

১১। এ ব্রাহ্মণী আমার অপ্রিয়া ছিলেন না, আমার শরীরে যে শক্তি ছিল না, তাহাও নহে। সর্বজ্ঞতা লাভ আমার অধিকতর প্রিয় ছিল। তাই আমি আমার শীলব্রত রক্ষা করেছিলাম।

চূলবোধি চরিত—চতুর্থ

—০—

২ (৫)

মহিষরাজ চরিত

(মহিষ জাতক—২৭৮)

১। পুনঃবার আমি যখন বনে বিচরণকারী মহিষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলাম; আমার শরীর পর্বত প্রমাণ বিশাল, বলিষ্ঠ এবং দেখতে ভয়ঙ্কর ছিল।

২। পর্বতের ঢালুভূমি দিয়ে, দুর্গম গিরিপথে, বৃক্ষমূলে এবং জলাশয়ের ধারে প্রভৃতি যে সকল স্থানে মহিষদের যাতায়ত ছিল সে সব স্থানে বিচরণ করতাম।

৩। মহারণ্যে বিচরণ করতে করতে আমি বৃক্ষমূলে একটা রমণীয় স্থান দেখতে পেলাম, আমি সে স্থানে এসে বিশ্রাম করতাম এবং শয়ন করতাম।

৪। সেখানে এক দুষ্ট, ধূর্ত এবং অত্যাচারী বানরের আগমন হয়েছিল। সে আমার স্কন্ধে, ললাটে এবং ভ্রূযুগলে মলমূত্র ত্যাগ করত।

৫। সে বানর একদিন, দু'দিন তিনদিন এমন কি চতুর্থ দিনেও আমাকে এ' ভাবে কলুষিত করেছিল এবং সব সময়েই আমার উপর উপদ্রব করেছিল।

৬। আমাকে এ'রূপ উপদ্রব করতে দেখে এক যক্ষ (বৃক্ষদেবতা) আমাকে এ'রূপ বলেছিলেন—"এ' পাপী দুরাচারী বানরটাকে আপনি শৃঙ্গাঘাতে ও পায়ের ক্ষুরের দ্বারা হত্যা করুন।"

৭। বৃক্ষদেবতা কর্তৃক এ' উক্ত হলে আমি তাঁকে এ'ভাবে উত্তর দিয়েছিলাম "কি কারণে আপনি এ' পাপী, অনাচারী, মৃতবৎ বানরকে হত্যা করতে বলছেন?"

৮। আমি যদি তার প্রতি ক্রুদ্ধ হই, তবে আমি তার চেয়ে হীনতর প্রতীয়মান হব। এতে আমার শীলভঙ্গ হবে এবং বিজ্ঞদের নিকট আমি নিন্দিত হব।

৯। হীনভাবে জীবন যাপন না করে পরিশুদ্ধ ভাবে মৃত্যু ও ভাল। আমার নিজের জীবনের জন্যও কিভাবে আমি অনিষ্ট সাধন করতে পারি?

১০। এ বানর অন্য মহিষকে আমার মত ভেবে এরূপ আচরণ করবে। তখন তারা তাকে বধ করবে এবং আমি নিজেও রক্ষা পাব।"

১১। হীন মধ্যম এবং উত্তমদের অবমাননা সহ্য করে জ্ঞানীরা যা প্রার্থনা করেন এবং মনস্কামনা করেন তাহা লাভ করে থাকেন।

মহিষরাজ চরিত – পঞ্চম

—০—

২ (৬)

রুরুমৃগরাজ চরিত

(রুরুজাতক—৪৮২)

১। পুনঃবার যখন আমি সুমার্জিত সুবর্ণ পাতের ন্যায় রুরু নামক মৃগরাজ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলাম, তখন ও আমি বিশুদ্ধ শীলগুণ সম্পন্ন এবং সমাহিত চিত্ত ছিলাম।

২। আমি একাকী পরম সুখে জনমানবহীন মনোরম অঞ্চলে উপনীত হয়েছিলাম এবং গঙ্গায় মনোরম বাঁকে বাস করতে ছিলাম।

৩। সে সময় এক ব্যক্তি ঋণদায়ে জর্জরিত হয়ে উপরিগঙ্গায় গিয়ে "বাঁচব অথবা মরব" এ চিন্তা করে গঙ্গার জলে ঝাঁপ দিয়েছিল।

৪। সে রাতদিন গঙ্গার প্রবলস্রোতে ভাসতে লাগল এবং গঙ্গার জলের মাঝখানে করুণস্বরে আর্তনাদ করতে লাগল।

৫। তার পরিদেবনের করুণ আর্তনাদের শব্দ শুনে আমি গঙ্গার তীরে দাঁড়ায়ে জিজ্ঞাসা করলাম— তুমি কিরূপ মানুষ?"

৬। আমা কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে সে নিজের সেখানে পতনের কথা ব্যাখ্যা করে বলল—"উত্তমর্ণকের ভয়ে ভীত হয়ে আমি এ মহানদীতে ঝাঁপ দিয়েছিলাম।"

৭। তার প্রতি করুণা প্রদর্শন করে আমার নিজের জীবন বিপন্ন করে আমি নদীতে নেমেছিলাম এবং রাত্রির অন্ধকারে তাকে তুলে এনেছিলাম।

৮। (দুই তিন দিন পরিচর্যা করার পর) আমি যখন বুঝতে পারলাম সে এখন সম্পূর্ণ সুস্থ তখন তাকে এরূপ বলেছিলাম— "আমি তোমার নিকট একটা বর প্রার্থনা করছি। তুমি আমার অবস্থান সম্বন্ধে কাকেও বলবে না।"

৯। বারাণসী নগরে প্রবেশ করে যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, সে তখন ধনলাভের আশায় আমার কথা প্রকাশ করেছিল। বারাণসী রাজা তাকে নিয়ে আমার নিকট উপস্থিত হলেন।

১০। আমা কর্তৃক যাহা কৃত হয়েছিল, রাজাকে সব জানানো হয়েছিল। রাজা সব কথা শুনে শরে জ্যা আরোপ করে বল্লেন — "এক্ষুনি এ অনাথ মিত্রদ্রোহীকে আমি যমালয়ে পাঠাচ্ছি।"

১১। আমি তাকে রক্ষা করার জন্য আত্মদান করতেও প্রস্তুত ছিলাম। "মহারাজ, একটু অপেক্ষা করুন। আমি আপনার ইচ্ছা এবং খুশী অনুযায়ী আপনার আজ্ঞা পালন করব।"

১২। আমি আমার শীল রক্ষা করেছিলাম, এবং আমার জীবন বিপন্ন করতেও প্রস্তুত ছিলাম। কারণ সম্বোধি লাভের প্রত্যাশায় আমি তখন শীলে অধিষ্ঠিত ছিলাম।

রুরুমৃগরাজ চরিত ষষ্ঠ

—০—

২ (৭)

মাতঙ্গ চরিত

(মাতঙ্গ জাতক ৪৯৭)

১। পুনঃবার যখন আমি কঠোর সংযমী মাতঙ্গ নামক জটিল তাপস ছিলাম, তখন আমি শীলবান ও ধ্যান সমাপত্তি লাভী ছিলাম।

২। জনৈক ব্রাহ্মণ এবং আমি দু'জনে গঙ্গাতীরে বাস করতাম। আমি গঙ্গার স্রোতের ঊর্দ্ধভাগে এবং ব্রাহ্মণ স্রোতের নিম্নভাগে বাস করতেন।

৩। ব্রাহ্মণ গঙ্গার স্রোতের বিপরীত দিকে বিচরণ করতে করতে ঊর্দ্ধে আমার আশ্রম দেখতে পেলেন। তখন তিনি আমাকে গালি মন্দ[১] বলে আমার মস্তক বিদীর্ণ হয়ে যাওয়ার জন্য অভিশাপ দিলেন।

১। মাতঙ্গ ঋষি জাতিতে চণ্ডাল ছিলেন, তাই ব্রাহ্মণ তাঁকে গালি মন্দ বলেছিলেন।

৪। যদি আমি তাঁর প্রতি কোপিত হতাম, যদি আমি আমার শীল ভঙ্গ করতাম, আমি শুধুমাত্র তাঁর দিকে তাকালেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে ভস্মীভূত হয়ে যেতেন।

৫। যেহেতু তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে প্রদুষ্টমনে তখন আমাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন, সেজন্য এ অভিশাপ তারই মস্তকে পতিত হয়েছিল এবং আমি আমার উপায় কৌশলে [১] শাপমুক্ত হয়েছিলাম।

৬। আমি আমার শীল অনুরক্ষণ করেছিলাম ; আমার জীবনের জন্য চিন্তা করি নাই। সম্বোধি লাভের প্রত্যাশায় তখন আমি শীলে প্রতিষ্ঠিত ছিলাম।

মাতঙ্গ চরিত—সপ্তম

—০—

১। উপায় কৌশল—বোধিসত্ত্ব নিজের তপস্যার দ্বারা সাতদিন পর্যন্ত সূর্যোদয় বন্ধ রেখেছিলেন। জনসাধারণ বোধিসত্ত্বকে অনুরোধ করলে তিনি এ ব্রাহ্মণের মস্তকোপরি একটা মৃৎপিণ্ড স্থাপন করে তাকে জলে নামায়ে দেন। তারপর বোধিসত্ত্ব অবরুদ্ধ সূর্যকে মুক্তি দিলে মৃৎপিণ্ড সপ্তধা বিদীর্ণ হল এবং সে ব্রাহ্মণ জলে ডুব দিয়ে আত্মরক্ষা করলেন।

—০—

২ (৮)

ধর্ম দেবদূত চরিত

(ধর্ম জাতক—৪৫৭)

১। পুনঃবার আমি যখন মহাঋদ্ধিমান দেবতা পরিষদের ধর্ম নামক মহানুভব দেবপুত্র ছিলাম, তখন আমি জগতবাসীর প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করেছিলাম।

২। জগতের মানবদিগকে দশকুশলকর্ম-পথে উদ্বুদ্ধ করার জন্য আমি আমার সপরিষদ পরিবৃত হয়ে গ্রামে নিগমে পরিভ্রমণ করতেছিলাম।

৩। পাপী কদর্য অধর্ম নামক দেবপুত্র বা যক্ষ সকলকে দশ অকুশল ধর্মপথে প্রবুদ্ধ করার জন্য পরিজন পরিবৃত হয়ে এ মহাদ্বীপে বা জম্বুদ্বীপে পরিভ্রমণ করছিল।

৪। ধর্মবাদী এবং অধর্মবাদী হয়ে আমরা উভয়ে পরস্পর বিপরীত ভাবাপন্ন ছিলাম। পরিভ্রমণকালে আমাদের রথযান পরস্পরের মুখোমুখী হলে আমরা পরস্পরের গতিপথে বাধার সৃষ্টি করেছিলাম।

৫। কল্যাণবাদী এবং পাপীদের মধ্যে একটা ভীষণ কলহের সৃষ্টি হল। পথ ছেড়ে দেয়ার জন্য মহাযুদ্ধ অবতীর্ণ হওয়ার মত অবস্থার সৃষ্টি হল।

৬। যদি আমি তাঁর প্রতি ক্রোধ প্রদর্শন করতাম, যদি আমি তপঃগুণ ভঙ্গ করতাম, আমি তার পরিজনসহ তাকে মুহূর্তের মধ্যে ভষ্মীভূত করে দিতে পারতাম।

৭। কিন্তু আমি আমার শীল রক্ষার জন্য আমার মনকে প্রশমিত করেছিলাম এবং আমি আমার পরিজনসহ রথ হতে নেমে অধর্মকে পথ ছেড়ে দিয়েছিলাম।

৮। আমি আমার মনকে প্রশান্ত করে পথ হতে সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পাপীকে গ্রাস করার জন্য মহাপৃথিবী বিদীর্ণ হয়েছিল।

ধর্মদেবদূত চরিত অষ্টম

—?—

২ (১)

অলীনশত্রু চরিত

(জয়দ্দিস জাতক ৫১৩)

১। পঞ্চাল রাজ্যে কম্পিলা নামক সমৃদ্ধশালী নগরে রাজা জয়দ্দিস শীলগুণে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

২। আমি বহুশ্রুত, সুশীল অলীনশত্রু নামে সে রাজার পুত্র ছিলাম। আমি নিজে গুণবান ছিলাম এবং সর্বদাই আত্মীয় পরিজন প্রতি কর্তব্য পরায়ণ ছিলাম।

৩। আমার পিতা মৃগয়ায় গিয়ে এক নর মাংসখাদকের খপ্পরে পড়েছিলেন। সে আমার পিতাকে ধরে বল্ল— "তুমি আমার ভক্ষ্য। নড়াচড়া করবে না।"

৪। তার কথা শুনে আমার পিতা ভয়ে ত্রস্ত এবং কম্পিত হয়েছিলেন এবং নরখাদককে দেখে তার উরুদ্বয় স্তম্ভের মত অনড় হয়ে গেল।

৫। আমার পিতা তাকে বল্লেন—"এই মৃগ মাংস গ্রহণ কর। আমাকে যেতে দাও।" তাকে প্রত্যাবর্তনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমার পিতা (পূর্ব প্রতিশ্রুতি মত) ব্রাহ্মণকে ধন দান করলেন এবং আমাকে সম্বোধন করে বল্লেন—

৬। "তাত, যথাধর্ম রাজ্য প্রতিপালন করবে, এই নগরের প্রতি অবহেলা করবে না। আমি এক নর মাংসখাদকের নিকট পুনরায় ফিরে যাওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছি।"

৭। আমার পিতার বিনিময়ে আমি আত্মদান করার অভিপ্রায়ে মাতাপিতাকে বন্দনা করে ধনু খড়্গ ত্যাগ করে নরমাংস খাদকের নিকট উপনীত হয়েছিলাম।

৮। অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত হয়ে তার নিকট উপস্থিত হলে নরমাংস খাদক হয়ত ভীত হয়ে যেত। যদি আমি তার ভয় উৎপাত করতাম, আমার শীল ভঙ্গ হয়ে যেত।

৯। আমার শীল ভঙ্গের ভয়ে তাকে আমি অপ্রীতিকর কিছু বলি নাই। তার প্রতি মৈত্রী চিত্তে হিতবাদী হয়ে আমি এ রূপ উক্তি করেছিলাম—

১০। "আপনি মহাগ্নি প্রজ্জলিত করণ। আমি এক বৃক্ষ হতেই আগুনে পতিত হব। হে পিতামহ, যখন আমার মাংস খাওয়ার উপযুক্ত হবে, তখন আমাকে ভক্ষন করবেন।"

১১। এভাবে শীলরক্ষার্থে আমার জীবনের জন্যও মায়া করি নাই। প্রাণীহত্যা করার মত প্রকৃতি আমি চিরতরের জন্য দূরীভূত করেছিলাম।

অলীনশত্রু চরিত—নবম

—০—

২ (১০)

শঙ্খ পাল চরিত

(শঙ্খ পাল জাতক- ৫২৪)

১। পুনঃবার যখন আমি শঙ্খ পাল নামক মহাঋদ্ধিগণ নাগরাজ ছিলাম, তখন উগ্রতেজ সম্পন্ন দু'পাটিতে চারটা বিষ দাঁত এবং দু'টা জিহ্বা নিয়ে আমি নাগদের অধিপতি ছিলাম।

২। বিভিন্ন প্রকার লোকদের সমবেত হওয়ার মত রাজপথের চৌমুহনীতে চতুরঙ্গ সমন্বিত উপোসথ পালনের জন্য স্থান ঠিক

করে আমি সেখানে বাস করতে লাগলাম।

৩। যার প্রয়োজন হয় সে এ অবস্থাতেই আমার আবরকচর্ম, মাংস, নহারুবা পেশীতন্তু এবং অস্থি গ্রহণ করুক। এ'সব আমা কর্তৃক এ অবস্থাতেই প্রদত্ত হল।

৪। কয়েকজন উগ্র, কর্কশ, দয়ামাহীন শিকারী আমাকে দেখে তাদের হাতের দণ্ড এবং মুগ নিয়ে আমার নিকট উপস্থিত হল।

৫। তারা আমার নাসাপুট বিদ্ধ করে আমার লাঙ্গুল এবং মেরুদণ্ডে বেঁধে একটা খাঁচায় নিয়ে আমাকে বহন করতে লাগল।

৬। যদি আমি ইচ্ছা করতাম, আমি আমার নাসাবাতায় অরণ্য পর্বতসহ সসাগরী পৃথিবী ধুলিসাৎ করতে পারতাম।

৭। যদিও তারা আমাকে তীক্ষ্ণশূলে বিদ্ধ করেছিল এবং অস্ত্রের দ্বারা আমার দেহ ক্ষত বিক্ষত করেছিল, আমি এই শিকারদের প্রতি ক্রোধান্বিত হই নাই। আমার শীল পারমী এ'রূপ ছিল।

শঙ্খপাল চরিত দশম

—o—

শীলপারমীর সারাংশ

৮। হস্তীনাগ, ভুরিদত্ত, চম্পেয়্য, বোধি, মহিষ, রুরু, মাতঙ্গ, ধর্ম এবং জয়দ্দিসের পুত্র,—

৯। এরা সকলে শীলগুণে গুণাধিক ছিলেন এবং শীলপারমী প্রাথমিক স্তর অতিক্রম করেছিলেন। তাঁরা জীবনের সকল দিক

ঠিক রেখে শীল রক্ষা করেছিলেন।

১০। আমি যখন শঙ্খপাল ছিলাম, আমি সবসময়ে যে কেহ হউক না কেন তাকে আমার জীবনদানের জন্য প্রস্তুত ছিলাম, এরূপ আমার শীল পারমী ছিল।

শীলপারমী সমাপ্ত

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

৩ (১)

নৈষ্ক্রম্য পারমিতা

যুধঞ্জয় চরিত

(যুধঞ্জয় জাতক—৪৬০)

১। যখন আমি অমিত যশের অধিকারী যুধঞ্জয় নামক রাজপুত্র ছিলাম, সূর্যের উত্তাপে শিশির বিন্দু পতিত হতে দেখে আমি সংসারের ব্যাপারে সংবেগ উৎপন্ন করেছিলাম।

২। ইহা সংসারের অনিত্যতার প্রতীক মনে হওয়াতে আমার সংবেগ আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। আমি আমার মাতাপিতাকে বন্দনা করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে ছিলাম।

৩। সমস্ত রাজ্যবাসী এবং অমাত্যবৃন্দ কৃতাঞ্জলিবদ্ধ হয়ে আমার নিকট প্রার্থনা জানায়ে ছিল— "রাজপুত্র, অদ্য হতেই তুমি এই সমৃদ্ধ ও মহিমান্বিত রাজ্যের রাজত্ব গ্রহণ করুণ।"

৪। যখন রাজাসহ সকল মহিলাবৃন্দা, রাজ্যবাসী এবং অমাত্য-বৃন্দ আমার প্রতি করুণা প্রদর্শন করতঃ পরিদেবন করছিলেন, আমি আর অপেক্ষা না করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম।

৫। একমাত্র সম্বোধিলাভের প্রত্যাশায় আমি সমগ্র পৃথিবীর রাজত্ব, জ্ঞাতি পরিজন, যশখ্যাতি প্রভৃতি পরিত্যাগ করতে বিন্দুমাত্র চিন্তা করি নাই।

৬। মাতাপিতা আমার অপ্রিয় ছিলেন না, মহাযশখ্যাতি ও আমার অপ্রীতিকর নহে। সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ আমার নিকট

অধিকতর প্রিয়, তাই আমি রাজ্য পরিত্যাগ করেছিলাম।

যুধঞ্জয় চরিত—প্রথম

—০—

৩ (১)

সোমনস্স চরিত

(সোমনস্স জাতক—৫০৫)

১। পুনঃবার যখন আমি ইন্দ্রপ্রস্থ নামক এক সমৃদ্ধশালী নগরে সোমনস্স নামক রাজপুত্র ছিলাম, তখন আমার পিতা-মাতা কর্তৃক অনেক আকাঙ্খিত ছিলাম এবং তাঁদের প্রিয় ছিলাম। আমার বিস্তর খ্যাতিও ছিল।

২। আমি শীলবান, শ্রদ্ধাদি গুণে গুণবান, অপরে কল্যাণ সাধনে খ্যাতিমান ছিলাম। আমি বৃদ্ধদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, বিনয়ী এবং সমবেদনা জ্ঞাপনে বিশেষজ্ঞ ছিলাম।

৩। একজন ভণ্ড তাপসী সে রাজার অতি প্রিয় ছিলেন। তিনি তাঁর বাসস্থানে রন্ধনোপযোগী নানা প্রকার পাক এবং অলাবুকুষ্মাণ্ড প্রভৃতি গুল্মলতা রোপন করে জীবিকানির্বাহ করতেন।

৪। তাঁকে দেখে আমার মনে হয়েছিল এ তপস্বী কুহক, তণ্ডুলবিহীন ভুষির মত অন্তঃসার শূন্য, ফাঁপা বৃক্ষ সদৃশ্য এবং কদলী বৃক্ষের ন্যায় মজ্জাবিহীন।

৫। "এ তপস্বীর ধর্ম্মসম্মত বিশুদ্ধ আচরণ নেই এবং ইনি সন্ন্যাস ধর্ম হতে চ্যুত হয়েছেন। জীবিকার্জনের জন্য তিনি

লজ্জাহীন এবং ধর্মচ্যুত।"

৬। উপজাতীয় লোকেরা প্রত্যন্ত প্রদেশে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে আমার পিতা তাদিগকে দমন করতে গমন করেছিলেন এবং যাত্রার সময় আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন—

৭। "তাত, এই কঠোর তপঃচারী জটিল ব্রাহ্মণকে অবহেলা করবে না, তিনি আমাদের ঈপ্সিত বস্তুর দাতা এবং তিনি যা ইচ্ছা করেন তাহা কার্যে পরিণত করতে পারেন।"

৮। আমি তার তত্ত্ব নিতে গিয়ে তাকে এরূপ উক্তি করেছিলাম "গৃহপতি, আশাকরি কুশলে আছেন, আপনার জন্য আমি কি সংগ্রহ করতে পারি?"

৯। এতে এ কুহকের সম্মানে আঘাত লেগেছিল এবং তিনি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি ভাবলেন—"অদ্যই আমি তোমাকে হত্যা করাব অথবা এ রাজ্য হতে নির্বাসন করাব।"

১০। প্রত্যন্ত প্রদেশের বিদ্রোহদমন করে এসে রাজা এ ভণ্ড তপস্বীকে জিজ্ঞাসা করলেন—"ভন্তে, আপনি কুশলে আছেন তো। আপনার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে তো" প্রত্যুত্তরে এ পাপী তপস্বী কেন এ রাজপুত্রকে হত্যা করা হউক তাহা রাজাকে জানালেন।

১১। রাজা তাঁর কথা শুনে আদেশ দিলেন "সে (রাজপুত্র) যেখানে থাকুক না কেন তার মস্তক বিচ্ছিন্ন কর। তার দেহ চারখণ্ডে ভাগ করে রাস্তায় রাস্তায় প্রদর্শন করাও। জটিল তপস্বীর প্রতি অবজ্ঞাকারীর এ গতি।"

১২। রাজার আদেশ মত ভয়ঙ্কর কর্কশ নির্দয় চণ্ডালেরা গিয়ে অতিনির্দয়ভাবে আমাকে আমার মাতার কোলে বসাবস্থা হতে

টেনে আনল।

১৩। তারা যখন আমার বন্ধন সজোড়ে কষছিল আমি তাদিগকে বল্লাম—"আমাকে সত্বর রাজার সমীপে উপস্থিত করা হউক. রাজার সহিত আমার জরুরী দরকার আছে।"

১৪। তারা আমাকে পাপসেবী মূর্খ রাজার নিকট উপস্থিত করেছিল। রাজার সহিত দেখা হলে আমি রাজাকে বশীভূত করেছিলাম এবং আমার প্রভাবে এনেছিলাম।

১৫। তখন তিনি আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন এবং আমাকে মহারাজ্য দান করেছিলেন। আমি কিন্তু এ সংসারের মোহে দোষ দেখায়ে অনাগারিক হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম।

১৬। মহারাজ্য আমার অগ্রহনীয় ছিল না এবং কাম ভোগও আমার অপ্রিয় ছিল না। সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ আমার অধিকতর প্রিয় ছিল। তাই আমি রাজ্য পরিত্যাগ করেছিলাম।

সোমনস্স চরিত—দ্বিতীয়

—০—

৩ (৩)

অয়োঘর চরিত

(অয়োঘর জাতক—৫১০)

১। পুনঃরায় যখন আমি কাশীর রাজার পুত্র ছিলাম, তখন আমি অয়োঘরে বা লৌহ নির্মিত প্রাসাদে লালিত পালিত হয়েছিলাম বলে আমার নাম অয়োঘর।[১]

২। (আমার বয়স যখন ষোল বৎসর হল, কাশীরাজার আমাকে বলেন)—"অনেক দুঃখে তোমার জীবন রক্ষা পেয়েছে, সম্পূর্ণ আবদ্ধ প্রাসাদে তোমাকে লালন পালন করা হয়েছে। বৎস, অদ্যই এ বিশাল রাজ্যের সকল দায়িত্ব গ্রহণ করে রাজপদে অধিষ্ঠিত হও।"

৩। তিনি আরও বল্লেন—"এই সম্পূর্ণ রাজ্য, সকল নিগম এবং রাজ্যবাসীদের দায়িত্ব গ্রহণ কর।" আমি ক্ষত্রিয়দের বন্দনা করে কৃতাঞ্জলিবদ্ধ হয়ে এই উক্তি করেছিলাম।—

৪। "এ পৃথিবীতে প্রাণী সকল হীন, উত্তম অথবা মধ্যম যে কোন জাতের হউক না কেন প্রত্যেকে নিজ আত্মীয় স্বজনের মধ্যে আপন গৃহ অরক্ষনীয় ভাবে বড় হয়ে থাকে।

৫। "(কিন্তু) এই জগতে সম্পূর্ণ আবদ্ধ গৃহে আমার লালন পালনের কোন তুলনা নেই। আমি চন্দ্র সূর্যের আলোহীন অয়োঘরে বর্ধিত হয়েছিলাম।

৬। গূথ নরক সদৃশ পূথি গন্ধযুক্ত, বিরক্তিকর পদার্থে পরিপূর্ণ মাতৃকুক্ষি হতে নিক্রান্ত হওয়ার পর পুনঃবার আমাকে অয়োঘরে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। সেখানে আমি দারুন কষ্টে মধ্যে ছিলাম।

৭। আমি এরূপ দারুন দুঃখ উপভোগ করেও যদি রাজত্ব করার জন্য উৎসাহিত হতাম, পাপীদের মধ্যে নিকৃষ্টতম হিসাবে গণ্য হতাম।

৮। আমি আমার শরীরের জন্য উৎকুণ্ঠিত ছিলাম এবং রাজ্যের আমার প্রয়োজন নেই। যেখানে মৃত্যু আমাকে মর্দিত করতে পারে না, আমি সে পথ অনুসন্ধান করব।"

৯। এরূপ চিন্তা করে মহাজন সজ্জকে উচ্চ স্বরে বিলাপ করায়ে

হস্তী যেমন লৌহশৃঙ্খলের বন্ধন ছিন্ন করে যায় আমি সে রূপ মহারণ্যের বনে প্রবেশ করেছিলাম।

১০। মাতাপিতা আমার অপ্রিয় ছিলেন না। মহাযশ ও আমার অপ্রিয় ছিল না। সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ আমার অধিকতর প্রিয় ছিল। তাই আমি রাজ্য ত্যাগ করেছিলাম।

অয়োঘর চরিত—তৃতীয়

—০—

১। অয়োঘর—অয়োঘর জাতকে বর্ণিত আছে—কাশীর রাজার পর পর দু'টা নবজাত পুত্রকে এক যক্ষিনী খেয়ে চলে যেত। তৃতীয় বার সন্তান প্রসব করার সময় কাশী রাজা তাঁর অগ্র-মহিষীকে এক লৌহ নির্মিত প্রাসাদে আবদ্ধ করে রাখেন। এখানে রাজপুত্রকে ষোল বৎসর ধরে আবদ্ধ রেখে লালন পালন করা হয়েছিল।

৩ (৭)

ভিস চরিত

(ভিস জাতক—৪৮৮)

১। পুনঃবার আমি যখন কাশী রাজ্যের এক সমৃদ্ধশালী নগরে বাস করছিলাম, তখন আমার এক ভগ্নী এবং সাত ভাই একই উচ্চ শিক্ষিত (ব্রাহ্মণ) পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলাম।

২। আমি ভাইবোনদের জন্য অগ্রজ ছিলাম আমি সংসারের প্রতি লজ্জা বা হ্রী সম্বন্ধে অভিহিত ছিলাম। তাই সংসারের ভয়ে আমি অভিনিক্রমনে অভিরমিত হয়েছিলাম।

৩। আমার মাতাপিতা কর্তৃক প্রেরিত আমার বন্ধুগণ সমস্বরে আমাকে কামসুখে রমিত হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলেন এবং বল্লেন—"বংশকুল রক্ষা করুন।"

৪। তাদের কথাবার্তায় গার্হস্থ্য ধর্মে সুখ বহন করে থাকে উক্ত হলে ও আমার মনে হয়েছিল গার্হস্থ্য ধর্ম উতপ্ত লাঙ্গল ফাল সদৃশ ভয়ঙ্কর।

৫। তখন তারা আমার সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণা জেনে আমার অভিপ্রায় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলেন - "সৌম্য, যদি কাম-ভোগে রমিত না হও, তোমার উদ্দেশ্য কি ?"

৬। আমি নিজে নিজের হিতকামী হয়ে আমার হিতাকাঙ্খী বন্ধুদিগকে এইরূপ উক্তি করেছিলাম - "আমি গৃহী জীবন প্রত্যাশা করি না। আমি অভিনিষ্ক্রমনে অত্যধিক উৎসাহিত বোধ করি।"

৭। তারা আমার কথা শুনে তা' আমার পিতামাতাকে জানালেন। তখন আমার মাতাপিতা বল্লেন—"তবে, আমরা সকলেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করব।"

৮। উভয় মাতাপিতা, বোন এবং সাত ভাই আমরা সকলে এই অমিত ধন সম্পত্তি পরিত্যাগ করে মহারণ্যে প্রবেশ করেছিলাম।

ভিস চরিত—চতুর্থ।

— ০—

৩ (৫)

শোনপণ্ডিত চরিত
(শোননন্দ জাতক—৫৩২)

১। পুনঃবার যখন আমি ব্রহ্মবর্ধণ[১] নামক নগরে বাস করছিলাম, সেখানে আমি এক অভিজাত শ্রেষ্ঠ (ব্রাহ্মণ) কুলের মহাশালে[২] অর্থাৎ আশী কোটি বিত্তসম্পন্ন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলাম।

২। সে সময়েও আমি এ পৃথিবী অবিদ্যায় অন্ধকারে নিমজ্জিত দেখে আমার মন অঙ্কুশাঘাতের ন্যায় ভবে পুনরুৎপত্তিতে সংকোচিত হয়েছিল।

৩। গৃহবাসে বিবিধ পাপকর্ম হওয়ার সম্ভাবনা দেখে আমি আমি তখন এরূপ চিন্তা করেছিলাম—"কখন গৃহত্যাগ করে মহারণ্যে প্রবেশ করা যায়?"

৪। সে সময়েও আমার আত্মীয় স্বজন কামভোগ করার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলেন। তখনও আমি আমার ইচ্ছা প্রকাশ করে বলেছিলাম—"আপনারা আমাকে গৃহবাসে আমন্ত্রণ করবেন না।"

৫। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নন্দ নামে পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনিও আমার শিক্ষাপদ গ্রহণ করে প্রব্রজ্যায় অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন।

৬। আমি ভ্রাতানন্দ এবং উভয় মাতাপিতা আমাদের প্রভূত সম্পদ ভোগ পরিত্যাগ করে মহারণ্যে প্রবেশ করেছিলাম।

শোন পণ্ডিত চরিত — পঞ্চম

—০—

১। ব্রহ্ম বর্ধন—বারাণসীর পুরাতন নাম।

২। মহাশাল বা মহাসার—প্রভূত ঐশ্বর্য সম্পন্ন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও গৃহপতি ভাগে মহাশাল তিন প্রকার। জাতকার্থ কথা ঈশান চন্দ্র ঘোষ।

৩ (৬)

অধিষ্ঠান পারমিতা

তেমিয় পণ্ডিত চরিত

(মুকপঙ্গু জাতক—৫৩৮)

১। পুনঃবার যখন আমি কাশী রাজার পুত্র ছিলাম, তখন আমি মূকপঙ্গু নামে পরিচিত ছিলাম এবং আমার নাম ছিল তেমিয় কুমার।

২। তখনও রাজার ষোল সহস্র স্ত্রীদের মধ্যে কারও পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে নাই। অনেক দিনরাত্র প্রার্থনার পর আমি তাঁদের একমাত্র পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

৩। অনেক সাধনার পর আমাকে পেয়ে আমি মাতা পিতার প্রিয় পুত্র ছিলাম, অভিজাত ছিলাম এবং জ্যোতিরিন্দ্রিয় ছিলাম আমার পিতা আমার শয্যার উপরে শ্বেতছত্র শোভিত করে আমাকে লালন পালন করেছিলেন।

৪। যখন আমি সেই অলংকৃত রাজশয্যায় নিদ্রা হতে জাগরিত হয়েছিলাম, আমি যার জন্যে পূর্বে নরকে পতিত হয়েছিলাম,

সে পাণ্ডুর শ্বেত ছত্র দর্শন করেছিলাম।

৫। শ্বেতছত্রের এ দৃশ্য দেখে আমার মধ্যে ভীষণ আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিল। আমি গভীর চিন্তার পর এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম—"কি ভাবে আমি এ পরিস্থিতি (রাজ্য গ্রহণ) হতে মুক্তি পেতে পারি?"

৬। আমার রক্তের সম্পর্কিত পূর্বের জন্মের জনৈকা দেবতা আমার হিতাকাঙ্খী হয়েছিলেন। তিনি আমার দুঃখিত মনোভাব দেখে আমাকে তিনটা উপায় অবলম্বন করার জন্য উপদেশ দিয়ে ছিলেন—

৭। "পণ্ডিতের লক্ষন প্রকাশ করবে না, সকল প্রাণীদের সহিত বালভাব প্রদর্শন করবে এবং সকলে তোমাকে অপেয় বা কাল-কণী বলে পরিত্যাগ করুক—এ ভাবেই তোমার আকাঙ্খিত ইচ্ছায় উপায় উদ্ধার করতে হবে।"

৮। আমাকে এ উপদেশ দেয়া হলে তখন আমি তাকে এরূপ বলেছিলাম—"হে দেবতা, আপনি সেভাবে আমাকে বলেছেন, আপনার কথামত আমি আচরণ করব।"

৯। সে দেবতা আমার পরম হিতষিনী এবং পরম উপকারী ছিলেন। তার কথা শুনে আমি মহাসমুদ্রে ঠাঁই পেলাম।

১০। আমি আমার সংবিগ্ন ভাব ত্যাগ করে তিনটা বিষয়ে অধিষ্ঠান করেছিলাম—"মূক হব, বধির হবো এবং পঙ্গু হয়ে গতিহীন হবো।"

১১। এ তিন বিষয়ে অধিষ্ঠিত হয়ে আমি ষোল বৎসর যাপন করেছিলাম, তাতে আমার হস্তপদ, জিহ্বা এবং কর্ণমর্দন দ্বারা পরীক্ষা করে আমার মধ্যে কোন বিকৃতি না দেখে আমাকে "কালকণী" বা "অপেয়" বলে নিন্দিত করা হয়েছিল।

১২। অত:পর সেনাপতি পুরোহিতসহ রাজ্যের সকল লোকে একমত হয়ে আমাকে পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে-ছিলেন।

১৩। আমি তাদের মতামত শুনে আমার মনের সংবেগ দমন করেছিলাম, যে উদ্দেশ্যে আমি এতদিন তপস্যা করে আস-ছিলাম সেই উদ্দেশ্য সফল হতে চল্লল।

১৪। আমাকে উত্তমরূপে স্নান করায়ে মস্তকোপরি ছত্র উত্তোলন করে আমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করা হয়েছিল এবং নগরের চারদিকে প্রদক্ষিণ করা হয়েছিল।

১৫। এ ভাবে সাতদিন ধরে ছত্রোত্তলন করে (অষ্টম দিবসে) প্রাত:কালীন সূর্য উদিত হলে সারথী সজ্জিত রথে আমাকে বাহিরে নিয়ে বনে গিয়ে উপনীত হয়েছিল।

১৬। রথখানি উপযুক্ত স্থানে রেখে সজ্জিত অশ্বদিগকে সারথী বন্ধনমুক্ত করেছিল এবং আমাকে মাটিতে পুতবার জন্য গর্ত খনন করতে শুরু করেছিল।

১৭। যে অধিষ্ঠান আমি বিবিধ উপায় অবলম্বন করে প্রাপ্ত হয়েছিলাম, সে অধিষ্ঠানের রক্ষার্থে ভয়ে সম্বোধি প্রাপ্তি প্রত্যাশায় আমি অধিষ্ঠান ভঙ্গ করি নাই।

১৮। মাতাপিতা আমার অপ্রিয় ছিলেন না, আমার নিজের সত্ত্বাও আমার অপ্রিয় ছিল না। সর্বজ্ঞতা লাভ আমার প্রিয়তর ছিল। তাই আমি এরূপ অধিষ্ঠান করেছিলাম।

১৮। এ তিনটির অধিষ্ঠান করে আমি ষোল বৎসর অতিবাহিত করেছিলাম, অধিষ্ঠান রক্ষায় আমার সমকক্ষ কেহ নাই। এরূপ আমার অধিষ্ঠান পারমী ছিল।

তেমিয় চরিত—ছষ্ঠ

—:—

৩ (৭)

সত্য পারমিতা

কপিরাজ চরিত

(বানরিন্দ জাতক—৫৭)

১। যখন আমি বানর হয়ে জন্মগ্রহণ করে নদী তীরে বনভূমিতে বাস করছিলাম, এক কুম্ভীর কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়ে আমি আমার যাতায়াতের পথ দিয়ে যেতে পারছিলাম না।

২। যে স্থানে (পাষাণখণ্ডে) আমি নদীর এপার হতে ওপারে যেতে লাফ দিয়ে দাঁড়াতাম, সেস্থানে আমার শত্রু, আমাকে বধ করতে ইচ্ছুক এবং ভয়ঙ্কর দর্শন কুমীর গিয়ে বসেছিল।

৩। সে আমাকে "আস" বলে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। আমি "আসছি" বলে তাকে বলেছিলাম। তার মাথায় উপর পা রেখে আমি নদীর অপর তীরে প্রত্যাগমন করেছিলাম।

৪। আমি তাকে কোন অলীক কথা বলি নাই। আমি আমার কথামত কাজ করেছিলাম সত্য রক্ষার আমার সমকক্ষ কেহ-ই নাই। এ'রূপ আমার সত্যপারমী ছিল।

৩ (৮)

সত্য সব্‌হয় পণ্ডিত চরিত

(এ' নামে কোন জাতক পাওয়া যায় নাই)

১। পুনঃবার আমি যখন সত্য নামে তাপস ছিলাম, আমি সত্যের দ্বারা জগৎ প্রতিপালন করেছিলাম এবং সত্যের দ্বারা লোকজন একতাবদ্ধ করে ছিলাম।

সত্য সব হয় চরিত—অষ্টম।

—·—

১। সত্য সব হয় পণ্ডিত — এ নামে কোন জাতকের উল্লেখ নাই। চরিয়া পিটক অর্থ কথায় "সচ্চ তাপস চরিয়ং" নামে সত্য তাপসের পরিচিতি আছে। একজন্মে বোধিসত্ত্ব বারাণসীতে সত্য নামে এক বিখ্যাত ব্রাহ্মণ মহাসালকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তক্ষশিলায় গিয়ে বিখ্যাত আচার্যদের নিকট বিবিধ শিক্ষা সমাপ্ত করে বারাণসীতে তাঁর পিতামাতাদের সহিত বাস করতে লাগলেন। অনন্তর তিনি তাঁর পিতামাতা হতে অনুমতি নিয়ে ঋষি প্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত হয়ে হিমবন্ত প্রদেশে বাস করে অষ্ট সমাপত্তি এবং পঞ্চ অভিজ্ঞা লাভ করেন।

তিনি একদিন দিব্যচক্ষে জগৎ অবলোকন করে দেখতে পেলেন যে জম্বুদ্বীপের সকল মানুষ প্রাণীহত্যাদি দশ অকুশল কর্মপথে পরিচালিত হয়ে কামাদিতে বশবর্তী হয়ে পরস্পরের সহিত বিবাদে লিপ্ত হয়েছিল। তিনি জগতের সকল লোককে নির্বাণ-মুখী করার সংকল্প করে তাদের প্রতি করুণার প্রতীক স্বরূপ স্থানে স্থানে গিয়ে কলহ-বিবাদের দোষ প্রদর্শন করে এবং বিরোধের অপ্রয়োজনীয়তা দেখায়ে সকল লোকজন একতাবদ্ধ করেছিলেন। তারপর তাদেরকে দশকুশল কর্মপথে প্রতিষ্ঠিত করে শীল সংবরে ইন্দ্রিয় গতিপথে এবং স্মৃতি সমাধিতে মনোযোগী করেছিলেন। চরিয়া পিটক অর্থ কথায়—এ ভাবে সত্য চরিতের উল্লেখ আছে।

---

৩ (৯)

বর্তকপোতক চরিত

(বর্তক জাতক—৩৫)

১। পুনঃবার যখন আমি মগধরাজ্যে বর্তক পোতক রূপে

ছিলাম, তখনও আমার পাখা গজায় নাই এবং আমি নবজাতক ছিলাম। আমি পক্ষীকুলায় একখণ্ড মাংস খণ্ডের ন্যায় অবস্থান করেছিলাম।

২। আমার মাতা চঞ্চু দ্বারা খাদ্য সংগ্রহ করে আমাকে প্রতিপালন করতেন। আমি তার সহচর্যে বাস করতাম। আমার কায়িক শক্তি ছিল না।

৩। সংবৎসর গ্রীষ্মকালে এ স্থান দাবানলে দগ্ধ হত। এ বৎসরেও দাবানলের লেলিহান শিখা বিস্তার করে আমাদের কাছাকাছি এসেছিল।

৪। আগুনের মহাশিখা "ধুম" "ধুম" করে গর্জন করে উঠল। চারদিকে এ শিখা বিস্তারিত হয়ে আমার একদম নিকটেই এসে পড়েছিল।

৫। আমার মাতাপিতা অগ্নির গতিবেগ দেখে ভয়ে ত্রস্ত কুলায় আমাকে পরিত্যাগ করে নিজদের জীবন রক্ষা করেছিলেন।

৬। আমি আমার পায়ে এবং পাখা দিয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু আমার কায়িক শক্তি ছিল না। যখন আমার কোন গত্যান্তর ছিল না, তখন সেখানে এরূপ চিন্তা করেছিলাম।

৭। "আমি যাদের নিকট যেতে পারতাম, তারা ভয়ে ভীত, ত্রস্ত এবং কম্পিত হয়ে আমাকে পরিত্যাগ করে পলায়ন করেছেন। অদ্য আমার কি করা উচিত?"

৮। জগতে শীলের গুণ আছে; সত্য, শুচিতা এবং দয়ারও গুণ আছে। এ সত্যের প্রভাব অনুস্মরণ করে আমি অমোঘ সত্যক্রিয়া [১] করব।"

---

[১] সত্যক্রিয়া—সত্যের স্বভাব ধর্ম।

৯। ধর্মবলকে আশ্রয় হিসাবে গ্রহণ করে অতীত জীনগণের স্মৃতি অনুসরণ করে সত্যের প্রভাবের উপর নির্ভর করে আমি সত্যক্রিয়া করেছিলাম।

১০। "পাখা আছে বটে উড়বার শক্তি নাই, পদদ্বয় আছে বটে, চলবার শক্তি নাই। মাতাপিতা আমাকে ফেলে পলায়ন করেছেন। হে জাতবেদ (আপনি জাত অগ্নি), প্রতি নিবৃত্ত হও।"

১১। আমার সত্যক্রিয়ার প্রভাবে প্রজ্জলিত মহাঅগ্নিশিখা ষোল করীস দূরে সরে গিয়ে জলে আগুন যে ভাবে নিভে যায় সে ভাবে নিভে গেল। সত্যতে আমার সমকক্ষ কেহ নাই। এরূপ আমার সত্য পারমী[১] ছিল।

বত্তকপোতক চরিত—নবম।

—০—

(১) বর্তক জাতকে উল্লেখ আছে এ'স্থানে বর্তমান কল্পে আরও কখন অগ্নি দগ্ধ হয় নাই এবং পরেও হবে না। এ অদ্ভুত ব্যাপার কল্প স্থায়ী প্রাতিহার্য নামে অভিহিত। বৌদ্ধ সাহিত্য এ'রূপ চারটা কল্পস্থায়ী প্রাতিহার্যের উল্লেখ আছে—(১) শশক জাতকের দেবরাজ ইন্দ্র কর্তৃক চন্দ্রমণ্ডলে শশক চিহ্ন অংকন; (২) বর্তক-জাতকের অগ্নিস্পর্শেশূন্য স্থান, (৩) নলপান জাতকে নলপান পুষ্করিনীতে জাত নলগুলি একছিদ্র বিশিষ্ট এবং (৪) মধ্যমনিকায়ে ৮১ সূত্রে বর্ণিত ঘটীকার গৃহে বৃষ্টিপাতের জলপতন না হওয়া।

৩ (১০)

মৎস্যরাজ চরিত

(মৎস্য জাতক—৭৫)

১। পুনঃবার আমি যখন একটা বৃহৎ সরোবরে মৎস্যরাজ

ছিলাম, গ্রীষ্মকালে সূর্যের খুব তাপে সরোবরে জল কমে গিয়েছিল।

২। সে সময়ে কাক, শকুন, বক, কুনাল, শ্যেন প্রভৃতি পক্ষীগণ মৎস্যদের নিকট উপনীত হয়ে দিন রাত বসে বসে মৎস্য ভক্ষণ করতে লাগল।

৩। জ্ঞাতী স্বজনসহ আমার নিজের উপর এই উপদ্রব দেখে আমি এরূপ চিন্তা করেছিলাম— "এখন আমি কি উপায় অবলম্বন করলে আমার জ্ঞাতিবন্ধুদের এই দুঃখমোচন করতে পারি ?"

৪। আমি ধর্মের মর্ম চিন্তা করে বুঝতে পারলাম একমাত্র সত্যই আমার রক্ষা কবচ। সত্যের উপরে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আমি আমার জ্ঞাতিদের বিপুল ধ্বংসের হাত হতে মুক্ত করব।

৫। সদ্ধর্মের যথার্থতা অনুস্মরণ করে পরমার্থের কথা চিন্তা করে আমি জগতের ধ্রুবসত্য হিসাবে চিহ্নিত সত্যক্রিয়া করেছিলাম।

৬। "যতদূর পর্যন্ত নিজের কথা স্মরণ করতে পারি এবং যখন হতে আমার জ্ঞানোদয় হয়েছে, আমি আমার সজ্ঞানে একটি প্রাণীকেও আঘাত করি নাই। এ' সত্যক্রিয়ার প্রভাবে পুজ্জন্ন[১] (পর্জন্য) বারিবর্ষণ কর।

৭। পুজ্জন্ন, মেঘকে গর্জন করতে বল। কাকের মৎস্যরূপ সম্পদ বিনষ্ট কর। কাকেরা শোকে অভিভূত হউক। মৎস্যদের দুঃখমোচন কর।"

৮। এ'রূপ সত্যক্রিয়া করার সঙ্গে সঙ্গেই পুজ্জন্ন বারিবর্ষণ শুরু করেছিলেন। মুহূর্তের মধ্যে প্রবল বারিবর্ষণের ফলে উচ্চভূমি এবং নিচভূমি জলে পরিপূর্ণ হয়েছিল।

৯। চরম বীর্যের দ্বারা এ'রূপ মহাসত্যক্রিয়া করে সত্যতেজ এবং সত্যবলের প্রভাবে আমি মহামেঘ হ'তে প্রবল বারিবর্ষণ করায়েছিলাম। সত্যতে আমার সমকক্ষ কেহ নাই, এ'রূপ ছিল আমার সত্য পারমী।

১। পুজ্জন্ন—বৃষ্টি দেবতা।

মৎস্যরাজ চরিত—দশম

—০—

৩ (১১)

কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ চরিত

(কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ জাতক—৪৪৪)

১। পুনঃবার যখন আমি কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ নামক ঋষি ছিলাম, আমি ব্রহ্মচারী হয়েও পঞ্চাশ বৎসরেও অধিককাল ব্রহ্মচর্যে অনভিরত অবস্থায় যাপন করেছিলাম।

২। ব্রহ্মচর্যের প্রতি আমার এ অনভিরতি কেহ কোনদিন জানত না। আমিও কোন দিন কাকেও ইহা প্রকাশ করি নাই। এ অনভিরতি আমার মনের মধ্যে রয়ে গেল।

৩। মাণ্ডব্য নামক এক ব্রহ্মচারী আমার বন্ধু মহাঋষি ছিলেন। পূর্ব জন্মের কর্মফলে তিনি শূলদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন।

৪। আমি তাকে (দণ্ড প্রাপ্তির পর) সেবাশুশ্রূষা করে আরোগ্য করে তুলেছিলাম, অতঃপর তাঁর থেকে অনুমতি নিয়ে আমি আমার নিজ আশ্রমে ফিরে এসেছিলাম।

৫। আমার এক ব্রাহ্মণ বন্ধু তাঁর স্ত্রী এবং ছোট পুত্রসহ

তিনজনে একত্রে আমার অতিথি হয়ে আমার নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন।

৬। আমার আশ্রমে বসে আমরা যখন পরস্পরের সহিত অভিবাদন বার্তা জ্ঞাপন করছিলাম, বালকটি গেন্ডুক খেলতে গিয়ে একটা কন্দুক নিক্ষেপ করে একটা বিষধর সাপকে ক্রুদ্ধ করেছিল।

৭। তারপর সে কন্দুকের গতিপথ অনুসরণ করতে গিয়ে সে বিষধর সাপের মস্তক তার হাত দিয়ে স্পর্শ করেছিল।

৮। তার হস্তস্পর্শে ক্রুদ্ধ সর্প আপন বিষ শক্তিতে প্রমত্ত হয়ে ভীষণ ক্রোধে ক্রোধান্ধ হয়ে তৎক্ষণাৎ বালকটিকে দংশনে করেছিল।

৯। সর্প দংশনের সাথে সাথেই বালক সর্প বিষের যন্ত্রণায় ভূমিতে পড়ে গেল। বালকের মাতাপিতার দুঃখিত হওয়ার দৃশ্য দেখে আমার মধ্যেও ভীষণ দুঃখের হয়েছিল।

১০। তাদের এ দুঃখে শোকাভিভূত অবস্থায় তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে আমি প্রথমে সর্বোৎকৃষ্ট গৌরবময় সত্যক্রিয়া করেছিলাম।

১১। "আমি কেবলমাত্র সপ্তাহকাল প্রসন্নচিত্তে পুণ্যার্থী হয়ে ব্রহ্মচর্যব্রত পালন করেছিলাম। অতঃপর পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিককালের মধ্যে ইহা ছিল আমার ব্রহ্মচর্য আচরণ।

১২। আমি অনিচ্ছা সত্ত্বেও ব্রহ্মচর্য যাপন করেছিলাম। এ' সত্যের প্রভাবে শুভ হউক, সর্প বিষ বিনষ্ট হউক, এবং যজ্ঞদত্ত বেঁচে উঠুক।"

১৩। আমার এ' সত্য ক্রিয়ার প্রভাবে সর্পবিষে কম্পিত এ' ব্রাহ্মণ সন্তান চোখ খুলে উঠে দাঁড়াল এবং আরোগ্য লাভ করল। সত্যে আমার সমকক্ষ কেহ-ই নাই। এ'রূপ আমার সত্য পারমী ছিল।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ চরিত—একাদশ।

—০—

৩ (১২)

সুতসোম চরিত

(মহাসুতসোম জাতক—৫৩৭)

১। পুনঃবার যখন আমি সুতসোম নামক মহীপতি ছিলাম, আমি এক নরমাংসখাদক কর্তৃক ধৃত হলে ব্রাহ্মণের নিকট আমার প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করেছিলাম।

২। একশত রাজাকে করতলে ছিদ্র করে বৃক্ষে ঝুলায়ে রেখে শরীর শীর্ণ করা হয়েছিল এবং আমাকেও যজ্ঞার্থে উপস্থিত করা হয়েছিল।

৩। নর মাংসখাদক আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল—"তুমি কি আমার হতে মুক্তি পেতে ইচ্ছা কর? যদি তুমি পুনঃবার ফিরে আসতে রাজী হও, তবে তোমার ইচ্ছামত তোমাকে যেতে দেব।"

৪। প্রত্যুষে আমার প্রত্যাবর্তনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমি আমাদের রমণীয় নগরে উপনীত হয়েছিলাম, তারপর আমি রাজ্য ত্যাগ করেছিলাম।

৫। অতীত বুদ্ধদের আচারিত সদ্ধর্ম অনুস্মরণ করে ব্রাহ্মণকে

প্রতিশ্রুতি মত ধন দান করে আমি নরমাংসখাদকের নিকট উপস্থিত হয়েছিলাম।

৬। সে আমাকে বধ করবে কিনা আমার কোন সংশয় উৎপন্ন হয় নাই। সত্যবাক্য রক্ষার জন্য জীবনের আশা ত্যাগ করে নরমাংসখাদকের নিকট উপস্থিত হয়েছিলাম। সত্যে আমার সমকক্ষ কেহ নাই। এরূপ আমার সত্যপারমী ছিল।

সুতসোম চরিত—দ্বাদশ

—০—

৩ (১৩)

মৈত্রী পারমিতা

সুবর্ণশ্যাম চরিত

(শ্যাম জাতক—৫৪০)

১। যখন আমি শ্যাম নামে বনে অবস্থান করছিলাম, এবং শক্রের আদেশে নির্মিত আশ্রমে বাস করছিলাম, আমি মহারণ্যে সিংহ ব্যাঘ্রদের মধ্যে মৈত্রীভাব স্থাপন করেছিলাম।

২। আমি সিংহ, বাঘ, চিতাবাঘ, ভাল্লুক, মহিষ, রং-বেরঙের বিচিত্র হরিণ এবং বন্যশূকর প্রভৃতি পশুর দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে অরণ্যে বাস করছিলাম।

৩। আমাকে কেহ ভয় করত না, আমিও কাকে ভয় করতাম না। মৈত্রীবলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আমি তখন মহারণ্যে অভিরমিত হয়েছিলাম।

সুবর্ণশ্যাম চরিত—ত্রয়োদশ।

—০—

৩ (১৪)

একরাজ চরিত

(একরাজ জাতক—৩০৩)

১। পুনঃবার আমি যখন একরাজ নামে বিশ্ববিশ্রুত রাজা ছিলাম, আমি পরমশীলে অধিষ্ঠিত থেকে এ' মহাবিশ্বে রাজত্ব করছিলাম।

২। কোন বংশের বশবর্ত্তী না হয়ে আমি দশকুশল কর্মপথে প্রতিষ্ঠিত ছিলাম। আমি জনসাধারণের সহিত চার সঙ্গহ বিষয়ক[১] কর্মে সমতা রক্ষা করে চলতাম।

৩। আমি যখন এ' ভাবে ইহকাল এবং পরকাল সম্বন্ধে অপ্রমত্ত ছিলাম, দ্রব্য সেন আমার রাজ্যে উপনীত হয়ে আমাকে রাজ্যচ্যুত করেছিলেন।

৪। রাজ্যের সকল কর্মচারী, নগরবাসী, সামরিক বাহিনী এবং জনসাধারণ নিজের হস্তগত করে তিনি আমাকে একটা আকণ্ঠ গর্তে নিক্ষেপ করেন।

৫। যখন তিনি অমাত্যদের, সমৃদ্ধ রাজ্য এবং আমার অন্তঃপুর, এমন কি আমার প্রিয় পুত্রকে গ্রহণ করেছিলেন, আমি নিশ্চিন্তমনে ছিলাম। মৈত্রী প্রদর্শণে আমার সমকক্ষ কেহই নাই। ইহাই ছিল আমার মৈত্রী পারমী।

একরাজ চরিত—চতুর্দশ।

—০—

১। চার সঙ্গহ বিষয়ক কর্ম—দান, প্রিয়বচন, অর্থচর্য্যা এবং সমানচর্য্যা— চরিয়া পিটক অর্থকথা।

৩ (১৫)

উপেক্ষা পারমিতা

মহালোমহর্ষ চরিত

(লোমহর্ষ জাতক – ৯৪ এর সহিত এই চরিতের সাদৃশ্য নাই)

১। আমি শ্মশানে নরকঙ্কালকে আমার মাথার উপাধান করে শুইয়েছিলাম। গ্রামের দুষ্ট বালকেরা আমার নিকট উপস্থিত হয়ে নানা প্রকার বিদ্রূপাত্মক ব্যবহার করত।

২। অন্যান্য লোকেরা আমার প্রতি সংবেগ পরিহার করে অতি উৎসাহের সহিত আমার জন্য সুগন্ধ দ্রব্য, মালা এবং বহু পরিমাণে বিবিধ প্রকার খাদ্য দ্রব্য নিয়ে আসত।

৩। যারা আমার দুঃখ উৎপাদন করত এবং যারা আমাকে সুখ দিত—সকলেই আমার নিকট সমান ছিল। আমার মধ্যে দয়া বা ক্রোধ বল্‌তে কিছু ছিল না।

৪। সুখে দুঃখে এবং যশে অযশে আমি একই স্থিতপুরুষ ছিলাম এবং সকল অবস্থাতেই সমতা রক্ষা করতাম। এরূপ ছিল আমার উপেক্ষা পারমী।

মহালোমহর্ষ চরিত—পঞ্চদশ

—o –

তৃতীয় পরিচ্ছেদের সারাংশ—

(১) ৫। যুধঞ্জয়, সৌমনস্য, অয়োঘর, ভিস, শোনন্দ, মূকপঙ্গু, কপিরাজ, সত্যসবহয়,—

(২) ৬। বর্তকপোতক, মৎস্যরাজ, কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ ঋষি, সুত-

সোম পুনরায় শ্যাম এবং একরাজ—আমি ছিলাম। আমি উপেক্ষা পারমী পরিপূর্ণ করেছিলাম। এ' ভাবে মহাঋষি কর্তৃক বর্ণিত হয়েছিল।

উদ্দান গাথা—

(১) ৭। এভাবে জন্মে জন্মে বিবিধ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে বহুবিধ দুঃখ সহ্য করে বহুবিধ সম্পদ সঞ্চয় করে আমি সর্বোত্তম সম্বোধি লাভ করেছিলাম।

(২) ৮। যাহা দান করা কর্তব্য তাহা দান করে, নিরভিশেষে শীল রক্ষা করে, নৈষ্ক্রম্য পারমী পরিপূর্ণ করে আমি সর্বোত্তম সম্বোধি লাভ করেছিলাম।

(৩) ৯। অনুসন্ধিৎসু হয়ে পণ্ডিতদের নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করে, বীর্যকে উত্তম প্রচেষ্টা জ্ঞান করে ক্ষান্তি পারমী পরিপূর্ণ করে আমি সম্বোধি লাভ করেছিলাম।

(৪) ১০। অধিষ্ঠানকে সুদৃঢ় করে, সত্যবাক্য বিশেষভাবে রক্ষা করে, মৈত্রী পারমী পরিপূর্ণ করে আমি সম্বোধি লাভ করেছিলাম।

(৫) ১১। লাভে অলাভে, যশে অযশে নিন্দা প্রশংসায়—সকল অবস্থাতেই অবিচলিত থেকে আমি সর্বোত্তম সম্বোধি লাভ করেছিলাম।

(৬) ১২। আলস্যে বিপদ দেখে বীর্যারম্ভে শান্তির উৎস মনে করে আরব্ধ বীর্য হওয়া— বুদ্ধদের অনুশাসন।

(৭) ১৩। বিবাদে বিপদ দেখে নির্বিবাদে সুখের উৎপত্তি দেখে একতাবদ্ধ এবং সহানুভূতি সম্পন্ন হওয়া — বুদ্ধদের অনুশাসন।

(৮) ১৪। প্রমাদে বিপদ দেখে অপ্রমাদকে সুখের উৎস জেনে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গে প্রতিষ্ঠিত হওয়া— বুদ্ধদের অনুশাসন।

এ' ভাবে বুদ্ধ নিজের অতীত জীবনাচরনের উদাহরণ দিয়ে বুদ্ধাপদান নামক ধর্ম পর্যালোচনা করেছিলেন।

চরিয়া পিটক সমাপ্ত

—০—